উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা-তাহিরপুর, জেলা-সুনামগঞ্জ

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

সমন্বয়ে

ভলান্টারী এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)

আগষ্ট ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
তাহিরপুর উপজেলা
২০১৪

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
তাহিরপুর উপজেলা
জেলাঃ সুনামগঞ্জ

বাণী

ভাটির দেশ হিসেবে সুনামগঞ্জ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। 'মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। প্রাচীন কালীধর সাগর নামে পরিচিত হাওড়বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ খরা, কালবৈশাখী ঝড়, মৌসুমী বন্যা ইত্যাদি।

ভার্ড তাহিরপুর উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী। এই পরিকলপনা তাহিরপুর উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

উক্ত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি তৈরির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

কামরুজ্জামান কামরুল
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
ও
চেয়ারপারসন
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

বাণী

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কমবেশী দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। ভাটির দেশ হিসেবে এ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। 'মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ।

অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল লাউড়ের গড়ের যাদুকাটা নদী এবং মহারাম নদী নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ তাহিরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। আগাম বন্যা মূলতঃ এ উপজেলায় চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে সংগঠিত হয়ে থাকে। এতে ঐ এলাকার টাংগুয়ার হাওর, মাটিয়ান হাওর এবং শনির হাওরসহ অন্যান্য হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, উল্টো দিক থেকে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী দিয়ে পানি এসেও তাহিরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার শনির হাওরসহ অন্যান্য হাওরসহ অন্যান্য হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, বালি ও পলি পড়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই নদীগুলো ড্রেজিং এবং ফসল রক্ষা বাঁধ সংস্কার করা প্রয়োজন। এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। এতে বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেঘালয়ের সন্নিকটে ও হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় এ উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ বেশি। এ উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহিরপুর উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় মৌসুমী বন্যা কবলিত একটি এলাকা। পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতে ও প্রাণহাণী ঘটে। তাহিরপুর প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যহত হয়। এই উপজেলা প্রতিবছর দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। ভার্ড তাহিরপুর উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে জেনে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উক্ত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় বাস্তবতার নিরিখে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় তৈরি, যার ফলে উপজেলার দূর্যোগের সঠিক চিত্র তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে যা দূর্যোগ হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করছি।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
ও
কো-চেয়ারপারসন
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

বাণী

টাংগুয়ার হাওরে অফুরন্ত মৎস্য ভান্ডারে পরিপূর্ণ তাহিরপুর উপজেলাবাসী বিশাল জলরাশির মাঝে সামান্য খরকুটুকে আশ্রয় করে মানুষ যেমন নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে তেমনি তাহিরপুর উপজেলার বিভিন্ন জনপদের মানুষগুলোর স্থানীয় কৌশলকে অবলম্বন করে দূর্যোগ মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। তাদের এই ভূমিকাকে আরো বেগবান করার জন্য ভার্ড তাহিরপুর উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দূর্যোগের কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা তার পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। সেই কারণে উক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

যাহোক, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

প্লাবন পাল
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
তাহিরপুর উপজেলা
সুনামগঞ্জ
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

বাণী

হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও সবুজে ঘেরা মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা সুনামগঞ্জ। প্রাকৃতিক দূর্যোগের সঙ্গে সখ্যতা গড়েই এই জেলার মানুষগুলো জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রকৃতির অপরুপ সৌন্দর্যের গৌরব যেমন এই এলাকার মানুষগুলোকে আলাদাভাবে মর্যাদায় আসীন করেছে তেমনি প্রকৃতির রুঢ়তা এই জনপদের মানুষগুলোকে বারবার উন্নয়নের ধারা থেকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। প্রাচীন কালীধর সাগর নামে পরিচিত হাওড়বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল কালবৈশাখী ঝড়, খরা, মৌসুমী বন্যা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দূর্যোগ সমূহ প্রায়শই ভয়াবহ আকারে আঘাত হেনে জান-মাল ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করে, যা শুধুমাত্র ব্যক্তি বা একটি সমাজের জনগোষ্ঠীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, জাতীয় আর্থনীতি ও সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। দূর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি সঠিক পরিকল্পনা।

এরই ধারাবাহিকায় ভার্ড তাহিরপুর উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করেছে। পরিকল্পনাটিতে যেসব তথ্য বিদ্যমান সেগুলো হল স্থানীয় এলাকা পরিচিতি, দূর্যোগের ইতিহাস, জনসংখ্যা, অবকাঠামো, দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস-ঝুঁকির কারণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায়, দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি, দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি, স্বাভাবিক সময়ে করণীয়, জরুরী সারা প্রদান, উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ইত্যাদি। ইহা উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

রাজিব আহমেদ
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
সুনামগঞ্জ
ও
সদস্য সচিব
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
সুনামগঞ্জ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	পৃষ্ঠা নং
১.১ পটভূমি	৮
১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৮
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৮
১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৮
১.৩. ২ আয়তন	৯
১.৩.৩ জনসংখ্যা	১০
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য	১০
১.৪.১ অবকাঠামো	১০
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১১
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৩
১.৪.৪ অন্যান্য	১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	১৬
২.২ উপজেলার আপদসমুহ	১৭
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা	১৮
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২৬
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	২৭
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ	২৭
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	২৮
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	২৮
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	২৯
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩১
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৩৩
২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৩৩
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৩৬

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	
৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৪৩
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৪৩
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪৫
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৪৬
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৪৬
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন	৫৬
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী	৫৮
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৫৯

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	
৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৬১
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৬১
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	৬২
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৬৩
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	৬৩
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৬৩
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান	৬৩
৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৬৪
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৬৪
৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ	৬৪
৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	৬৪

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৬৪
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৬৪
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৬৫
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৬৫
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থানসমুহ ৬৫
৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা ৬৫
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৬৫
৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৬৬
৪.৬ অর্থায়ন ৬৮
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৭০

পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৭২
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার ৭৯
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৭৯
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার ৭৯
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৭৯
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা ৭৯
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেকলিষ্ট ৮০
সংযুক্তি ২ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৮১
সংযুক্তি ৩ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৮২
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৮৯
সংযুক্তি ৫ এক নজরে উপজেলা ৯১
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী ৯২
সংযুক্তি ৭ সামাজিক মানচিত্র ৯৩
সংযুক্তি ৮ ঝুঁকি মানচিত্র ৯৪
সংযুক্তি ৯ নিরাপদ মানচিত্র ৯৫
সংযুক্তি ১০ হাটবাজারের তালিকা ৯৬
সংযুক্তি ১১ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তালিকা ৯৭
সংযুক্তি ১২ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের তালিকা ১০২
সংযুক্তি ১৩ বিলের তালিকা ১০৩
সংযুক্তি ১৪ বিভিন্ন পেশাজীবী সমবায় সমিতির তালিকা ১০৭
সংযুক্তি ১৫ উপজেলার জনপ্রতিধিদের তালিকা ১১০
সংযুক্তি ১৬ ওয়ার্ডভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ১১১
সংযুক্তি ১৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন ১১২
সংযুক্তি ১৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বৈধকরণ সভার প্রতিবেদন ১১৬

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনাকে অন্তর্ভূক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কমবেশী দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। ভাটির দেশ হিসেবে এ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। 'মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ।
আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল আগাম বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল বাদঘাট ইউনিয়নের জাদুকাটা নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ তাহিরপুর আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার মাটিয়ান হাওর, টাংগুয়ার হাওর এবং শনির হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। এজন্য ফসল রক্ষা বাঁধ সংস্কার করা প্রয়োজন। তাহিরপুর উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় মৌসুমী বন্যা কবলিত একটি এলাকা। পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। এ উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এ উপজেলায় প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় হলেও ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এ উপজেলায় ২০০১ ও ২০১৩ সালে খরা দেখা যায়। তাহিরপুরের প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যহত হয়। এই উপজেলা প্রতিবছর দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি তাহিরপুর উপজেলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ এবং ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরি করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.৩.১. জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান:

তাহরিপুর উপজেলাটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিলেট বিভাগের অন্তর্গত হাওরবেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত । এর উত্তরে ভারতের মেঘালয়, উত্তর-পশ্চিমে মধ্যনগর ইউনিয়ন, দক্ষিণে জামালগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে বিশ্বম্ভরপুর এবং পশ্চিমে ধর্মপাশা উপজেলা অবস্থিত। সিলেট বিভাগীয় শহর হতে সুনামগঞ্জ জেলা শহরের দূরত্ব ৬৯ কিলোমিটার এবং সুনামগঞ্জ জেলা শহর হতে তাহিরপুর উপজেলার দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। এ উপজেলায় মোট ৫ টি নদী, ১৪ টি খাল, ১২৯ কিলোমিটার বাঁধ এবং ৩০০.০৪ কিলোমিটার রাস্তা

রয়েছে। উপজেলার মোট আয়তন ৩৩৬.৭০ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার মাটির প্রকৃতি দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ ও এটেল। উপজেলার বেশিরভাগ বসতভিটা এটেল মাটির এবং আবাদি জমি দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটির যার উর্বরতা শক্তি বেশি। সেচের খাল ও পুকুর পাড়ের মাটি বেলে ও দো-আঁশ প্রকৃতির এবং রাস্তাঘাটের মাটির প্রকৃতি এটেল ও দো-আঁশ। এ উপজেলায় খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে বালু ও পাথর।

১.৩.২ আয়তন

তাহিরপুর উপজেলার মোট আয়তন ৩৩৬.৭০ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার অন্তর্গত মোট ৭ টি ইউনিয়ন, ১০৮ টি মৌজা এবং ২৪৭ টি গ্রাম রয়েছে।

উপজেলা	ইউনিয়নের নাম	মৌজার সংখ্যা	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
তাহিরপুর	শ্রীপুর উত্তর	২৭	রংগারচরা, চারাগাও,বালাগাও, বালিয়াঘাটা, তেলিগাও, কামালপুর, কামালপুর চক, মাটিয়ান হাওর, ধলইগাও, শ্রীপুর উত্তর, বড়চরা, তরঙ্গ, শিবরামপুর, মন্ডলা, বালিয়াগাও, দুধের আলতা, পুটিমারা, তালই, রাজাবাজ, শ্রীপুরচক, লকা, মহিয়াজুরি, উত্তর তাহিরপুর, জগদ্বীশপুর, মৈন্দাহাতা, বোয়ালমারা ও মাছিমপুর।
	শ্রীপুর দক্ষিণ	১০	লামাগাও, পাটাবুকা, মানিক খিলা, জানজাইল, কটিপাড়া, মাহমুদপুর, দুমাল, ভবানিপুর, মোয়াজ্জেমপুর ও সানন্দপুর।
	বড়দল দক্ষিণ	১৮	খলখলিয়ারচর, নিয়ামতপুর, টাকাটুকিয়া, রসুলপুর, খালিশাজুরি, নালিয়ারবন্দ, গাংকান্দা, লেদারবন্দ, পুরানোখালাস, হাফানিয়া, জামালবাদ, জামালগড়, খালিশাজুড়ি, চতুরভুজপুর, খামারকান্দি, সোনাতলা, সদরখোলা ও হলহলিয়া।
	বড়দল উত্তর	১৮	মালশীগোফ, সরন্ডা, ভিটপৈলানপুর, পুঃ বড়খাড়া, চিকারকান্দি, শান্তিপুর, রাজাই, দিগলবাক, উত্তর পুরানঘাট, পঃব ড়খাড়া, বদরপুর, সরন্ডারচক, দঃ পুরানঘাট, ব্রাক্ষনগাঁও, আলীপুর, পৈলানপুর, মালসী ও পৈলানপুর চক।
	বাদাঘাট	১৪	যশপ্রতাপ, লোহার হাওর, গকুলপাড়া, নোওয়াগাও, উত্তর ঘাঘড়া, কুনহাট, সোহালা, চলিয়ারঘাট, পূর্ব দৈল, পুরানগাও, ইছবপুর, নূরপুর, লামাপাড়া ও মোল্লাপাড়া।
	তাহিরপুর সদর	১১	শনির হাওর, পৈন্ডব, রামজীবনপুর, নিশ্চিন্তপুর, জগজীবনপুর, শ্রীপুর, তাহিরপুর, নূরপুর, সোলেমানপুর, লতিফপুর ও রতনশ্রী।
	বালিজুরি	১০	মাধবপুর, ফাজিলপুর, হোসেনপুর, তিওরজালাল, পুরানবারুঙ্কা, বরখলা, মেনজারগাও, লোহাচুড়া, আনোয়ারপুর ও বালিজুরি।
মোট	**০৭**	**১০৮**	

উৎসঃ উপজেলা ভূমি অফিস, তাহিরপুর।

১.৩.৩ জনসংখ্যা

তাহিরপুর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২১৫,২০০ জন এর মধ্যে পুরুষ ১১০,৫৫৫ জন এবং মহিলা ১০৪,৬৪৫ জন।

উপজেলা/ইউনিয়ন নং	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
শ্রীপুর উত্তর	২৬৮০৭	২৩২৫৪	২৩০২৮	৩০০৪	৪৬৯	৫০০৬১	৮৫৮৭	২৫৩৩৯
শ্রীপুর দক্ষিণ	১০৭৫১	৯৯৮৭	৮৭১০	১৪৭২	৩০৬	২০৭৩৮	৩৬৭০	১১৪৬১
তাহিরপুর সদর	৯৭২৬	৯২৫১	৭৫৬৩	১৩৩৪	২৯০	১৮৯৭৭	৩৪৫৬	১১০৬৩
বড়দল দক্ষিণ	১১৩২০	১০৮৫২	১০৭৭৫	১৩৭৫	২৪৩	২২১৭২	৩৭৯৩	১২১৬২
বড়দল উত্তর	১৮৬৬৮	১৮৩৮১	১৮১৯১	২৬৬৭	৩২১	৩৭০৪৯	৬৬২৯	১৯৮৪৭
বালিজুরি	৯৭৫৮	৯৫৮০	৮৫০৯	১৩৭৩	২০৪	১৯৩৩৮	৩২৫১	১০৭৫৬
বাদাঘাট	২৩৫২৫	২৩৩৪০	২২৪০১	২৮৫৯	৬৮৪	৪৬৮৬৫	৮৫৪৫	২৪৫৫১
মোট	**১১০৫৫৫**	**১০৪৬৪৫**	**৯৯১৭৭**	**১৪০৮৪**	**২৫১৭**	**২১৫২০০**	**৩৭৯৩১**	**১১৫১৭৯**

উৎসঃ জনসংখ্যা জরীপ, ২০১১, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা নির্বাচন কমিশন অফিস, সুনামগঞ্জ।

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্তভাবে বর্ননা থাকতে হবে

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ০৭ টি বাঁধ রয়েছে যার দৈর্ঘ্য মোট ১২৯ কিলোমিটার। বাঁধগুলো হলঃ মাতিয়ার হাওর বাঁধ, শনির হাওর বাঁধ, মোহালিয়া হাওর বাঁধ, হালির হাওর বাঁধ, গুরমার হাওর বাঁধ, গুরমার হাওর বর্ধিতাংশ বাঁধ ও রাজনগর বালিজুড়ি বাঁধ । বাঁধগুলোর গড় উচ্চতা ৫.৫ থেকে ৬ মিটার। প্রতিবছর বর্ষায় বাঁধগুলো কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য প্রতিবছরই বাঁধগুলো সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে। **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

স্লুইচ গেট

তাহিরপুর উপজেলায় ৫ টি হাওরে মোট ৫ টি স্লুইচ গেট রয়েছে, শনির হাওরের বৈজ্ঞানিক খালের উপর ২ টি, শনির হাওরের আহম্মক খালের উপর ১ টি, মাতিয়ান হাওরের বেয়ালমারা খাল খালের উপর ১ টি এবং গুরমার হাওরের কইন্নার খালের উপর ১ টি স্লুইচ গেট স্থাপিত। এর মধ্যে ৪ টি স্লুইচ গেটই সচল রয়েছে। তবে শনির হাওরের বৈজ্ঞানিক খালের উপর ১ ভেন্টের স্লুইচ গেটটি বিকল রয়েছে। **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

ব্রীজ

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ১৫ টি ব্রীজ রয়েছে। এগুলো স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতাধীন। এর মধ্যে সবগুলো ব্রীজই পাকা। সবগুলো ব্রীজই সচল রয়েছে। **উৎসঃ স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), তাপহরপুর।**

কালভার্ট

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ১৫৭ টি কালভার্ট রয়েছে। এগুলো স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতাধীন। এর মধ্যে ১৪০ টি কালভার্ট সচল রয়েছে। বাকি ১৭ টি কালভার্ট সংস্কার কার প্রয়োজন। **উৎসঃ স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি),তাহিরপুর**

রাস্তা

তাহিরপুরঞ্জ উপজেলায় মোট ৩০০.০৪ কি.মি. রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে ৬৮ কি.মি. পাকা রাস্তা, ২৩২.০৪ কি.মি. কাঁচা রাস্তা রয়েছে। রাস্তাগুলোর গড় উচ্চতা ৪.৫ ফুট। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপজেলায় মোট ৩০০.০৪ কি.মি. রাস্তার মধ্যে ১০৮.৪ কি.মি. রাস্তা বন্যা ঝুঁকিমুক্ত। **স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), তাহিরপুর।**

সেচ ব্যবস্থা

তাহিরপুর উপজেলায় ১ টি গভীর নলকূপ রয়েছে যা বিদ্যুৎচালিত। এ উপজেলায় মোট ৫০৫ টি অগভীর নলকূপ বা শ্যালো মেশিন রয়েছে। এর মধ্যে ৩৫ টি বিদ্যুৎচালিত এবং ৪৭০ টি ডিজেলচালিত। এছাড়া, এ উপজেলায় মোট ৫৬৭ টি Low Leap Pump (LLP) রয়েছে যার ৩৭ টি বিদ্যুৎচালিত এবং ৫৩০ টি ডিজেলচালিত। তাহিরপুর উপজেলায় মূলতঃ কোন হস্তচালিত নলকূপ নেই।

তবে কিছু ঐতিহ্যগত সেচযন্ত্র রয়েছে। এগুলো হল দোন ও সেওতি। এখানে প্রায় ৪,৪০০ দোন ও সেওতি রয়েছে যা দিয়ে ২,৬০০ হেক্টর কৃষি জমি সেচ দেয়া হয়। তাহিরপুর উপজেলার ২৪,৫৯৫ হেক্টর কৃষি জমির মধ্যে ১১,৬৪১ হেক্টর জমি সেচের আওতায় রয়েছে। বহু কৃষি জমি এখনও সেচের আওতার বাইরে। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, তাহিরপুর।**

হাটবাজার

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ১৮টি হাটবাজার রয়েছে। হাটবাজারগুলো উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নের ১৮ টি গ্রামে বিদ্যমান। হাটবাজারগুলো সপ্তাহের বিভিন্ন বারে বসে। উপজেলার ১৮ টি হাটবাজারে মোট ২৮০০ টি দোকান এবং ১৭ টি সমিতি রয়েছে। তাহিরপুর উপজেলার হাটবাজারের তালিকা সংযুক্তি-১০ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, তাহিরপুর।**

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়ি

তাহিরপুর উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি দেখা যায়। এর মধ্যে কাঁচা, পাকা, আধাপাকা, ছনের এবং টিনের ঘর উল্লেখযোগ্য। কাঁচাঘর সাধারণতঃ মাটি, টিন, ছন, ইকর, বাঁশ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। পাকা ঘর তৈরি করা হয় ইট, বালি, সিমেন্ট, রড, পাথর ইত্যাদি দিয়ে। আবার আধাপাকা ঘর ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ও টিন দিয়ে তৈরি করা হয়। এছাড়া, ছনের ঘর ছন ও ইকর বেড়া দিয়ে এবং টিনের ঘর টিন, কাঠ ও লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাহিরপুর উপজেলায় মোট ২০,১৯২ টি ঘর রয়েছে যার মধ্যে ১৮,৭৬৫ টি ঘর কাঁচা এবং ১৪২৭ টি ঘর পাকা। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, তাহিরপুর।**

পানি

তাহিরপুর উপজেলায় খাবার পানির উৎসগুলো হল নলকূপ, নদীনালা, খালবিল, পুকুর, বৃষ্টির পানি ও পাতকুয়া ইত্যাদি। এ উপজেলায় মোট ১,০৮৫ টি নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে ৭৩৭ টি নলকূপ সচল ও ৩৪৮ টি নলকূপ বিকল। ১৫৩ টি নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে নলকূপগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাহিরপুর উপজেলায় ৬১.১৯% অধিবাসী নলকূপের পানি ব্যবহার করে। **উৎসঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, তাহিরপুর।**

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ২০৯৭ টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে। এর মধ্যে ১,৪৮৯ টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করায় পায়খানাগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। তাহিরপুর উপজেলায় ৬৯.৯৮% অধিবাসী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। **উৎসঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, তাহিরপুর।**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ১৩০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬০১ জন শিক্ষক শিক্ষিকা তত্ত্বাবধানে মোট ২৫.৩৯৯ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। তাহিরপুর উপজেলায় মোট ৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৩৯ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এতে ২২,৬৪০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এছাড়া, উপজেলার মোট ১৫টি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ৪৬৫৬ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। উপজেলার মোট ৫টি মাদ্রাসায় ৩২ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এতে ১২৩৭ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। উল্লেখ্য যে, তাহিরপুর উপজেলায় মোট ২ টি বেসরকারি কলেজ রয়েছে যেখানে ২৭ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ১০৫৭ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। তাহিরুপর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংযুক্তি-১১ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অফিস, তাহিরপুর।**

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ২৩৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ১৮৭ টি মসজিদ, ৪৫ টি মন্দির এবং ১টি গীর্জা রয়েছে । **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, তাহিরপুর।**

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ)

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ৪ টি ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাহ) রয়েছে। ঈদগাহগুলো উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নে বিদ্যমান রয়েছে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, তাহিরপুর।**

স্বাস্থ্য সেবা

তাহিরপুর উপজেলায় ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৩ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র ও ১৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এ উপজেলায় কোন বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নেই । উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র উপজেলা হেডকোয়ার্টার (তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে) অবস্থিত। এখানে ৩ জন ডাক্তার ও ৫ জন নার্স রয়েছে। উপজেলার স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের তালিকা সংযুক্তি- ১২ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, তাহিরপুর।**

ব্যাংক

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ৫ টি ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংক তাহিরপুর সদরে, সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক বাদাঘাট বাজারে অবস্থিত। ব্যাংকগুলো এখানে কৃষিঋণ, ব্যবসা ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ, আমানত সংগ্রহ ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, তাহিরপুর।**

পোস্ট অফিস

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ৫ টি পোস্ট অফিস রয়েছে। পোস্ট অফিসগুলো তাহিরপুর সদর, বাদাঘাট বাজার, টেকেরঘাট, শ্রীপুর ও কাউকান্দি বাজারে অবস্থিত। পোস্ট অফিসগুলো এখানে চিঠি ও পার্সেল আদান প্রদান, রেভিনিউ ও জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রয়, পোস্টাল অর্ডার, মানি ট্রান্সফার ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। **উৎসঃ উপজেলা পোস্ট অফিস, তাহিরপুর।**

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ২১ টি ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে। ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নে অবস্থিত। ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো এখানে বিভিন্ন রকমের সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করছে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, তাহিরপুর।**

এন জি ও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	Friends In Village Development Bangladesh (FIVDB)	জনশীলন কর্মসূচী(শিশু শিক্ষা)		জানুয়ারী ২০০৮ থেকে অক্টোবর ২০১৩ সাল
২	Assistance for Slum Dewellers	খাদ্য নিরাপত্তা		জানুয়ারী ২০১০ থেকে নভেম্বর ২০১৩
৩	Centre for Natural Resource and Studies	জীববৈচিত্র		ফেব্রুয়ারী ২০১২ থেকে জুন ২০১৪
৪	ব্র্যাক	ভিশন বাংলাদেশ		জানুয়ারী ২০১১ থেকে চলমান
		ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী		চলমান
৫	আশা	ক্ষুদ্রঋণ		১৯৮৯ সাল থেকে চলমান
৬	গ্রামীণ ব্যাংক	ক্ষুদ্রঋণ		১৯৮৯ সাল থেকে চলমান
৭	কারিতাস বাংলাদেশ	অভিবাসীদের সহায়তা		জানুয়ারী ২০১২ সাল থেকে চলমান
৮	সুইস কন্টাক্ট	হেলথ কেয়ার সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন		মার্চ ২০১১ থেকে চলমান
৯	লাভ ফর ডিসটেসড	সি.সি. ডি.পি		জুলাই ২০১০ সাল থেকে চলমান

খেলার মাঠ

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ৪ টি খেলার মাঠ রয়েছে। খেলার মাঠগুলো উপজেলা সদর, দক্ষিণ বড়দল, বাদাঘাট ও উত্তর শ্রীপুরে ইউনিয়নে অবস্থিত। উপজেলার ৪ টি খেলার মাঠের মধ্যে ২টি খেলার মাঠ (তাহিরপুর সদর এবং বাদাঘাট বাজার অবস্থিত) বন্যা লেভেলের উপরে হওয়ায় দুর্যোগের সময় এগুলো কাজে লাগে অর্থাৎ মানুষ ও গৃহপালিত পশুপাখি এখানে আশ্রয় নিতে পারে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, তাহিরপুর।**

কবরস্থান / শ্মশানঘাট

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ১৯০ টি কবরস্থান ও ২১ টি শ্মশানঘাট রয়েছে। এগুলো উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নে অবস্থিত। উপজেলার ৯৫% কবরস্থান ও শ্মশানঘাট বন্যা লেভেলের নীচে হওয়ায় দুর্যোগের সময় বা বর্ষাকালে মৃতদেহ সৎকার করা কষ্টকর হয়। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, তাহিরপুর।**

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

তাহিরপুর উপজেলায় যোগাযোগের মাধ্যম হল লেগুনা, সিএনজি, মোটর সাইকেল, ইজিবাইক, রিক্সা, ভ্যান, ভটভটি, নৌকা ও ইঞ্জিনচালিত নৌকা। স্থানীয় জনগণ লেগুনা, সিএনজি, মোটর সাইকেল, ইজিবাইক, রিক্সা, ভ্যান, ভটভটি, নৌকা, ইঞ্জিনচালিত নৌকা ইত্যাদি পরিবহনের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে থাকে। তাহিরপুর উপজেলায় ৯ টি লেগুনা, ১৯২ টি মোটর সাইকেল, ২৭টি ইজিবাইক, ১১৯ টি রিক্সা, ২৫২ টি নৌকা, ২৪৬টি ভ্যান, ৪৬টি ভটভটি ও ৭৮ টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা রয়েছে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, তাহিরপুর।**

বন ও বনায়ন

তাহিরপুর উপজেলায় ৩২৯ হেক্টর এলাকা জুড়ে বনাঞ্চল (স্ট্রিপ গার্ডেনিং) রয়েছে । এ বনাঞ্চলে মেহগনি, কদম, অর্জুন, আকাশমণি, রেইনট্রি, চাকারাশি, হিজল ও করচ ইত্যাদি গাছ রয়েছে। এছাড়া, এলাকার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। **উৎসঃ ফরেস্ট রেঞ্জার, সুনামগঞ্জ।**

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারা

তাহিরপুর উপজেলার বৃষ্টিপাতের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪১০০ মিলি মিটার। এ উপজেলায় সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ১০০০ মিলি মিটার, বর্ষাকালে ২৬০০ মিলি মিটার এবং শীতকালে ৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় বেশি হচ্ছে এবং উৎপাদনও কম হচ্ছে। সেইসাথে ফসলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ বেশি হচ্ছে। অসময়য়ে বৃষ্টিপাত বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশ্বিন-অগ্রাহায়ন পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি হয় যার ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া শীতমৌসুমেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যার ফলে ফসলের চাষাবাদ ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভব পড়ে। প্রায় সারা বছর জুড়েই বৃষ্টিপাত হয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত বেশি হয়। তবে শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। এ উপজেলায় বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, তাহিরপুর।**

তাপমাত্রা

তাহিরপুর উপজেলায় গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালের গড় তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড । বর্তমানে উপজেলার তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্ত লোক বিকল্প পেশা হিসেবে পোল্ট্রি ফার্ম ব্যবসা, গবাদিপশুপালন চালু করেছিল তাদের এই ব্যবসাও ঝুঁকির মুখে পড়েছে। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, তাহিরপুর ।**

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর

তাহিরপুর উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বর্তমানে ১০০ থেকে ৩০০ ফুট নীচে। উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। পূর্বে এ উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ছিল ৭০ থেকে ২০০ ফুট নীচে। শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার করণে অত্র এলাকায় খাবার ও সেচের পানির সংকট দেখা দেয়। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, তাহিরপুর।**

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

তাহিরপুর উপজেলায় মোট ২৫,২৪৬ হেক্টর কৃষি জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ২৪,৫৯৫ হেক্টর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ৬৫০ হেক্টর। আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ১৩,৪৫৫ হেক্টর, দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৮,৯৮৬ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ ২১৫৪ হেক্টর । এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ৬১১৪ হেক্টর। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, তাহিরপুর।**

কৃষি ও খাদ্য

তাহিরপুর উপজেলায় প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো), গম, সরিষা, গোলআলু, মরিচ, মিষ্টিআলু, বাদাম, শাকসব্জি ইত্যাদি। উপজেলার আবাদকৃত ফসলী জমি ও উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফেব্রুয়ারি ২০১৪) নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	ফসলের নাম	ফসলী জমি (হেক্টরে)	উৎপাদন (মে. টনে)	মন্তব্য
১	বোরো	১৩,৪৫৫	২২,৪৭০	
২	আমন	৮,৯৮৬	১৩,৫৬৯	
৩	আউশ	২,১৫৪	৫,১৪৮	
৪	গম	৮০	২০৮	
৫	সরিষা	৩৫০	৪৫৫	
৬	আলু	২২০	৩৭৪০	
৭	মরিচ	১০০	১৫০	
৮	মিষ্টিআলু	১০০	১৫০০	
৯	শাকসব্জি	৯৯০	১৫৯৪০	
১০	ধনিয়া	৪০	৮০	
১১	মাসকালাই	৪০	৪৮	
১২	পেঁয়াজ	১০	৯০	
১৩	আখ	৫০	২০০০	

বিগত বছরে উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। প্রতি বছর বন্যা হলেও ২০০৪, ২০০৯, ২০১০ সালের আগাম বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। অত্র এলাকার প্রধান খাদ্যসমূহ হল- ভাত, মাছ ও শাকসব্জি। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, তাহিরপুর।**

নদী

তাহিরপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে ছোট বড় ৫ টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলো হল যাদুকাটা, বৌলাই, আবুয়া, পাটনাই ও বাগলীছড়া। নদী থাকার কারণে এলাকার যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটছে। যেমন মালামাল পরিবহনে ব্যয় কম হচ্ছে। বালি, পাথর ও মাছ খুব অল্প সময়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেয়া যাচ্ছে। এছাড়া, নদীগুলোর পানি সেচের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অপরপক্ষে, পলি পড়ে নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে নদীর নাব্যতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

পুকুর

তাহিরপুর উপজেলায় ৩৭৮ টি পুকুর রয়েছে। এসব পুকুর থেকে মাছ বিক্রয় করে প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের টাকা আয় হচ্ছে যা সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, পুকুরের পানি গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়। **উৎসঃ উপজেলা মৎস্য অফিস, তাহিরপুর।**

খাল

তাহিরপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে ১৪ টি খাল প্রবাহিত হয়েছে। উক্ত খালে বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া এর পানি দিয়ে হাওরের ধানক্ষেতে সেচ দেয়া হয়। অপরপক্ষে, পলি পড়ে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে খালের নাব্যতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। **উৎসঃ উপজেলা মৎস্য অফিস, তাহিরপুর।**

বিল

তাহিরপুর উপজেলার ৮১ টি বিল রয়েছে। এ উপজেলায় ২০ একরের উর্ধ্বে ৩৬ টি, ২০ একরের নীচে ৩৪ টি এবং উন্মুক্ত বিল রয়েছে ১১ টি। সবগুলো বিলে পর্যাপ্ত পানি থাকায় অধিক মাছ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। এর পানি দিয়ে হাওরের ধানক্ষেতে সেচ দেয়া হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পুষ্টির চাহিদা পুরণ হচ্ছে। এছাড়া বিলগুলো বিভিন্ন প্রকার পাখির বিচরণক্ষেত্র। এর ফলে জীব বৈচিত্র রক্ষা পাচ্ছে। বিল সেচে মাছ ধরা এ উপজেলার একটি সাধারণ চিত্র। এতে মাছের প্রজননক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া, শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। বিলের তালিকা সংযুক্তি-১৩ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা মৎস্য অফিস, তাহিরপুর।**

হাওড়

তাহিরপুর উপজেলায় ২৩ টি হাওর রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৬ টি হাওর রয়েছে, যেমন, টাংগুয়ার হাওর, শনির হাওর, মাটিয়ান হাওর, মহালিয়া হাওর, হালির হাওর ও গুরমার হাওর । টাংগুয়ার হাওরের আয়তন ৯৭২৭ হেক্টর এর মধ্যে তাহিরপুর উপজেলায় ২৯৯২ হেক্টর, শনির হাওরের আয়তন ৮২৩৭ হেক্টর এর মধ্যে তাহিরপুর উপজেলায় ৫৫১০ হেক্টর, মাটিয়ান হাওরের আয়তন ২৯০০ হেক্টর, মহালিয়া হাওরের আয়তন ৪২৫ হেক্টর, হালির হাওরের আয়তন ২৮৬৫ হেক্টর, ও গুরমার হাওরের আয়তন ৫৫০ হেক্টর। হাওরগুলোতে বর্ষাকালে মাছ পাওয়া যায় এবং বোরো মৌসুমে ধানচাষ করা হয়। এছাড়া, হাওরগুলো বর্ষাকালে নৌযোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, তাহিরপুর।**

আর্সেনিক দুষণ

তাহিরপুর উপজেলায় অল্প মাত্রায় আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। দূষণের মাত্রা ০.০২৮%। উপজেলার ৭ টি (০.৬৫%) নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। যার সবগুলো লাল কালিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে এলাকার জনগণ এগুলোর পানি ব্যবহার করছে না। এতে এ উপজেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগের প্রদুর্ভাব ঘটছে না। **উৎসঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, তাহিরপুর।**

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল খরা, কালবৈশাখী ঝড়, মৌসুমী বন্যা ইত্যাদি।

অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল লাউড়ের গড়ের যাদুকাটা নদী এবং মহারাম নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ তাহিরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। আগাম বন্যা মূলতঃ এ উপজেলায় চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে সংগঠিত হয়ে থাকে। এতে ঐ এলাকার টাংগুয়ার হাওর, মাটিয়ান হাওর এবং শনির হাওরসহ অন্যান্য হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, উল্টো দিক থেকে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী দিয়ে পানি এসেও তাহিরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার শনির হাওরসহ অন্যান্য হাওরসহ অন্যান্য হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ১০৩৩৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ২৬১৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২০ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ১৬ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, বালি ও পলি পড়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই নদীগুলো ড্রেজিং এবং ফসল রক্ষা বাঁধ সংস্কার করা প্রয়োজন। তাহিরপুর উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় মৌসুমী বন্যা কবলিত একটি এলাকা। পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতে ও প্রাণহাণী ঘটে। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫৩৩ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৫৪৭২ টি ঘরবাড়ি, ৭৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২৮.৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ৫৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি মৎস্য খামার, ৬৭ টি নলকূপ এবং ২৩৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই বন্যায় ১২৯ টি গবাদি পশু মারা যায় এবং ২ জন শিশুও প্রাণ হারায়। মেঘালয়ের সন্নিকটে ও হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় এ উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ বেশি। এ উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এ উপজেলায় প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় হলেও ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৭০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৮ টি গৃহপালিত পশুপাখি মারা যায়। ২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ২৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩২৪ টি গাছপালা, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ৭৪ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১১ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৭ টি গৃহপালিত পশুপাখি মারা যায়। এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। এতে বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এ উপজেলায় ২০০১ ও ২০১৩ সালে খরা দেখা যায়। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের খরায় ৮০২ হেক্টর জমির ফসলাদি এবং ২০১৩ সালের খরায় ৪০৯ হেক্টর জমির বোরো ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অতীতে ২০১০ সালে আগাম বন্যার পানি বিপদসীমার ৩৫ সেঃমিঃ উপরে প্রবাহিত হয়েছিল এবং এই পানি ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে বেড়েছিল। এরপর এ পানি প্রায় ১৫ দিন স্থায়ী ছিল। বন্যার পানি মেঘালয় পাহাড় হয়ে বাদাঘাট ইউনিয়নের যাদুকাটা, চলতি নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। মানুষ সাধারণতঃ যেসকল দুর্ভোগ বা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা হল যোগাযোগের অসুবিধা হয়, খাদ্যের সমস্যা, আশ্রয়, জরুরী চিকিৎসা, কর্মসংস্থান এর অভাব দেখা দেয়, মানসিক অস্থিরতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয় । তাহিরপুর উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যহত হয়।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
আগাম বন্যা	২০১০	২০১০ সালের আগাম বন্যায় ১০৩৩৭ হেক্টর (৪২.০২%) জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ২৬১৩ হেক্টর (১০.৬২%) জমির ফসলাদি (আংশিক), ২০ কিঃমিঃ (৬.৬৬%) রাস্তা (আংশিক) এবং ১৬ কিঃমিঃ (১২.৪%) বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, ঘরবাড়ি, বীজতলা, ফসলের জমি, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা, মানব জীবন, বেরীবাধ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
মৌসুমী বন্যা	২০০৪	২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫৩৩ হেক্টর	রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, ঘরবাড়ি,

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
		(২.১৬%) জমির ফসলাদি, ৫৪৭২ টি (২৭.০৯%) ঘরবাড়ি, ৭৪ কিঃমিঃ (২৪.৬৬%) রাস্তা (আংশিক), ২৮.৫ কিঃমিঃ (২২.০৯%) বেড়িবাঁধ, ৫৮ টি (২৪.৮৯%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩৮ টি (২৯.২৩%) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি (৩.৯৬%) মৎস্য খামার, ৬৭ টি (৬.১৭%) নলকূপ এবং ২৩৫ টি (১১.২০%) পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই বন্যায় ১২৯ টি (০.১১%) গবাদি পশু মারা যায় এবং ২ জন (০.০০২%) শিশুও প্রাণ হারায়।	বীজতলা, ফসলের জমি, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
কাল বৈশাখী ঝড়	২০০৯, ২০১০ ও ২০১১	২০০৯ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৭০ টি (০.৩৪%) ঘরবাড়ি (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৮ টি (০.০১%) গৃহপালিত পশুপাখি মারা যায়। ২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩৭ হেক্টর (০.১৫%) জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ২৮ হেক্টর (০.১১%) জমির ফসলাদি (আংশিক), ২০ টি (০.০৯%) ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩২৪ টি গাছপালা, ১ টি (০.৭৬%) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি (০.৪২%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ৭৪ টি (৩.৫২%) পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১১ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩৫ টি (০.১৭%) ঘরবাড়ি (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৭ টি (০.০১%) গৃহপালিত পশুপাখি মারা যায়।	বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রাণহানীও ঘটে। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয়।
খরা	২০০১ ও ২০১৩ সাল	২০০১ সালের খরায় ৮০২ হেক্টর (৩.২৬%) জমির ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১৩ সালের খরায় ৪০৯ হেক্টর (১.৬৬%) জমির ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	মানুষ, পশু সম্পদ, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২.২ উপজেলার আপদসমুহ

ক্রমিক	আপদ	অগ্রাধিকার	স্তর
০১	আগাম বন্যা	আগাম বন্যা	১ম
০২	কাল বৈশাখী ঝড়	মৌসুমী বন্যা	২য়
০৩	খরা	কাল বৈশাখী ঝড়	৩য়
০৪	মৌসুমী বন্যা	খরা	৪র্থ

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বিস্তারিত বর্ননাঃ

আগাম বন্যাঃ তাহিরপুর উপজেলা হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর উপজেলা। ব্যাপক মাত্রায় আগাম বন্যা কবলিত একটি এলাকা তাহিরপুর উপজেলা। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ তাহিরপুর আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ হঠাৎ করে পাহাড়ে মাত্রারিক্ত বৃষ্টি হলে এ অঞ্চলে আগাম বন্যা দেখা দেয়। যা চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল বাদাঘাট ইউনিয়নের জাদুকাটা নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ তাহিরপুর আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার মাটিয়ান হাওর, টাংগুয়ার হাওর ও শনির হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। আগাম বন্যায় এলাকার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ১০৩৩৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ২৬১৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২০ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ১৬ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আগাম বন্যায় এলাকার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় যা মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এসময় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। প্রতি বছর বন্যা হলেও ২০১০ সালের আগাম বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। তাহিরপুর উপজেলায় ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ইউনিয়নভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে ১৫৯৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩৭০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ২ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১১৮০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে ১৫৫৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৫০৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ১.৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৮৩৬ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে ১৫৮০ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩৮২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৩.৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১২৯৩ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে ১৩০৪ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩৬২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ১ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১২২০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বড়দল উত্তর ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে ১৪৫১ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ২৯৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ২ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১২৩৬ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বালিজুরি ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে ১২৭৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩০১ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক) এবং ৩.৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১০৬৬ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাদাঘাট ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে ১৫৭২ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩৯৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৮ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৩ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১৬১৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে আগাম বন্যা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে উপজেলার বোরো ফসল, বেড়িবাঁধ, রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যা মানুষের জীবিকার উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে ১৬২৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৪২০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১২৮৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে ১৭০৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৫৭০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৪ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১০৪২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে ১৬৭০ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৪৪৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৬ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৮ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৩১৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে ১৪০৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩৮৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ২.৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৪৮০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বড়দল উত্তর ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে বড়দল উত্তর ইউনিয়নে ১৫৩১ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩৩৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৪ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৩৪০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বালিজুরি ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বালিজুরি ইউনিয়নে ১৩২১ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩৭৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫.৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৩ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১১৮৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বাদাঘাট ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে বাদাঘাট ইউনিয়নে ১৬৮৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৪১৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১০ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৪.৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৭৭৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মৌসুমী বন্যাঃ তাহিরপুর উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় মৌসুমী বন্যা কবলিত একটি এলাকা। পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতে ও প্রাণহাণী ঘটে। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫৩৩ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৫৪৭২ টি ঘরবাড়ি, ৭৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২৮.৫

কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ৫৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি মৎস্য খামার, ৬৭ টি নলকূপ এবং ২৩৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই বন্যায় ১২৯ টি গবাদি পশু মারা যায় এবং ২ জন শিশুও প্রাণ হারায়।

মৌসুমী বন্যায় এলাকার কৃষি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ, প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। মৌসুমী বন্যায় স্বাভাবিক পানির চেয়ে ৩ থেকে ৪ হাত পানি বেশি হলে এ উপজেলায় ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়; বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষের পানিবাহিত রোগ ও গবাদি পশুর বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই দেখা দেয়; বাসস্থানের সংকট এবং গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। এসময় পশুপাখির প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া মৃতদেহ সৎকারে অসুবিধা হয়। প্রতি বছর বন্যা হলেও ২০০৪ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। তাহিরপুর উপজেলার ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ইউনিয়নভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে ৫২ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৮৫৫ টি ঘরবাড়ি, ৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি মৎস্য খামার, ১৪ টি নলকূপ এবং ২৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই বন্যায় ১৪ টি গবাদি পশু মারা যায় এবং ২ জন শিশুও প্রাণ হারায়। যার ফলে ৯৮৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে ৫৯ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৯১০ টি ঘরবাড়ি, ৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২.৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি মৎস্য খামার, ১৬ টি নলকূপ এবং ৩৭ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই বন্যায় ১৮ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ১২০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে ৬২ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৬৮২ টি ঘরবাড়ি, ১৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৩.৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ১৭ টি নলকূপ এবং ৪৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই বন্যায় ২০ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ১৫০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে ৮৯ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৭৯০ টি ঘরবাড়ি, ১০ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৭ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ৪ টি নলকূপ এবং ৫২ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই বন্যায় ১৪ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ১৬০২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বড়দল উত্তর ইউনিয়ন

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে ৯৬ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৮১০ টি ঘরবাড়ি, ৬ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১০ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার, ৮ টি নলকূপ এবং ১৯ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই বন্যায় ২৭ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ১২৪০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বালিজুরি ইউনিয়ন

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে ৭২ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৬৭১ টি ঘরবাড়ি, ১৮ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার, ৫ টি নলকূপ এবং ১৭ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই বন্যায় ২৬ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ১০৪২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাদাঘাট ইউনিয়ন

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে ১০৩ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৭৫৪ টি ঘরবাড়ি, ১৮ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি মৎস্য খামার, ৩ টি নলকূপ এবং ৪০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই বন্যায় ১০ টি গবাদি পশু মারা যায়। যার ফলে ১৩২৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নদী ও জমি পলি পড়ে ভরাট হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ উপজেলায় ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। মৌসুমী বন্যায় এ উপজেলার আমন ফসল, শাকসব্জি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, বিভিন্ন শেণীর জনগোষ্ঠী পানিবাহিত রোগ ও গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন ধরনের রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হতে পারে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নের ১৪০ হেক্টর জমির ফসলাদি, ১০২০ টি ঘরবাড়ি, ৮ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৪ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ২০ টি নলকূপ, ৫৪ টি গাছপালা এবং ৫৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৫০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১১০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের ১৩০ হেক্টর জমির ফসলাদি, ১১৮৮ টি ঘরবাড়ি, ৬ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৩ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ২২ টি নলকূপ, ৮০ টি গাছপালা এবং ১২০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৫৭ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৩২০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর সদর ইউনিয়নের ৮২ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৯৩৭ টি ঘরবাড়ি, ১৮ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৬ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি মৎস্য খামার, ৩২ টি নলকূপ, ২৪৫ টি গাছপালা এবং ৭৮ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১১০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৬৭৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নের ১৩৪ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৮৪০ টি ঘরবাড়ি, ১৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১৬ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি মৎস্য খামার, ১৫ টি নলকূপ, ২০২ টি গাছপালা এবং ১৩৭ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৫৬ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৭৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বড়দল উত্তর ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বড়দল উত্তর ইউনিয়নের ১৩৫ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৯৭৩ টি ঘরবাড়ি, ৯ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১৭ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ১২ টি নলকূপ, ১৮২ টি গাছপালা এবং ৭৬ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১৪৪ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৩৭৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বালিজুরি ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে বালিজুরি ইউনিয়নের ১১৮ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৮৪২ টি ঘরবাড়ি, ২৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৪ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি মৎস্য খামার, ১৪ টি নলকূপ, ৩৫০ টি গাছপালা এবং ৮৯ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১০৩ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১১২৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাদাঘাট ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বাদাঘাট ইউনিয়নের ১০৭ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৮১৫ টি ঘরবাড়ি, ২৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ৭ টি নলকূপ, ৩০৭ টি গাছপালা এবং ১১০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে

পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৭৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৪৮৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কালবৈশাখী ঝড়ঃ সুনামগঞ্জ জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। তাহিরপুর উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রাণহানীও ঘটে। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয়। এ উপজেলায় প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় হলেও ২০০৯ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৭০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৮ টি গৃহপালিত পশুপাখি মারা যায়। ২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ২৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩২৪ টি গাছপালা, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ৭৪ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১১ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৭ টি গৃহপালিত পশুপাখি মারা যায়। কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে মানব সম্পদ ও পশুপাখি আহত হয় এবং প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়।

কালবৈশাখী ঝড়ে সাধারণতঃ বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় হলেও ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। তাহিরপুর উপজেলায় ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ইউনিয়নভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন

২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে ৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২২ টি গাছপালা, ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ৭ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২৯৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন

২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে ৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৭ টি গাছপালা এবং ৮ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩৫৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন

২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে তাহিরপুর উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে ৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৪ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩৪ টি গাছপালা এবং ২০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২৮৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন

২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে তাহিরপুর উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে ৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৪ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১০২ টি গাছপালা এবং ১৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২৬৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বড়দল উত্তর ইউনিয়ন

২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে তাহিরপুর উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে ৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৭৫ টি গাছপালা এবং ১১ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩৩১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বালিজুরি ইউনিয়ন

২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে তাহিরপুর উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে ৪ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৪২ টি গাছপালা, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ৬ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১০৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাদাঘাট ইউনিয়ন

২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে ৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৪ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩২ টি গাছপালা এবং ৭ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২১৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কালবৈশাখী ঝড়ে সাধারণতঃ বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এতে প্রাণহানীও ঘটতে পারে। খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হতে পারে এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে, ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে । ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১২ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৫০ টি গাছপালা, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫৭ টি পায়খানা এবং ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৫৮৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৭০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৮০ টি গাছপালা, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১২০ টি পায়খানা এবং ১ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৫০২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৪০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৮০ টি গাছপালা, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৭৫ টি পায়খানা এবং ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৩৪০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তাহিরপুর উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ১৪ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৭৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৮৯ টি গাছপালা, ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩৭ টি পায়খানা এবং ২ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৪৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বড়দল উত্তর ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১২ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ১১ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৮৮ টি গাছপালা, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২২০ টি পায়খানা এবং ৪ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৭৮৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বালিজুরি ইউনিয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তাহিরপুর উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ১০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৮০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৪৭ টি গাছপালা, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৫৫ টি পায়খানা এবং ২ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৩০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাদাঘাট ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ১২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১১০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩২০ টি গাছপালা, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৪২ টি পায়খানা এবং ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৪০৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

খরাঃ এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। এতে বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময় খাদ্যের অভাব এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দেয়। এতে দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়।। এ উপজেলায় ২০০১ ও ২০১৩ সালে খরা দেখা যায়। উল্লেখ্য, অত্র উপজেলায় ২০০১ সালের খরায় ৮০২ হেক্টর জমির ফসলাদি এবং ২০১৩ সালের খরায় ৪০৯ হেক্টর জমির ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহিরপুর উপজেলায় ২০১৩ সালের খরায় ইউনিয়নভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন

২০০১ সালের খরায় তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে ১০২ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২১৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন

২০০১ সালের খরায় তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে ৯৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন

২০০১ সালের খরায় তাহিরপুর উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে ১১৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন

২০০১ সালের খরায় তাহিরপুর উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে ১২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২৪৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বড়দল উত্তর ইউনিয়ন

২০০১ সালের খরায় তাহিরপুর উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে ১৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২২০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বালিজুরি ইউনিয়ন

২০০১ সালের খরায় তাহিরপুর উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে ৭৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৫৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাদাঘাট ইউনিয়ন

২০০১ সালের খরায় তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে ১৫৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩৪৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে খরা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খরায় এ উপজেলার বোরো ফসল, পশুসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । এতে গো-খাদ্যের সংকট এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দিতে পারে। এতে দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। তাহিরপুর উপজেলায় ভবিষ্যতে খরায় ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে ভবিষ্যতে খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ২৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৩৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তাহিরপুর উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে ভবিষ্যতে খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১৩৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৩৮৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বড়দল উত্তর ইউনিয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তাহিরপুর উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে ভবিষ্যতে খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১৫৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৩৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বালিজুরি ইউনিয়ন

তাহিরপুর উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ৯২ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৪০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাদাঘাট ইউনিয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে ভবিষ্যতে খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৪৮৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
আগাম বন্যা	▪ বোরো ফসলের ক্ষতি হয় ▪ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ খাদ্য সংকট দেখা দেয় ▪ গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয় ▪ রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ বেরীবাঁধ এর ক্ষতি হয়। ▪ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ক্ষতিগ্রস্ত হয়	▪ ১২৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বাঁধ রয়েছে ▪ ১০৮.৪ কি.মি. উচু রাস্তা রয়েছে। ▪ ৫ টি স্কুল কাম শেল্টার রয়েছে। ▪ ২ টি উচু খেলার মাঠ রয়েছে। ▪ ৪ টি ইঞ্জিন চালিত নৌকা রয়েছে। ▪ ১ টি খাদ্য গুদাম রয়েছে।হয় ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে।
মৌসুমী বন্যা	▪ ফসলের জমি ডুবে গিয়ে ফসল নষ্ট হয় ফলে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ▪ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ▪ অধিকাংশ কবরস্থান নীচু হওয়ায় বর্ষায় উহা ডুবে যায় ফলে মৃতদেহ সৎকারে সমস্যা হয়। ▪ গবাদি পশু ও পাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়।	▪ ৫ টি স্কুল কাম শেল্টার রয়েছে। ▪ ১০৮.৪ কি.মি. উচু রাস্তা রয়েছে। ▪ ২ টি উচু খেলার মাঠ রয়েছে। ▪ ১ টি উচু কবরস্থান রয়েছে। ▪ ৪ টি ইঞ্জিন চালিত নৌকা রয়েছে। ▪ ১ টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। ▪ উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে।
কালবৈশাখী ঝড়	▪ বোরো ফসলের ক্ষতি হয় ▪ ঘরবাড়ি ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত ▪ খাদ্য সংকট দেখা দেয় ▪ গবাদি পশু ও পাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ▪ বনজ সম্পদ বিনষ্ট হয় ▪ নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় ▪ গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয় ▪ বৈদ্যুতিক তার ও খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়	▪ ৪ টি ইঞ্জিন চালিত নৌকা রয়েছে। ▪ ৫ টি স্কুল কাম শেল্টার রয়েছে। ▪ ১ টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। ▪ ৩২৯ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা আছে। ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে।
খরা	▪ বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ গবাদি পশু ও পাখি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং ▪ গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।	▪ ১৪ টি দীর্ঘ খাল রয়েছে। ▪ ছোট বড় ৮১ টি বিল রয়েছে। ▪ ৫ টি নদী রয়েছে। ▪ ১৩ টি অগভীর নলকূপ বা শ্যালো মেশিন রয়েছে। ▪ ৩২৯ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা আছে।

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
আগাম বন্যা	শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন, শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন , দক্ষিণ বড়দল ও উত্তর বড়দল ইউনিয়ন	পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি	১,৩০,০২০ জন
মৌসুমী বন্যা	তাহিরপুর উপজেলা	পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি	
কাল বৈশাখী ঝড়	শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন, শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন , দক্ষিণ বড়দল , তাহিরপুর ইউনিয়ন, বালিজুরি ইউনিয়ন ,বাদাঘাট ইউনিয়ন ও উত্তর বড়দল	জলবায়ু পরিবর্তন, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে	৯৭৪৮৩ জন
খরা	শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন, শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন , দক্ষিণ বড়দল , তাহিরপুর ইউনিয়ন, বালিজুরি ইউনিয়ন ,বাদাঘাট ইউনিয়ন ও উত্তর বড়দল ইউনিয়ন।	জলবায়ু পরিবর্তন, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে	৭২৫৬২ জন

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	তাহিরপুর উপজেলায় মোট ২৫,২৪৬ হেক্টর কৃষি জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ২৪,৫৯৫ হেক্টর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ৬৫০ হেক্টর। আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ১৩,৪৫৫ হেক্টর, দু' ফসলী জমির পরিমাণ ৮,৯৮৬ হেক্টর ও তিন ফসলী জমির পরিমাণ ২,১৫৪ হেক্টর। এখানে মোট ২৯,৬১২ জন কৃষিজীবী রয়েছে। এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ৬১১৪ হেক্টর। উপজেলার প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো), গম, সরিষা, গোলআলু, মরিচ, মিষ্টিআলু, বাদাম, শাকসব্জি ইত্যাদি। আগাম বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি দুর্যোগে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়।	তাই কৃষিখাতকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য আগাম জাতের ধানের বীজ ও সার সরবরাহ, ধান কাটার মেশিন, বাঁধ সংস্কার, এল এলপি স্থাপন, সেচের জন্য ড্রেন নির্মাণ, খাল পুনঃ সংস্কার, হাওরে ধানের খলা তৈরি, গোপাট (হাওর থেকে ধান আনা নেয়ার রাস্তা) তৈরি, স্লুইস গেট স্থাপন ও সংস্কার এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।
মৎস্য সম্পদ	তাহিরপুর উপজেলায় ৩ টি নদী, ৮১ টি বিল, ১৪টি খাল, ৩৭৮ টি পুকুর রয়েছে। এখানে মোট ৭,৫০০ জন মৎসজীবী রয়েছে। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, খরা ইত্যাদি দুর্যোগে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত।	তাহিরপুর উপজেলার মৎসসম্পদকে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য পুকুর পাড় উঁচু করা এবং নদী, খালবিল, পুকুর ইত্যাদি পুনঃসংস্কার করা প্রয়োজন। এছাড়াও, খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরা বন্ধ করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ্যাডভোকেসি করা প্রয়োজন।
পশুসম্পদ	তাহিরপুর উপজেলার প্রধান পশুসম্পদ হল গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, পাখি, মহিষ ইত্যাদি। এ উপজেলায় ৪৬,১২০ টি গরু, ১৫,২৫০ টি ছাগল, ৬,০৯৬ টি ভেড়া, ৬১০ টি মহিষ এবং ৪৭,১৪৫ টি হাঁসমুরগী রয়েছে। আগাম বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। মৌসুমী বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়, বিভিন্ন রোগবালাই ও বাসস্থানের সংকট দেখা দেয়। এসময় পশুপাখির প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে পশুপাখির প্রাণহানী ঘটে। আবার, খরায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দেয়।	তাই পশুসম্পদকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য গো-খাদ্য সরবরাহ করা, মাটির কিল্লা স্থাপন, রোগের ক্ষেত্রে জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গরু ও ছাগলের বিভিন্ন রোগ এর প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিন এর ব্যবস্থা করা এবং এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা একান্ত জরুরী।

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
স্বাস্থ্যখাত	এ উপজেলায় ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৩ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ১৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এ উপজেলায় কোন বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নেই। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা হেডকোয়ার্টার (তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে) অবস্থিত। এখানে ৩ জন ডাক্তার ও ৫ জন নার্স রয়েছে। এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি দুর্যোগের ফলে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৌসুমী বন্যায় বিশুদ্ধ পানির অভাবে পানিবাহিত রোগ দেখা দেয়। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে মানুষ আহত হয় এবং প্রাণহানী ঘটে। আবার, খরায় বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দেয়।	তাই দুর্যোগের হাত থেকে স্বাস্থ্যখাতের ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ করা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এর ব্যবস্থা, জরুরী চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে জনবল বৃদ্ধি করা, বন্যা লেভেলের উপরে নলকূপ স্থাপন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন প্রয়োজন।
জীবিকা	এ উপজেলার প্রধান জীবিকাসমূহ হল কৃষি, মৎস্য, দিনমজুর ও ব্যবসা। উপজেলায় মোট ২৯,৬১২ জন কৃষিজীবী, ৭,৫০০ জন মৎসজীবী, ৫১,৩৯৩ জন দিনমজুর ও ৩,১২৩ জন ব্যবসায়ী রয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি ঘন ঘন হওয়ায় এবং এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের জীবিকা বিভিন্নভাবে ব্যহত হচ্ছে। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ও খরায় দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে। অন্যদিকে, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা ও কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়।	দুর্যোগে জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
গাছপালা	তাহিরপুর উপজেলায় ৩২৯ হেক্টর বনাঞ্চল রয়েছে । এ বনাঞ্চলে মেহগনি, কদম, আকাশমণি, রেইনট্রি, চাকারাশি, হিজল, করচ ইত্যাদি গাছ রয়েছে। এছাড়া, এলাকার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদির ফলে গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।	দুর্যোগে গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অর্থাৎ বসতভিটা, রাস্তাঘাট ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য সামাজিক বনায়নের কর্মসূচি হাতে নেয়া প্রয়োজন।
অবকাঠামো	তাহিরপুর উপজেলায় ১২৯ কি.মি. বেরিবাঁধ, ৩০০.০৪ কি.মি. রাস্তা, ১৫ টি ব্রীজ, ১৫৭ টি কালভার্ট, ২০,১৯২ টি ঘরবাড়ি, ১৩০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ২৩৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ও খরা ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন, বেরিবাঁধ, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	দুর্যোগে অবকাঠামোর অর্থাৎ রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্কুল কাম শেল্টার সংস্কার, রাস্তা তৈরি ও সংস্কার, কালভার্ট সংস্কার এবং ভিলেজ প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন।

২.৭ সামাজিক মানচিত্রঃ সংযুক্তি ৭ এ যুক্ত করা হয়েছে।

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্রঃ সংযুক্তি ৮ এ যুক্ত করা হয়েছে।

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রমিক	আপদসমূহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	আগাম বন্যা												
২	মৌসুমী বন্যা												
৩	কালবৈশাখী ঝড়												
৪	খরা												

আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়ঃ

- আগাম বন্যা এ উপজেলার প্রধান আপদ যা চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে সংগঠিত হয়ে থাকে। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল বাদাঘাট ইউনিয়নের যাদুকাটা নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ তাহিরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার শনির হাওর, মাটিয়ান হাওর, টাংগুয়ার হাওর, ছন্নার হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। আগাম বন্যা হাওরপাড়ের মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব করে দেয়। উপজেলাবাসির সারা বছরের জীবিকার মূল উৎস বোরো ফসলসহ সবকিছু তলিয়ে নিয়ে যায়। তার সাথে সাথে এলাকার বেড়িবাধ, রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এই সময়ে গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয় । আগাম বন্যার প্রভাব সমাজের প্রতি স্তরে বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে নিম্মআয়ের মানুষের কাজের ক্ষেত্র কমে আসে এবং ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়।

- পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতে ও প্রাণহাণী ঘটে। প্রতি বছর বন্যা হলেও ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫৩৩ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৫৪৭২ টি ঘরবাড়ি, ৭৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২৮.৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ৫৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি মৎস্য খামার, ৬৭ টি নলকূপ এবং ২৩৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, এই বন্যায় ১২৯ টি গবাদি পশু মারা যায় এবং ২ জন শিশুও প্রাণ হারায়।

- সুনামগঞ্জ জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। তাহিরপুর উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রাণহানীও ঘটে। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয়। এ উপজেলায় প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় হলেও ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৭০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৮ টি গৃহপালিত পশুপাখি মারা যায়। ২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ২৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ২০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩২৪ টি গাছপালা, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ৭৪ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১১ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৭ টি গৃহপালিত পশুপাখি মারা যায়।

- এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। এর ফলে আক্রান্ত এলাকার ফসলি জমি, মাঠঘাট, খালবিলসহ শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায় । এ সময় তীব্র গরমে মানুষ অতীষ্ট হয়ে উঠে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত হতে থাকে। বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খালবিলসহ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে মৎস্য প্রজননের ব্যাঘাত ঘটে। এ সময় খাদ্য সংকট দেখা দেয়, গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দেয়। এ উপজেলায় ২০০১ ও ২০১৩ সালে খরা দেখা যায়। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের খরায় ৮০২ হেক্টর জমির ফসলাদি এবং ২০১৩ সালের খরায় ৪০৯ হেক্টর জমির বোরো ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রমিক	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	কৃষিজীবী	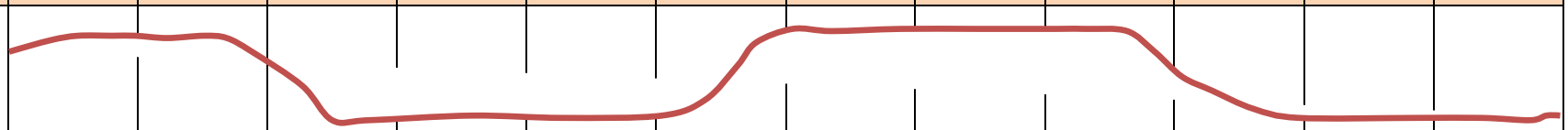											
২	মৎস্যজীবী	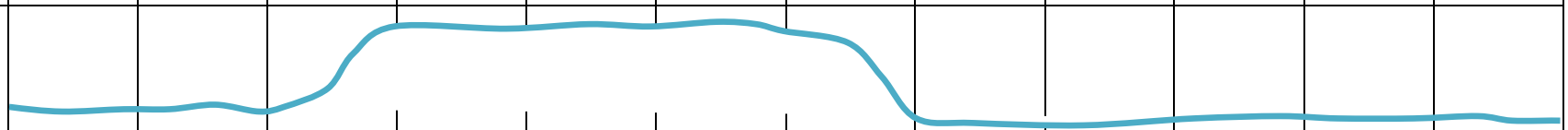											
৩	দিনমজুর	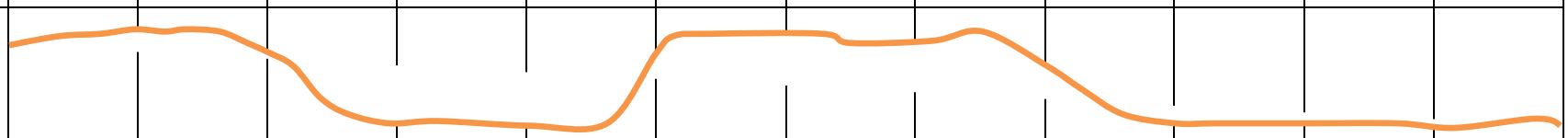											
৪	ব্যবসায়ী	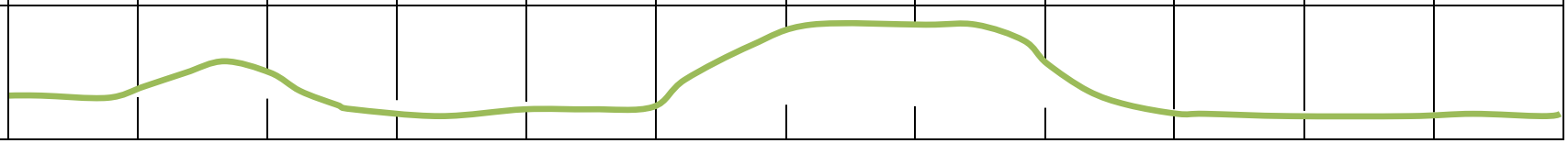											

অন্যদিকে, জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ উপজেলার মানুষের জীবন ও জীবিকা বছরের বারো মাসের মধ্যে বিভিন্ন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে জীবিকার মৌসুম থাকে এবং কোন্ কোন্ মাসে জীবিকা মন্দা থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়।

- বাংলাদেম কৃষি প্রধান দেশ। এই দেশে শতকরা ৮০ জন কৃষির উপর নির্ভশীল । তাহিরপুর উপজেলায় মোট ২৯,৬১২ জন কৃষিজীবী লোক আছে । এই এলাকার কৃষিজীবীদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন হলো বোরো ফসল। সেই বোরো ফসল প্রায় প্রতি বছরই কোন কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে । এর মধ্যে আগাম বন্যা উল্লেখযোগ্য । আগাম বন্যায় উপজেলার প্রায় ৮০ ভাগ কৃষিখাত চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে উপজেলার কৃষিজীবীরা জীবিকা নির্বাহ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় যার ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে বেছে নেয় বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ । তারা জীবিকার তাগিদে চলে যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলা এবং জেলায় । এছাড়া, বিভিন্ন শহরে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ তারা করে।

- তাহিরপুর উপজেলায় ৭,৫০০ জন মৎস্যজীবী রয়েছে । প্রবাদ আছে জাল যার জলা তার। বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই বললে চলে । তবে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত চলে মৎস্যজীবীদের কঠিন সংগ্রাম। এসময় প্রভাবশালীদের কারণে জলাশয়ে মাছ ধরতে পারে না । ভরা মৌসুমে মাছ ধরতে না পারায় মানবেতর জীবন যাপন করে তারা। এ সময় তাদের চিন্তা করতে হয় বিকল্প কর্মসংস্থানের।

- তাহিরপুর উপজেলায় ৫১,৩৯৩ জন দিনমজুর রয়েছে । ''শুধু বেঁচে থাকা'' এই যদি হয় জীবন এর অপর নাম হলো দিনমজুর । যারা কাকডাকা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার ঘাম ফেলে জীবন বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করে তারা সমাজের একেবারে অবহেলিত মানুষ। তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা আশ্বিন মাস থেকে জ্যৈষ্ট মাস পর্যন্ত কষ্টের মধ্যেই জীবন ধারন করলেও বাকীটা সময় কাজের অভাবে অনাহারে-অর্ধাহারে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে। আবার কেউ কেউ জীবিকার তাগিদে দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়।

- উপজেলার মোট জনসংখ্যার অনুপাতে খুব কম মানুষই ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাহিরপুর উপজেলায় ৩,১২৩ জন ব্যবসায়ীদের রয়েছে । তারপরও ব্যবসায়ীদের ব্যবসার মূল মৌসুম হলো বৈশাখ মাস থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত। তবে বছরের বাকি সময় ব্যবসায় মন্দভাব থাকলেও একেবারে খারাপ বলা যাবে না।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ			
		আগাম বন্যা	মৌসুমী বন্যা	কাল বৈশাখি ঝড়	খরা
০১	কৃষিজীবী	✓	✓	✓	✓
০২	মৎস্যজীবী	✓	✓		✓
০৩	দিনমজুর	✓	✓	✓	✓
০৪	ব্যবসায়ী		✓	✓	

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

তাহিরপুর অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ একটি উপজেলা যেখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগগুলো হল আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল লাউড়ের গড়ের যাদুকাটা নদী এবং মহারাম নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ তাহিরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। আগাম বন্যা মূলতঃ এ উপজেলায় চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে সংগঠিত হয়ে থাকে। এতে ঐ এলাকার টাংগুয়ার হাওর, মাটিয়ান হাওর এবং শনির হাওরসহ অন্যান্য হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, উল্টো দিক থেকে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী দিয়ে পানি এসেও তাহিরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার শনির হাওরসহ অন্যান্য হাওরসহ অন্যান্য হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, বালি ও পলি পড়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাহিরপুর উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় মৌসুমী বন্যা কবলিত একটি এলাকা। পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতে ও প্রাণহাণী ঘটে। মেঘালয়ের সন্নিকটে ও হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় এ উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ বেশি। এ উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এ উপজেলায় প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় হলেও ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। এতে বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ										
	ফসল	গাছপালা	পশুসম্পদ	মৎসসম্পদ	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র	বীজতলা	মানব জীবন
আগাম বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
মৌসুমী বন্যা	■	■	■		■	■	■	■	■		■
কালবৈশাখী ঝড়	■	■	■				■			■	■
খরা	■	■	■	■				■		■	■

উপজেলার প্রধান দুর্যোগগুলো হল আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি। এসব দুর্যোগের মাধ্যমে মূলতঃ বিভিন্ন সামাজিক উপাদান যেমন, ফসল, গাছপালা, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য, আশ্রয়কেন্দ্র, বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। উপরোক্ত আপদ দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের ইউনিয়নভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে** ১৬২৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৪২০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১২৮৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে **শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে** ১৭০৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৫৭০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৪ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১০৪২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে** ১৬৭০ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৪৪৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৬ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৮ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৩১৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে **বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে** ১৪০৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩৮৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ২.৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৪৮০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **বড়দল উত্তর ইউনিয়নে** ১৫৩১ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩৩৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৪ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৩৪০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে **বালিজুরি ইউনিয়নে** ১৩২১ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৩৭৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫.৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৩ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১১৮৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **বাদাঘাট ইউনিয়নে** ১৬৮৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৪১৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১০ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) এবং ৪.৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৭৭৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে **শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নের** ১৪০ হেক্টর জমির ফসলাদি, ১০২০ টি ঘরবাড়ি, ৮ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৪ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ২০ টি নলকূপ, ৫৪ টি গাছপালা এবং ৫৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৫০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১১০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের** ১৩০ হেক্টর জমির ফসলাদি, ১১৮৮ টি ঘরবাড়ি, ৬ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৩ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ২২ টি নলকূপ, ৮০ টি গাছপালা এবং ১২০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৫৭ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে **তাহিরপুর সদর ইউনিয়নের** ৮২ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৯৩৭ টি ঘরবাড়ি, ১৮ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৬ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি মৎস্য খামার, ৩২ টি নলকূপ, ২৪৫ টি গাছপালা এবং ৭৮ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১১০ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৬৭৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নের** ১৩৪ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৮৪০ টি ঘরবাড়ি, ১৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১৬ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি মৎস্য খামার, ১৫ টি নলকূপ, ২০২ টি গাছপালা এবং ১৩৭ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৫৬ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৭৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে **বড়দল উত্তর ইউনিয়নের** ১৩৫ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৯৭৩ টি ঘরবাড়ি, ৯ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১৭ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ১২ টি নলকূপ, ১৮২ টি গাছপালা এবং ৭৬ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১৪৪ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৩৭৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **বালিজুরি ইউনিয়নের** ১১৮ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৮৪২ টি ঘরবাড়ি, ২৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৪ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি মৎস্য খামার, ১৪ টি নলকূপ, ৩৫০ টি গাছপালা এবং ৮৯ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ১০৩ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১১২৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে **বাদাঘাট ইউনিয়নের** ১০৭ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৮১৫ টি ঘরবাড়ি, ২৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৫ কিঃমিঃ বেড়িবাঁধ, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ৭ টি নলকূপ, ৩০৭ টি গাছপালা এবং ১১০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৭৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। যার ফলে ১৪৮৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- তাহিরপুর উপজেলার **শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১২ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৭ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৫০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৫০ টি গাছপালা, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫৭ টি পায়খানা এবং ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৫৮৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলার **শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে** কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৭০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৮০ টি গাছপালা, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১২০ টি পায়খানা এবং ১ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৫০২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- তাহিরপুর উপজেলার **তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৪০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৮০ টি গাছপালা, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৭৫ টি পায়খানা এবং ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৩৪০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলার **বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে** কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ১৪ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৭৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৮৯ টি গাছপালা, ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩৭ টি পায়খানা এবং ২ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৪৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- তাহিরপুর উপজেলার **বড়দল উত্তর ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১২ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ১১ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৩৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৮৮ টি গাছপালা, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২২০ টি পায়খানা এবং ৪ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৭৮৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলার **বালিজুরি ইউনিয়নে** কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ১০ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৮০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৪৭ টি গাছপালা, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৫৫ টি পায়খানা এবং ২ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৩০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- তাহিরপুর উপজেলার **বাদাঘাট ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১৬ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ) এবং ১২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১১০ টি ঘরবাড়ি

(আংশিক), ৩২০ টি গাছপালা, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৪২ টি পায়খানা এবং ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৪০৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলার **শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে** খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ২৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- তাহিরপুর উপজেলার **শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৩৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলার **তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে** খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১৩৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- তাহিরপুর উপজেলার **বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৩৮৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলার **বড়দল উত্তর ইউনিয়নে** খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১৫৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৩৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- তাহিরপুর উপজেলার **বালিজুরি ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ৯২ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৪০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলার **বাদাঘাট ইউনিয়নে** খরা হলে কিংবা ২০০১ সালের খরার মতো খরা আঘাত হানলে ১৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৪৮৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৬২৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৪২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১৪০ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ১৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৭০৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৫৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১৩০ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল

খাতসমূহ	বর্ননা
	এবং খরায় প্রায় ১২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **তাহিরপুর সদর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৬৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৪৪৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৮২ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ১৩৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৪০৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৩৮৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১৩৪ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ১৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **বড়দল উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৫৩১ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৩৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১৩৫ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ১৫৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **বালিজুরি ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৩২১ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৩৭৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১১৮ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ৯২ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **বাদাঘাট ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৬৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৪১৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১০৭ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ১৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে।
মৎস্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন মৌসুমী বন্যা আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। উপজেলায় মাছের অভয়াশ্রম নষ্ট হচ্ছে যা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। এতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয় এর ফলে মাছের বৃদ্ধিও কম হচ্ছে। **শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৪ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **তাহিরপুর সদর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৭ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৬ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **বড়দল উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৫ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **বালিজুরি ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৭ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **বাদাঘাট ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৫৪ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৫০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৮০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ২৮০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **তাহিরপুর সদর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ২৪৫ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৭০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ২০২ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৮৮ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বড়দল উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১৮২ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ২৮৯ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বালিজুরি ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩৫০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ২৪৭ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বাদাঘাট ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩০৭ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৩২০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
স্বাস্থ্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, খরা ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে মানুষ আহত হয় এবং প্রাণহানী ঘটতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় মোট ৫০,০৬১ জনসংখ্যার মধ্যে ০.৫% লোক আমাশয় ও ১% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৫% লোক টাইফয়েড, ১% লোক আমাশয়, ২.৫% চর্মরোগ এবং ১.৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ১% লোক ডায়রিয়া, ১.৫% লোক আমাশয় এবং ১% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় মোট ২০৭৩৮ জনসংখ্যার মধ্যে ০.৫% লোক আমাশয় ও ১% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ২% লোক টাইফয়েড, .৫% লোক আমাশয়, ১% চর্মরোগ এবং ১.৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.৫% লোক ডায়রিয়া, ০.২% লোক আমাশয় এবং ১.৫% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **তাহিরপুর সদর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় মোট ১৮৯৭৭ জনসংখ্যার মধ্যে ০.২% লোক আমাশয় ও .৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ০.৫% লোক ডায়রিয়া, ০.৮% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৫% লোক টাইফয়েড, ১% লোক আমাশয়, ০.৫% চর্মরোগ এবং ০.৮% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.২% লোক ডায়রিয়া, ০.৪% লোক আমাশয় এবং ০.৭% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় মোট ২২১৭২ জনসংখ্যার মধ্যে ০.৫% লোক আমাশয় ও ০.২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ০.৮% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ০.২% লোক টাইফয়েড, ২% লোক আমাশয়, ০.১% চর্মরোগ এবং ১,৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.৩% লোক ডায়রিয়া, ১% লোক আমাশয় এবং ১% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বড়দল উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় মোট ৩৭০৫০ জনসংখ্যার মধ্যে ০.৮% লোক আমাশয় ও ০.২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১.২% লোক ডায়রিয়া, ০.২% শিশু নিউমোনিয়া, ১% লোক টাইফয়েড, ০.৫% লোক আমাশয়, ১.৫% চর্মরোগ এবং ১.৭% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.২% লোক ডায়রিয়া, ০.৭% লোক আমাশয় এবং ০.৮% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	বালিজুরি ইউনিয়নঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে আগাম বন্যায় মোট ১৯৩৩৮ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৫% লোক আমাশয় ও ০.২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১.৮% লোক ডায়রিয়া, ০.৭% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৪% লোক টাইফয়েড, ১.৫% লোক আমাশয়, ০.২% চর্মরোগ এবং ০.৬% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.৪% লোক ডায়রিয়া, ০.৮% লোক আমাশয় এবং ০.৮% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বাদাঘাট ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে আগাম বন্যায় মোট ৪৬৮৬৫ জনসংখ্যার মধ্যে ০.৫% লোক আমাশয় ও ০.৬% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১% লোক ডায়রিয়া, ১.৩% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৫% লোক টাইফয়েড, ২.১% লোক আমাশয়, ১% চর্মরোগ এবং ১.৪% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.০১% লোক ডায়রিয়া, ০.২% লোক আমাশয় এবং ১% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে যা মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২২৪০ জন কৃষিজীবী, ১৩০ জন মৎস্যজীবী ও ৫০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৪৫ জন কৃষিজীবী, ১১৩২ জন দিনমজুর ও ১৩৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৫৫ জন কৃষিজীবী, ১৭৫ জন দিনমজুর ও ২২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ২১০ জন কৃষিজীবী ও ২৭৫ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২৪২৮ জন কৃষিজীবী, ২৪৫ জন মৎস্যজীবী ও ৪৩ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩৪৫ জন কৃষিজীবী, ১৯৩২ জন দিনমজুর ও ১৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৯৫ জন কৃষিজীবী, ৮০ জন দিনমজুর ও ১৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ৩১০ জন কৃষিজীবী ও ১৪৭ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **তাহিরপুর সদর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৬২০ জন কৃষিজীবী, ৭৫ জন মৎস্যজীবী ও ৬২ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৮৮ জন কৃষিজীবী, ১৭৬২ জন দিনমজুর ও ১৯৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭০ জন কৃষিজীবী, ১০২ জন দিনমজুর ও ৩৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ১৮৮ জন কৃষিজীবী ও ২০৮ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৮১৯ জন কৃষিজীবী, ১০২ জন মৎস্যজীবী ও ৯৭ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৭৭ জন কৃষিজীবী, ১৭৮০ জন দিনমজুর ও ৮৮ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৫ জন কৃষিজীবী, ৭৫ জন দিনমজুর ও ১৪ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ১০২ জন কৃষিজীবী ও ১৯৫ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বড়দল উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৫৭৬ জন কৃষিজীবী, ৯৬ জন মৎস্যজীবী ও ৭২ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৭৬ জন কৃষিজীবী, ১৬৭৪ জন দিনমজুর ও ৫৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪০ জন কৃষিজীবী, ১০৭ জন দিনমজুর ও ২৮ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ৭২ জন

খাতসমূহ	বর্ননা
	কৃষিজীবী ও ১৫৫ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বালিজুরি ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২০৪৩ জন কৃষিজীবী, ১৩০ জন মৎস্যজীবী ও ১২২ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৪১৭ জন কৃষিজীবী, ২১২০ জন দিনমজুর ও ৭২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪৩ জন কৃষিজীবী, ১২০ জন দিনমজুর ও ১৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ২৫১ জন কৃষিজীবী ও ১৮৮ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বাদাঘাট ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১২৮৮ জন কৃষিজীবী, ৯৪ জন মৎস্যজীবী ও ১৩৭ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৮৭ জন কৃষিজীবী, ২৬৩০ জন দিনমজুর ও ৩৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৩ জন কৃষিজীবী, ২১০ জন দিনমজুর ও ৫২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ৭৬ জন কৃষিজীবী ও ৩১০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন মৌসুমী বন্যা হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ২০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ২২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **তাহিরপুর সদর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **বড়দল উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **বালিজুরি ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১৪ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **বাদাঘাট ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৭ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাহিরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, বেরীবাঁধ ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভবিষ্যতে ইহা আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৪ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ১০২০ টি বাড়িঘর, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৫০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৬ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ১১৮৮ টি বাড়িঘর, ১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **তাহিরপুর সদর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৮ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৬ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৯৩৭ টি বাড়িঘর, ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২.৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৬ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৮৪০ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৫ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বড়দল উত্তর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৭ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৯ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৯৭৩ টি বাড়িঘর, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭৫ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বালিজুরি ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৩ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৪ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ২৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৮৪২ টি বাড়িঘর, ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৮০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বাদাঘাট ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪.৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ১০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ২৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৮১৫ টি বাড়িঘর, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১১০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
আগাম বন্যা	অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল	নদী, খাল ইত্যাদি পলি পড়ে ভরাট হওয়া, বেরীবাঁধ সংস্কার না করা, প্রয়োজনীয় স্লুইচ গেট না থাকা ও আগাম জাতের ধান রোপন না করা।	উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
মৌসুমী বন্যা	অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল	নদী, খাল ইত্যাদি পলি পড়ে ভরাট হওয়া, পর্যাপ্ত গাছপালা না থাকা	উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান
কালবৈশাখী ঝড়	মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে, উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	অপর্যাপ্ত গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
খরা	ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া	অপর্যাপ্ত গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
আগাম বন্যা	• আগাম জাতের ধানের বীজ ২৮ ও ৪৫ সরবরাহ করা, • সময়মত বাঁধ মেরামত করা, • পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	• স্লইচ গেট নির্মাণ • রাবার ড্যাম স্থাপন • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা •	• হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ • নদী ও খাল ড্রেজিং করা • ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি • মাটির কেল্লা তৈরি করা
মৌসুমী বন্যা	• বাঁধ মেরামত করা • পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা • আশয়কেন্দ্র সংস্কার করা • বসতভিটা উচুকরণ • জরুরী উদ্ধার, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও সহায়তার জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা (কমিউনিটি বোট) প্রস্তুত রাখা • আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার করা • ঢেউ থেকে গ্রাম, রাস্তাঘাট ও বাঁধ রক্ষার জন্য ইকর, চাইল্লা, নল খাগড়া, ডোল কলমী ইত্যাদি দিয়ে প্রটেকশন দেয়াল তৈরি করা • জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান • বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যবলেট বিতরণ • জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র	• রাবার ড্যাম স্থাপন • গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • নীচু নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা • মাটির কিল্লা তৈরি করা • গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন • উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি) • স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন • জরুরী তহবিল • উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা • কন্টিনজেন্সী স্টক (লাইফ	• মাটির কেল্লা তৈরি করা • রাস্তাঘাট মেরামত করা (বন্যা লেভেলের উপরে) • নদী ও খাল ড্রেজিং করা • ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি • স্থায়ী ব্লক বাঁধ নির্মাণ • সাবমারজিবল রোড • রাস্তা নির্মাণ • কালভার্ট নির্মাণ • ব্রিজ নির্মাণ • জরুরী অবস্থায় ত্রাণের ব্যবস্থা করা • উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • স্কুল সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম দুর্যোগ

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
	সংরক্ষণ করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সংরক্ষণ করা • শুকনা খাবার মজুদ রাখা • আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা • নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার • সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম • জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা • দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	জ্যাকেট, টর্চ লাইট, বাশি, হ্যান্ড মাইক, দড়ি ইত্যাদি) • স্টোর হাউজ (জরুরী ঔষধ, ত্রিপল ও পলিথিন) • গো খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য জার্মন, নেপিয়ার ইত্যাদি জাতের ঘাস চাষ করা	ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • চেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন (লিফলেট, বোশিউর, বুকলেট, পোষ্টার ইত্যাদি) • সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিলবোর্ড স্থাপন • আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-বেইজড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান • স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্ধার ও অনুসন্ধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
কালবৈশাখী ঝড়	• জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সংরক্ষণ করা • শুকনা খাবার মজুদ রাখা • আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা • নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার • সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম • জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা • দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	• বৃক্ষ রোপন করা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন • উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি) • স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন • জরুরী তহবিল • উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা • কন্টিনজেন্সী স্টক (লাইফ জ্যাকেট, টর্চ লাইট, বাশি, হ্যান্ড মাইক, দড়ি ইত্যাদি) • স্টোর হাউজ (জরুরী ঔষধ, ত্রিপল ও পলিথিন)	• সামাজিক বনায়ন • ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি
খরা	সেচের ব্যবস্থা করা	নদী ও খাল ড্রেজিং করা	বৃক্ষ রোপন করা, সামাজিক বনায়ন

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	Assistance for Slum Dewellers	খাদ্য নিরাপত্তা	**১২৭৫**		জানুয়ারী ২০১০ থেকে নভেম্বর ২০১৩
২	Centre for Natural Resource and Studies	জীববৈচিত্র	**২৫০**		ফেব্রুয়ারী ২০১২ থেকে জুন ২০১৪

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	বসতভিটা উচুকরণ	৭০০ টি	৫,৬০০,০০০	বালিজুরি ইউনিয়ন- ৫০ টি, বাদাঘাট ইউনিয়ন- ১০০ টি, বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন- ৯০ টি, বড়দল উত্তর ইউনিয়ন- ৬০ টি, তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন- ১২০ টি , শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন- ১২৬ টি ও শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন-১৫৪ টি,	ফেব্রুয়ারি ও মার্চ	১০%	২০%	৩০ %	৪০%	প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো অত্র এলাকার জনগণকে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে যা তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে হাওর এলাকার
২.	বেরীবাধ মেরামত	৩৩ কি.মি	১৬,৫০০,০০০	১. রজনীলাইন ব্রিজ হতে পূর্ব আদর্শ গ্রাম পর্যন্ত- ১ কি.মি. (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন) ২. মাহারাম আশ্রমের বাড়ি হতে চানপুর বাজার পর্যন্ত- ১ কি.মি. (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন) ৩. শান্তিপুর বাজার হতে আমতলী পর্যন্ত- ৩.৫ কি.মি. (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন) ৪. মানিগাঁও লাল মিয়ার বাড়ি হতে তোলাবাগ পর্যন্ত- ১.৫ কি.মি. (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন) ৫. বড়দল মেশিন বাড়ির মাথা হতে গাজীপুর পর্যন্ত- ২.৫ কি.মি. (বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন) ৬. শরীফপুর বাধঁ-২.৫ কি.মি. (বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন)	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	২০%	১০%	৩০ %	৪০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				৭. বড়দল বাধঁ- ১.৫ কি.মি. (বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন), ৮. টাকাটুকিয়া থেকে গাজীপুর বাঁধ- ২ কি.মি. (বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন) ৯. মানিগাঁও শিমুল বাগান থেকে শান্তিপুর বাজার পর্যন্ত- ৪ কি.মি. (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন) ১০. ভাইমারা বাধঁ-১.৫ কি.মি. (তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন) ১১. কামালের জাঙ্গাল থেকে চরণকিত্তা পর্যন্ত- ৩ কি.মি. (তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন) ১২. রতনশ্রী থেকে ওমেদপুর পর্যন্ত- ৫ কি.মি. (তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন) ১৩. গোলাবাড়ি থেকে তেরঘর পর্যন্ত- ৪ কি.মি. (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন)						ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে যা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৩.	আগাম জাতের ধান বীজ ও সার সরবরাহ (প্রতি কৃষককে ১০ কেজি করে বীজ এবং ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ২৫ কেজি, এমওপি ২৫ কেজি, জিপসাম ২৫ কেজি করে)	২০০০ কৃষক	৬,০০০,০০০	বালিজুরি ইউনিয়ন- ২৫০ জন, বাদাঘাট ইউনিয়ন- ২৫০ জন, বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন- ৩০০ জন, বড়দল উত্তর ইউনিয়ন- ৩০০ জন, তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন- ৩০০ জন , শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন- ৩০০ জন ও শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন-৩০০ জন,	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	-	২০%	৪০%	৪০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
৪.	স্লুইচ গেট নির্মাণ	৭ টি	৫০,০০০,০০০	১. পচাশূল হাওর (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন) ২. বোয়ালমারা (তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন) ৩. শনির হাওর (তাহিরপুর সদর ও শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন) ৪. শ্রীপুর দক্ষিণ (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন) ৫. নজর খালী (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন) ও ৬. সোলেমানপুর (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন) ৭. আলমখালী (বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন)	নভেম্বর- ও মার্চ	২০%	-	-	৮০ %	
৫.	গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ	১৬ টি	১১২,০০০,০০০	১. শ্রীমারগাঁও (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ২. মুজরাই (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ৩. শ্রীবাসপুর (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ৪. মহজমপুর স্কুল হতে দেবল সরকারের বাড়ী (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন), ৫. জানজাইল (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন), ৬. হুকুমপুর (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন) ৭. বুরখাড়া (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন),	নভেম্বর- ও মার্চ	১০%	২০%	-	৭০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				৮. আমবাড়ি গোলাঘাট (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন), ৯. পুরান খালাশ হতে লামাগাও পর্যন্ত (বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন), ১০. রতনশ্রী (তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন), ১১. জামালগড় (তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন), ১২. ঠাকুরহাটী (তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন), ১৩. উমেদপুর (তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন), ১৪. আনোয়ারপুর (বালিজুরি ইউনিয়ন), ১৫. কাঞ্চনপুর (বাদাঘাট ইউনিয়ন), ১৬. ধরুন (বাদাঘাট ইউনিয়ন),					
৬.	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	৭ টি	-	৭ ইউনিয়নে ৭ টি	-	-	-	১০০ %	-	
৭.	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা	৭ টি	৭০,০০০,০০০	১. বড়দল দক্ষিণ (বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন), ২. সাদেরখলা (বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন), ৩. রহমতপুর (বাদাঘাট ইউনিয়ন) ৪. ইউনুসপুর (বাদাঘাট ইউনিয়ন) ৫. মুজরাই (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন)	নভেম্বর- ও মার্চ	১০%	-	১০%	৮০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				৬. কৃষ্টপুর ও গরেরগাও (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন) ৭. উক্তিরগাও (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন)						
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত	৬ টি	১,২০০,০০০	১. বারিকা টিলা (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন), ২. শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে- ৫ টি	নভেম্বর-মার্চ	১০%	-	১০%	৮০ %	
৯.	কাঁচা রাস্তা নির্মাণ	২ কিঃমিঃ		১. রাজারগাঁও হতে জঙ্গালহাটী স্কুল পর্যন্ত- ২ কি.মি. (বাদাঘাট ইউনিয়ন)	নভেম্বর-মার্চ	১০%	-	১০%	৮০ %	
১০.	সাবমারজিবল রাস্তা নির্মাণ	২৪.৫ কিঃমিঃ	২৪,৫০০,০০০	১. মন্দিমাতা হতে বাগলী বাজার পর্যন্ত- ৬ কি.মি. (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ২. তাহিরপুর বাজার হতে টাকাটুকিয়া গ্রাম পর্যন্ত- ৮ কি.মি. (তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন), ৩. উপজেলা পরিষদের পিছন থেকে দিগারবিল পর্যন্ত- ৬ কি.মি. (তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন), ৪. মোহাম্মদপুর সিবিআইএমপি রাস্তা হতে শরীফপুর প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত- ৩.৫ কি.মি. (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন), ৫. মোয়াজ্জেমপুর হাই স্কুল হতে কৃষ্টপুর গ্রামের সিবিআরএমপি রাস্তা পর্যন্ত- ১ কি.মি. (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন),	অক্টোবর-মার্চ	৬০%	-	-	৪০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১১.	কবরস্থান মেরামত	১৭টি	৫,১০০,০০০	১. রামেশ্বরপুর কবরস্থান (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন), ২. রাজাই কবরস্থান (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন) , ৩. আমতইল কবরস্থান (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন), ৪. গুটিলা কবরস্থান (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন), ৫. সোনাপুর কবরস্থান (বাদাঘাট ইউনিয়ন), ৬. মোদেরগাও কবরস্থান (বাদাঘাট ইউনিয়ন), ৭. পুরাণলাউ কবরস্থান (বাদাঘাট ইউনিয়ন), ৮. মন্দিমাতা কবরস্থান (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ৯. শিবরামপুর কবরস্থান (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ১০. নবাবপুর কবরস্থান (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ১১. বানিয়াগাঁও কবরস্থান (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ১২. বালিয়াঘাটা কবরস্থান (শ্রীপুর উত্তর	অক্টোবর-মার্চ	-	৩০ %	-	৭০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				ইউনিয়ন), ১৩. খলিশাজুরি কবরস্থান (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ১৪. লোহারচুড়া কবরস্থান (বালিজুরি ইউনিয়ন), ১৫. বড়দল নতুনহাটী কবরস্থান (বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন), ১৬. নোয়াগাও কবরস্থান (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন), ১৭. নিশ্চিন্তপুর নতুন মসজিদ কবরস্থান (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন),					
১২.	শ্মশানঘাট সংস্কার	৭ টি	৭০০,০০০	১. তেলিগাও শ্মশানঘাট (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ২. মুজরাই শ্মশানঘাট (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ৩. ইন্দ্রপুর শ্মশানঘাট (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ৪. ভুরাঘাট শ্মশানঘাট (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন), ৫. শিববাড়ি শ্মশানঘাট (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন),	অক্টোবর-মার্চ	-	৩০ %	-	৭০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				৬. মাহামপুর শ্মশানঘাট (শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন), ৭. তাহিরপুর সদর শ্মশানঘাট (তহিরপুর সদর ইউনিয়ন),						
১৩.	নলকূপ স্থাপন	২৭৭ টি	১৬,৬২০,০০০	বালিজুরি ইউনিয়ন- ২০ টি, বাদাঘাট ইউনিয়ন- ৭০ টি, বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন- ৪১ টি, বড়দল উত্তর ইউনিয়ন- ৫০ টি, তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন- ৩৭ টি , শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন- ৯ টি ও শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন-৫০ টি,	নভেম্বর-মার্চ	১০%	৩০ %	-	৪০%	
১৪.	ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি (প্রতিটিতে ৮,০০০ করে চারা দিয়ে)	২টি	৫,০০০,০০০	তাহিরপুর সদর ইউনিয়নের চিকসা গ্রাম এবং শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের এর মোয়াজ্জেমপুর গ্রাম।	নভেম্বর-মার্চ	-	৪০%	-	৬০ %	
১৫.	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন	১২৬৪ টি	৩,৭৯২,০০০	বালিজুরি ইউনিয়ন- ৫০ টি, বাদাঘাট ইউনিয়ন- ১০৫ টি, বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন- ১৫ টি, বড়দল উত্তর ইউনিয়ন- ৫০০ টি, তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন- ৮২ টি , শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন- ১২ টি ও শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন-৫০০ টি,	অক্টোবর-মার্চ	-	২০%	-	৮০ %	
১৬.	গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন	২৪৩ টি	-	২৪৩ টি গ্রামে ২৪৩ টি	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
১৭.	উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি)	৭২৯ টি	-	-	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
১৮.	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন	২৪৩ টি	-	-	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
১৯.	বোরো ক্ষেতে সেচের ব্যবস্থা করা (এলএলপি স্থাপন, ড্রেন তৈরি ও ফিতা পাইপের ব্যবস্থা	এলএলপি- ২০ টি, ড্রেন তৈরি-	১,৮০০,০০০	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টোবর-মার্চ	-	২০%	-	৮০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
	রাখা)	৭ কি.মি								
২০.	হাওরে ধানের উঁচু খলা তৈরি (আগাম বন্যায় হাওরে ধান কেটে রাখার জন্য)	৭ টি	৩,৫০০,০০০	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টোবর-মার্চ	-	২০% -	-	৮০ %	
২১.	জরুরী উদ্ধার, অপসারণ, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও সহায়তার জন্য স্পীডবোট প্রস্তুত রাখা	৪ টি	২,৪০০,০০০	শ্রীপুর উত্তর, শ্রীপুর দক্ষিণ, বড়দল উত্তর ও বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন	নভেম্বর-ওমার্চ	৪০%		১৫%	৪৫%	
২২.	খাল পুনঃ খনন	৮ কি.মি	৪,০০০,০০০	১. ভাঙ্গার খাল চরগাঁও স্কুল থেকে আমবাড়ি হ পর্যন্ত- ৩ কি.মি. (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন) ২. বিতরবন্দ থেকে সংসার হাওর পর্যন্ত- ৫ কি.মি. (শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন)	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	২০%	-	৪০%	৪০%	
২৩.	মাটির কিল্লা তৈরি	৪ টি	৮,০০০,০০০	শ্রীপুর উত্তর, শ্রীপুর দক্ষিণ, বড়দল উত্তর ও বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	২০%	-	৪০%	৪০%	
২৪.	কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে বন্ধুচুলা/ আলগা চুলা ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা	৭ টি ইউনিয়নে	-	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০ %	
২৫.	পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা	১ টি গ্রাম	৫০০,০০০	বড়দল উত্তর ইউনিয়নের চানপুর গ্রাম	জানুয়ারি-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
২৬.	গোপাট তৈরি (হাওর থেকে ধান আনা নেয়ার রাস্তা)	৩ কিমি	৯০০,০০০	এলজিইডি রাস্তা হতে চরগাঁও পর্যন্ত-৩ কি.মি. (বড়দল উত্তর ইউনিয়ন)	জানুয়ারি-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
২৭.	ঘর নির্মাণ	৩৫০ টি	৩৫,০০০,০০০	বালিজুরি ইউনিয়ন- ৫০ টি, বাদাঘাট ইউনিয়ন- ৫০ টি, বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন- ৫০ টি, বড়দল উত্তর ইউনিয়ন- ৫০ টি, তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন- ৫০ টি, শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন- ৫০ টি, ও শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন-৫০ টি	নভেম্বর- -মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
২৮.	স্কুলের মাঠ উচুকরণ	৩ টি	৯০০,০০০	১. পুরাণলাউড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (বাদাঘাট ইউনিয়ন)	নভেম্বর- -মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				২. কামালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (বাদাঘাট ইউনিয়ন) ৩. তিওরজালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, (বালিজুরি ইউনিয়ন)						
২৯.	ঈদগাহ মাঠ উচুকরণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১ টি	২,০০০,০০০	রহমতপুর (বাদাঘাট ইউনিয়ন)	নভেম্বর- -মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	**আপদকালীন পরিকল্পনা**									প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো এলাকার দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।
১.১	ব্যক্তিগত প্রস্তুতি									
১.১.১	জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৪৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.২	ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৪৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৩	গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৪৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৪	শুকনা খাবার মজুদ রাখা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৪৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৫	আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৪৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৬	নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুসারে	-	২৪৭ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
২	**সামাজিক প্রস্তুতি**									
২.১	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	৭ টি	-	-	-	২০%	৩০ %	২০%	৩০ %	
২.১.১	পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	প্রয়োজন অনুসারে	-	-	-	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.২	জরুরী তহবিল	৭ টি	১,৭৫০,০০০	৭ টি ইউনিয়নে	নভেম্বর	২০%	৩০ %	১০%	৪০%	
২.১.৩	উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা	৭ টি	৪৯০,০০০	৭ টি ইউনিয়নে	মে-জুন	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.৪	কন্টিনজেন্সী স্টক	৭ টি	৯৬,০০০	৭ টি ইউনিয়নে	মার্চ-এপ্রিল	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.৫	স্টোর হাউজ	৭ টি	৭২,০০০	৭ টি ইউনিয়নে	মার্চ-এপ্রিল	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.৬	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	প্রয়োজন অনুসারে	-	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
২.১.৭	জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা	প্রয়োজন অনুসারে	-	৭ টি ইউনিয়নে	প্রয়োজন অনুসারে	৩০%	১০%	২০%	৪০%	
২.১.৮	দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া (গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও শিশু)	প্রয়োজন অনুসারে	-	৭ টি ইউনিয়নে	জুন - নভেম্বর	৩০%	১০%	৩০ %	৩০ %	

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী করণীয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	আগাম জাতের ধান বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ	২০০০ কৃষক	৬,০০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক	অক্টোবর-নভেম্বর	১০%	৫০ %	২০%	২০% -	
২.	কাচা রাস্তা সংস্কার	৮ কি.মি	১,৬০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী	-	১০%	১০%	৮০ %	
৩.	ঘরবাড়ী মেরামত করা	৯১ টি	৯১০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ীঘর	জানু-মার্চ	-	৫০ %	-	৫০ %	
৪.	জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান	২৫০০ পরিবার	২০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	জানু-মার্চ	৭০%	-	-	৩০ %	
৫.	বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যবলেট বিতরণ	২০৫০ পরিবার	৪৫০,০০০	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	জুন-নভে	৬০%	-	২০%	২০%	
৬.	ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত	৫.২৪ কি.মি	২,৯০০,০০০	৭টি ইউনিয়ন	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	৪০%	-	-	৬০ %	
৭.	বসতভিটায় গাছ লাগানো (প্রতি পরিবারকে ১০ টি করে চারা প্রদান)	২৫০০ পরিবার / ২৫০০০ চারা	১,২৫০,০০০	৭টি ইউনিয়ন	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী	-	৫০ %	-	৫০ %	
৮.	গো খাদ্যের ব্যবস্থা করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	৭টি ইউনিয়ন	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
৯.	জরুরী অবস্থায় ত্রাণের ব্যবস্থা করা	২০০০ পরিবার	৬,০০০,০০০	৭টি ইউনিয়ন	জুন-নভে	৪০%	২০%	২০%	২০%	
১০.	নলকূপ সংস্কার	৩৫০ টি	১,৭৫০,০০০	৭টি ইউনিয়ন	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী	২০%	৮০ %	-	-	

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমি উনি টি %	ইউপি %	এন. জি.ও %	
০১	উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা	২৯১৬ টি	-	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	১০%	১০%	৮০ %	
০২	স্কুল সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা	১৭২৮ টি	-	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	১০%	১০%	৮০ %	
০৩	গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	২৯১৬ টি	-	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	১০%	১০%	৮০ %	
০৪	ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	৮৪ টি	৪২,০০০	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	২০%	৩০ %	৫০ %	
০৫	উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	১২ টি	১২০০০	উপজেলায়	অক্টো-সেপ্টে	৮০%	-	-	২০%	
০৬	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন (লিফলেট, বোশিউর, বুকলেট, পোষ্টার ইত্যাদি)	১০০০০ টি	১,০০০,০০০	উপজেলায়	অক্টো-সেপ্টে	১০%	-	-	৯০ %	
০৭	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিলবোর্ড স্থাপন	৭ টি	৭০০০০০	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	১০%	-	-	৯০ %	
০৮	আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-বেইজড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান	৭০০ জন	১,৪০০,০০০	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	২০%	-	১০%	৭০%	
০৯	স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্ধার ও অনুসন্ধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৭ টি	৩৫০,০০০	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-ফেব্রু	২০%	-	১০%	৭০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১০	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৭ ব্যাচ	১৪০,০০০	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-ফেব্রু	২০%	-	২০%	৬০ %	
১১	উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১ ব্যাচ	৩০,০০০	উপজেলায়	অক্টো-ফেব্রু	২০%	-	২০%	৬০ %	
১২	কৃষকদের সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	৪০ ব্যাচ/ ১০০০ জন	৪০০,০০০	৭ টি ইউনিয়নে	অক্টো-ফেব্রু	২০%	-	২০%	৬০ %	

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC):

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর	০১৭১২২৫৩৭০২
০২	প্লাবন পাল	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০১৭১০৭১৭১৯৯
০৩	মোঃ আমির আলী	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,তাহিরপুর	০১৫৫৬৪০১৬৮৪
০৪	জাহাঙ্গীর হোসেন	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০১৭২২২২৭৯০৫
০৫	রিংকু রায়	রেড ক্রিসেন্ট প্রতিনিধি, তাহিরপুর	০১৯৬২৪৩০২৫৩

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হবে। যেখানে পালাক্রমে একসাথে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।
- উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রি ২৪ ঘন্টা কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- জেলা শহরের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিস্টার থাকবে। উক্ত রেজিস্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করা হবে।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি উপজেলার ম্যাপে বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গামবুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট ইত্যাদি কন্ট্রোল রুমের মজুদ রাখা হবে।

৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	৭ টি	৮ মাস (এপ্রিল-নভেম্বর)	ইউপি চেয়ারম্যান	UzDM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্টি	প্রশিক্ষণ প্রদান, সরঞ্জাম সরবরাহ, ব্যাক্তিগত যোগাযোগ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২.	পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	৭ টি	৮ মাস (এপ্রিল-নভেম্বর)	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রামপুলিশ	মাইক্রোফোন, মেগাফোন, মসজিদের মাইক, বাঁশি, সাইরেন ও ড্রাম বাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৩.	নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা	২৩১ টি	ঐ	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	UP সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদের ফোন নম্বর সংরক্ষণ করা	ঐ
৪.	জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা	প্রয়োজন অনুসারে	ঐ	ঐ	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ যাত্রিক নৌকা ব্যবহার করে	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৫.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৩১৭১০ পরিবার	৬ মাস (জুন-নভেম্বর)	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ও সংস্থা যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৬.	গবাদী পশুর চিকিৎসা / টীকা	প্রয়োজন অনুসারে	ঐ	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৭.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ	৫টি	ঐ	ঐ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
৮.	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	৭টি ইউনিয়ন	উপস্থিত সময়	ঐ	ঐ	যে সব প্রতিষ্ঠান / ব্যাক্তি ত্রাণ দিবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
৯.	মহড়ার আয়োজন করা	৭ টি	৩ মাস (জানু-মার্চ)	ঐ	ঐ	অধিক দুর্যোগপ্রবন এলাকায় সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন আপদের উপর মহড়া করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০.	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১ টি	৮ মাস (এপ্রিল-নভেম্বর)	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জেলা প্রশাসন	কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসাবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদী

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগপ্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা নিরুপণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ:

- দুর্যোগ অব্যহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে “এসওএস ফরম” ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে “ডি” ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্ক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহাতাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমাণ বা কোন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী, পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ/সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষণিকভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মাণের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবারকল্যাণ সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সি ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদিপশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রাণীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণী চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণীঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিরা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্বক্ষণিকভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানসমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দুরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- প্রতিটির বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হবে।
- নিম্নে টেবিলের মাধ্যমেও দেখাতে হবে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটির কেল্লা / বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	-	-	-	তাহিরপুর কোন মাটির কেল্লা নেই।
ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	-	-	-	তাহিরপুর কোন ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নেই।
স্কুল কাম সেল্টার	তাহিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	তাহিরপুর সদর	৩০০ জন	-
	শাহজালাল আরবিয়া দাখিল মাদ্রাসা	শ্রীপুর উত্তর	৭০০ জন	-
	তাহিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	তাহিরপুর সদর	১৫০ জন	-
	সুলেমানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শ্রীপুর উত্তর	১৫০ জন	
	উজান তাহিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তাহিরপুর সদর	১৫০ জন	
জিও / এনজিও প্রতিষ্ঠান				
ইউপি ভবন	শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ	ভবানীপুর	১৫০ জন	
	বাদাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ	বাদাঘাট বাজার	১৫০ জন	
	বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ	কাউকান্দি বাজার	১৫০ জন	
	বালিজুরি ইউনিয়ন পরিষদ	বালিজুরি	১৫০ জন	
উচুঁ রাস্তা	৩৯.০২কিলোমিটার পাকা রাস্তা	তাহিরপুর সদর, আনোয়ারপুর ও বাদাঘাট	১৮৩১৮ জন	
বাঁধ				

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মাটির কিল্লা				
স্কুল কাম সেল্টার	তাহিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	আব্দুল জলিল তালুকদার	০১৭১১০১৩৩৭৯	
	তাহিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মোশারফ হোসেন	০১৭৫৩৩৫২৯৬৭	
	সুলেমানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাবিবুর রহমান	০১৭৪৭৯১৬৯৪৭	
	শাহজালাল জামেয়া আলিয়া মাদ্রাসা	নূর জামান শাহ	০১৭১২৭৫১৬২৩	
	উজান তাহিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ হাফিজ উদ্দিন	০১৭১৬৩৯৪১২১	
উচুঁ রাস্তা	৩৯.০২কিলোমিটার পাকা রাস্তা	মোঃ মিজানুর রহমান উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭১১৫৭৭৮৯০	
বাঁধ				

এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্কুল কাম সেল্টারগুলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে ও স্কুল কাম সেল্টার গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নাই। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/ মেরামতের প্রয়োজন। বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী। বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন। এছাড়া বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আলোর ও খাবার পানের কোন ব্যাবস্থা নাই।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োগযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন :

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদিপশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি :

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসির সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ে)
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেবন :

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয় কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবে :

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছু জরুরী ঐষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি)/পানি শোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা
- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাবার সময় তা ঠিকমত ফেরত দেয়া
- আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের দায়ীত্ব প্রদান করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার :

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলত: দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ :

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা-জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইডলাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
স্কুল কাম শেল্টার	৫	প্লাবন পাল প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তাহিরপুর	
গোডাউন	১	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, তাহিরপুর	
নৌকা	৭	খন্দকার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর	
গাড়ী	১	প্লাবন পাল প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তাহিরপুর	
স্পীড বোট	১	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহিরপুর	

৪.৬ অর্থায়ন:

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার, ইজারা, খাল-বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা বানিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে । কিন্তু ইদানিং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই। যাতে আয় এর মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন। পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকি টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানিং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়							৭ টি ইউনিয়নে মোট
	তাহিরপুর সদর	শ্রীপুর উত্তর	শ্রীপুর দক্ষিণ	বড়দল উত্তর	বড়দল দক্ষিণ	বাদাঘাট	বালিজুরি	
বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স	৮৭৯০৭/=	৪৩৯২৩/=	৯১৪২২/=	৫০০০০/=	৬৬৮০০/=	৯০৯০০/=	৯৮৫১৬/=	৫২৯৪৬৮/=
ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)	১২০২৫০/=	৪৮৫২০/=	১৩০৩৫৩/=	৫০২২০/=	৯৫০০০/=	১৫০০০০/=	৮৬০০৫/=	৬৮০৩৪৮/=
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	২৫৩৫০/=	১০২০৪/=	২৯৯৬৫/=	৪০০০০/=	২০২২৩/=	২০১৯৮/=	২১৯৮২/=	১৬৭৯১৯/=
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় ইজারা ইত্যাদি)	হাট, বাজার ,ঘাট ইজারা- ১০ লক্ষ	হাট, বাজার ,ঘাট ইজারা- ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ২১২	হাট, বাজার ,ঘাট ইজারা- ৩১২৮১২/=	হাট, বাজার ,ঘাট ইজারা- ২৫৫০০০/=	হাট, বাজার ,ঘাট ইজারা- ১৩৮০০০/=	হাট, বাজার ,ঘাট ইজারা- ১৪৫২১২/=	হাট, বাজার ,ঘাট ইজারা- ৩৮০৩২০/=	২৬,৪৪,৫৫৬/=
মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর	-	-	-	-	৫০০০/=	-	-	৫০০০/=

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়							৭ টি ইউনিয়নে মোট
	তাহিরপুর সদর	শ্রীপুর উত্তর	শ্রীপুর দক্ষিণ	বড়দল উত্তর	বড়দল দক্ষিণ	বাদাঘাট	বালিজুরি	
সম্পত্তি হতে আয়	-	-	-	-	-	-	-	-
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	৯৫০০/=	৪৩২৩/=	৬০৪২/=	২২৫৭/=	৩৪০০/=	১৯৮৬২/=	১৩৩২৩/=	৪৫৩৮৪/=
অন্যান্য	-	-	-	-			-	

সরকারী সূত্রে অনুদান
উন্নয়ন খাতঃ

খাতের ধরণ	বাৎসরিক আয়							৭ টি ইউনিয়নে মোট
	তাহিরপুর সদর	শ্রীপুর উত্তর	শ্রীপুর দক্ষিণ	বড়দল উত্তর	বড়দল দক্ষিণ	বাদাঘাট	বালিজুরি	
কৃষি	২,০১,২৩১	১,৯২,৩২৩	৮৮,৫৫০	৯৭,৮৭০	৬৮,০৫০	১,২০,০০০	৮৮,৫৫০	৮,৬৫,৫৭৪
স্বাস্থ্য ও পয় প্রনালী	২,০১,২৩০	১,০৫,৬১৩	৮৯,২৪২	৫৮,৩০৩	১,০০,০০০	১,২০,০০০	৫৭,৮৭০	৭৩,৩২,২৫৮
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত	৭,৫৭,৬৩২	২,৫৮,৩০৩	৩,৫৯,২২০	৩,০০,০০০	১,২০,০০০	১৭,০০,০০০	৮,৫০,০০০	৪৩,৪৫,১৫৫
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত	-	-	-	-	-	-	-	-
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজি এসপি)	৩,৪৮,০১১	৬,৫৩,৫০০	২,৮০,১১৯	৮,৮২,৬৭২	৯৮,৬৮২	১,২১,১২৯	১,৬৮,০০০	২৫,৫২,১১৩

সংস্থাপনঃ

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (মাসিক)
চেয়ারম্যান (৭ জন) জন প্রতি: সরকারী: ১৫৫০ এবং পরিষদ থেকে: ১৬৫০/-
এম ইউ পি (৮৪ জন) জন প্রতি: সরকারী: ৯৫০/-,পরিষদ থেকে: ১০৫০/-
সচিব (৭ জন) জন প্রতি: সরকারী: ৫৫২০/-,পরিষদ থেকে: -
দফাদার (৭টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: সরকারী: ২১০০/-,পরিষদ থেকে: -
গ্রাম পুলিশ (৭টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: সরকারী: ১৯০০/-,পরিষদ থেকে: -

অন্যান্য
ভূমি হস্তান্তর কর (১%)

গ) স্থানীয় সরকার:

খাতের ধরণ	বাৎসরিক প্রদেয় টাকা							৭ টি ইউনিয়নে মোট
	তাহিরপুর সদর	শ্রীপুর উত্তর	শ্রীপুর দক্ষিণ	বড়দল উত্তর	বড়দল দক্ষিণ	বাদাঘাট	বালিজুরি	
উপজেলা পরিষদ	৪,২০,৮১২	২,৯৮,০০০	-	২,২৮,৫৫০	-	৬,১৮,০০০	৩,২০,০০০	১৮,৮৫,৩৬১
জেলা পরিষদ	-	-	-			-	-	-

ঘ) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা:

খাতের ধরণ	বাৎসরিক অনুদান টাকা							৭ টি ইউনিয়নে মোট
	তাহিরপুর সদর	শ্রীপুর উত্তর	শ্রীপুর দক্ষিণ	বড়দল উত্তর	বড়দল দক্ষিণ	বাদাঘাট	বালিজুরি	
ডাসকো								

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি অর্থায়ন করছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা সর্বোপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগগুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	কামরুজ্জামান কামরুল	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর	০১৭১২১২৯৪১৮
০২	প্লাবন পাল	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০১৭১০৭১১৭৯৯
০৩	ইয়াহিয়া সাজ্জাদ	প্রজেক্ট ম্যানেজার ,সিএনআরএসএস	০১৭১০২৪৩৬০০
০৪	মনধীর রায়	সাধারণ সদস্য	০১৭৭০১২৪১১১
০৫	জাহানারা বেগম	সাধারণ সদস্য	০১৭৬০৬৩২১৭৬

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	কামরুজ্জামান কামরুল	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর	০১৭১২১২৯৪১৮
০২	উষা রানী পুরকায়স্থ	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, তাহিরপুর সদর ইউপি	০১৯৪২২১৭৭৯৭
০৩	প্লাবন পাল	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০১৭১০৭১১৭৯৯
০৪	শাহ মোঃ মাহফুজুল হক	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০১১৯৫০৭৩৭৬৩
০৫	জুসেফ আখনজি	সাধারণ সদস্য	০১৯৩৫৩৭০১৭৫
০৬	রজাক মিয়া	সাধারণ সদস্য	০১৮৩৯৪৭২৪৪৬
০৭	ইয়াহিয়া সাজ্জাদ	প্রজেক্ট ম্যানেজার, সিএনআরএস	০১৭১০২৪৩৬০০

কমিটির কাজ

- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে একবার ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	তাহিরপুর উপজেলায় মোট ২৫,২৪৬ হেক্টর কৃষি জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ২৪,৫৯৫ হেক্টর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ৬৫০ হেক্টর। আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ১৩,৪৫৫ হেক্টর, দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৮৯৮৬ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ ২,১৫৪ হেক্টর। এখানে মোট ২৯.৬১২ জন কৃষিজীবী রয়েছে। এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ৬১১৪ হেক্টর। উপজেলার প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো,) গম, সরিষা, গোলআলু, মরিচ, মিষ্টিআলু, বাদাম, শাকসব্জি ইত্যাদি। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি দুর্যোগে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৬২৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৪২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১৪০ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ১৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৭০৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৫৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১৩০ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ১২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৬৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৪৪৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৮২ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ১৩৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৪০৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৩৮৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১৩৪ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ১৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৫৩১ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৩৩৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১৩৫ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ১৫৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৩২১ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৩৭৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১১৮ হেক্টর

খাতসমূহ	বর্ননা
	জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ৯২ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৬৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৪১৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), মৌসুমী বন্যায় প্রায় ১০৭ হেক্টর জমির আমন ফসল, কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল এবং খরায় প্রায় ১৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে।
মৎস্য	তাহিরপুর উপজেলায় ৩ টি নদী, ১৪ টি খাল, ৮১ টি বিল, ৩৭৮ টি পুকুর রয়েছে। এখানে মোট ৭,৫০০ জন মৎসজীবী রয়েছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝর ও খরা ইত্যাদি দুর্যোগে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন মৌসুমী বন্যা আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। উপজেলায় মাছের অভয়াশ্রম নষ্ট হচ্ছে যা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। এতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয় এর ফলে মাছের বৃদ্ধিও কম হচ্ছে। ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৪ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৭ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৬ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৫ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৭ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে

খাতসমূহ	বর্ননা
	পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
গাছপালা	তাহিরপুর উপজেলায় ৩২৯ হেক্টর এলাকা জুড়ে বনাঞ্চল (স্ট্রিপ গার্ডেনিং) রয়েছে । এ বনাঞ্চলে মেহগনি, কদম, অর্জুন, আকাশমণি, রেইনট্রি, চাকারাশি, হিজল ও করচ ইত্যাদি গাছ রয়েছে। এছাড়া, এলাকার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদির ফলে গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ভবিষ্যতে এসব দুর্যোগ ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে গাছপালার ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৫৪ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৫০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৮০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ২৮০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ২৪৫ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৭০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ২০২ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৮৮ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১৮২ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ২৮৯ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩৫০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ২৪৭ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩০৭ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৩২০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	এ উপজেলায় ১ টি উপজেলা ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ৩ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ১৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এ উপজেলায় কোন বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নেই। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র উপজেলা হেডকোয়ার্টার (তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে) অবস্থিত। এখানে ৩ জন ডাক্তার ও ৫ জন নার্স রয়েছে। ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, খরা ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে মানুষ আহত হয় এবং প্রাণহানী ঘটতে পারে। ভবিষ্যতে তাহিরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় মোট ৫০,০৬১ জনসংখ্যার মধ্যে ০.৫% লোক আমাশয় ও ১% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৫% লোক টাইফয়েড, ১% লোক আমাশয়, ২.৫% চর্মরোগ এবং ১.৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ১% লোক ডায়রিয়া, ১.৫% লোক আমাশয় এবং ১% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় মোট ২০৭৩৮ জনসংখ্যার মধ্যে ০.৫% লোক আমাশয় ও ১% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ২% লোক টাইফয়েড, .৫% লোক আমাশয়, ১% চর্মরোগ এবং ১.৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.৫% লোক ডায়রিয়া, ০.২% লোক আমাশয় এবং ১.৫% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ তাহিরপুর উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় মোট ১৮৯৭৭ জনসংখ্যার মধ্যে ০.২% লোক আমাশয় ও .৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ০.৫% লোক ডায়রিয়া, ০.৮% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৫% লোক টাইফয়েড, ১% লোক আমাশয়, ০.৫% চর্মরোগ এবং ০.৮% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.২% লোক ডায়রিয়া, ০.৪% লোক আমাশয় এবং ০.৭% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় মোট ২২১৭২ জনসংখ্যার মধ্যে ০.৫% লোক আমাশয় ও ০.২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ০.৮% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ০.২% লোক টাইফয়েড, ২% লোক আমাশয়, ০.১% চর্মরোগ এবং ১,৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.৩% লোক ডায়রিয়া, ১% লোক আমাশয় এবং ১% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ তাহিরপুর উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় মোট ৩৭০৫০ জনসংখ্যার মধ্যে ০.৮% লোক আমাশয় ও ০.২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১.২% লোক ডায়রিয়া, ০.২% শিশু নিউমোনিয়া, ১% লোক টাইফয়েড, ০.৫% লোক আমাশয়, ১.৫% চর্মরোগ এবং ১.৭% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.২% লোক ডায়রিয়া, ০.৭% লোক আমাশয় এবং ০.৮% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে আগাম বন্যায় মোট ১৯৩৩৮ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৫% লোক আমাশয় ও ০.২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১.৮% লোক ডায়রিয়া, ০.৭% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৪% লোক টাইফয়েড, ১.৫% লোক আমাশয়, ০.২% চর্মরোগ এবং ০.৬% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.৪% লোক ডায়রিয়া, ০.৮% লোক আমাশয় এবং ০.৮% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় মোট ৪৬৮৬৫ জনসংখ্যার মধ্যে ০.৫% লোক আমাশয় ও ০.৬% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১% লোক ডায়রিয়া, ১.৩% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৫% লোক টাইফয়েড, ২.১% লোক আমাশয়, ১% চর্মরোগ এবং ১.৪% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ০.০১% লোক ডায়রিয়া, ০.২% লোক আমাশয় এবং ১% লোক জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
জীবিকা	এ উপজেলার প্রধান জীবিকাসমূহ হল কৃষি, মৎস্য, দিনমজুর ও ব্যবসা। উপজেলায় মোট ২৯,৬১২ জন কৃষিজীবী, ৭,৫০০ জন মৎস্যজীবী, ৫১,৩৯৩ জন দিনমজুর ও ৩,১২৩ জন ব্যবসায়ী রয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি ঘন ঘন হওয়ায় এবং এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের জীবিকা বিভিন্নভাবে ব্যহত হচ্ছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ও খরায় দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে। অন্যদিকে, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা ও কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। বছরের ৪ মাস এখানে কোন কাজ না থাকায় মানুষ কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় গমন করে। ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে যা মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ২২৪০ জন কৃষিজীবী, ১৩০ জন মৎস্যজীবী ও ৫০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৪৫ জন কৃষিজীবী, ১১৩২ জন দিনমজুর ও ১৩৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৫৫ জন কৃষিজীবী, ১৭৫ জন দিনমজুর ও ২২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ২১০ জন কৃষিজীবী ও ২৭৫ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২৪২৮ জন কৃষিজীবী, ২৪৫ জন মৎস্যজীবী ও ৪৩ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩৪৫ জন কৃষিজীবী, ১৯৩২ জন দিনমজুর ও ১৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৯৫ জন কৃষিজীবী, ৮০ জন দিনমজুর ও ১৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ৩১০ জন কৃষিজীবী ও ১৪৭ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ১৬২০ জন কৃষিজীবী, ৭৫ জন মৎস্যজীবী ও ৬২ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৮৮ জন কৃষিজীবী, ১৭৬২ জন দিনমজুর ও ১৯৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭০ জন কৃষিজীবী, ১০২ জন দিনমজুর ও ৩৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ১৮৮ জন কৃষিজীবী ও ২০৮ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৮১৯ জন কৃষিজীবী, ১০২ জন মৎস্যজীবী ও ৯৭ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৭৭ জন কৃষিজীবী, ১৭৮০ জন দিনমজুর ও ৮৮ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৫ জন কৃষিজীবী, ৭৫ জন দিনমজুর ও ১৪ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ১০২ জন কৃষিজীবী ও ১৯৫ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ১৫৭৬ জন কৃষিজীবী, ৯৬ জন মৎস্যজীবী ও ৭২ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৭৬ জন কৃষিজীবী, ১৬৭৪ জন দিনমজুর ও ৫৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪০ জন কৃষিজীবী, ১০৭ জন দিনমজুর ও ২৮ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ৭২ জন কৃষিজীবী ও ১৫৫ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২০৪৩ জন কৃষিজীবী, ১৩০ জন মৎস্যজীবী ও ১২২ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৪১৭ জন কৃষিজীবী, ২১২০ জন দিনমজুর ও ৭২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪৩ জন

খাতসমূহ	বর্ননা
	কৃষিজীবী, ১২০ জন দিনমজুর ও ১৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ২৫১ জন কৃষিজীবী ও ১৮৮ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ১২৮৮ জন কৃষিজীবী, ৯৪ জন মৎস্যজীবী ও ১৩৭ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৮৭ জন কৃষিজীবী, ২৬৩০ জন দিনমজুর ও ৩৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৩ জন কৃষিজীবী, ২১০ জন দিনমজুর ও ৫২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। খরায় ৭৬ জন কৃষিজীবী ও ৩১০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পানি	তাহিরপুর উপজেলায় খাবার পানির উৎসগুলো হল নলকূপ, নদীনালা, খালবিল, পুকুর, বৃষ্টির পানি ও পাতকুয়া ইত্যাদি। এ উপজেলায় মোট ১,০৮৫ টি নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে ৭৩৭ টি নলকূপ সচল ও ৩৪৮ টি নলকূপ বিকল। ১৫৩ টি নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে নলকূপগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অত্র উপজেলার ৬১.১৯% অধিবাসী নলকূপের পানি ব্যবহার করে। তাহিরপুর উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বর্তমানে ১০০ থেকে ৩০০ ফুট নীচে। উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। পূর্বে এ উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ছিল ৭০ থেকে ২০০ ফুট নীচে। শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার করণে অত্র এলাকায় খাবার ও সেচের পানির সংকট দেখা দেয়। ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ২০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যায় ২২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যায় ১৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১২ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যায় ১৪ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৭ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	তাহিরপুর উপজেলায় ১২৯ কি.মি. বেরিবাঁধ, ৩০০.০৪ কি.মি. রাস্তা, ১৫ টি ব্রীজ, ১৫৭ টি কালভার্ট, ৫ টি স্লুইচ গেট, সেচের জন্য ৫০৫ টি অগভীর নলকূপ, ৫৬৭ টি এলএলপি, ২০,১৯২ টি ঘরবাড়ি, ১৩০ টি

খাতসমূহ	বর্ননা
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ২৩৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অত্র উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে ইহা আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। ভবিষ্যতে এই উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক অবকাঠামোর যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৪ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ১০২০ টি বাড়িঘর, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৫০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়নে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ৬ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ১১৮৮ টি বাড়িঘর, ১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার তাহিরপুর সদর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৮ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৬ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৯৩৭ টি বাড়িঘর, ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়নে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ২.৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৬ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ১৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৮৪০ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৫ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৭ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৯ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৯৭৩ টি বাড়িঘর, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭৫ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ৩ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৪ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ২৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৮৪২ টি বাড়িঘর, ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৮০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪.৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ ও ১০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ২৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৮১৫ টি বাড়িঘর, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১১০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পশুসম্পদ	তাহিরপুর উপজেলার প্রধান পশুসম্পদ হল গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, পাখি, মহিষ ইত্যাদি। এ উপজেলায় ৪৬,১২০ টি গরু, ১৫,২৫০ টি ছাগল, ৬,০৯৬ টি ভেড়া, ৬১০ টি মহিষ এবং ৪৭,১৪৫ টি

খাতসমূহ	বর্ননা
	হাঁসমুরগী রয়েছে। অত্র উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদির ফলে পশুসম্পদ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে ইহা আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। আগাম বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। এসময় পশুপাখির প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে পশুপাখির প্রাণহানী ঘটে। আবার, মৌসুমী বন্যা ও খরায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দেয়।

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর	০১৭১২২৫৩৭০২
০২	ফেরদৌস আহম্মদ আখনজি	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর	০১৭১৮২৬৪৮২৯
০৩	বোরহান উদ্দিন	চেয়ারম্যান, তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন	০১৭১১৪৭৭২৬৮
০৪	শাহ মোঃ মাহফুজুল হক	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০১১৯৫০৭৩৭৬৩

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	শিউলী আক্তার	আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	০১৭১০৪৯৩৪১৮
০২	মোঃ শাহিন নওশাদ	হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা	০১৭১১১৬০৪৪০
০৩	জাহেরা খাতুন	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন	০১৯৬১৭৯৮৫২০

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	শাহেদা আক্তার	উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান	
০২	মোঃ হারুন অর রশিদ	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১৭১১৮৫৯৮৯৯
০৩	বিশ্বজিৎ সরকার	চেয়ারম্যান, শ্রীপুর দক্ষিণ ইউপি	০১৭১৬৩২৭০২২

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	প্লাবন পাল	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা,তাহিরপুর	০১৭১০৭১১৭৯৯
০২	আশীষ চন্দ্র মিত্র	উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০১৭১৬৭৩১৫৯০
০৩	ডাঃ মোঃ শামীম হোসেন	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০১৭২৬২৪২৩০৩

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

বন্যা পূর্বাভাষ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আগাম বন্যার পুর্বাভাস প্রদান করার সংগে সংগে চেকলিস্ট পরীক্ষা করে দেখতে ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্ধারিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি করা আছে।	
৩.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য নৌকা, গাড়ি, ভ্যান ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৪.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল সংরক্ষণ করে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	
৬.	উপজেলা ও ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	
৭.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম / ত্রাণ গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	
৮.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মাধ্যমে মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।	
৯.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ আছে।	
১০.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা / ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।	
১১.	১-৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে।	
১২.	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে।	
১৩.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	
১৪.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে।	
১৫.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন।	
১৬.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে নলকূপ আছে।	
১৭.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা আছে।	
১৮.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে।	
১৯.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে।	
২০.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে।	
২১.	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান বা কেল্লা নির্ধারিত হয়েছে।	
২২.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্মন্ধে সচেতন করা হয়েছে।	
২৩.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে।	
২৪.	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমাণ শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে।	
২৫.	আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা পায়খানা / প্রসাবখানার ব্যবস্থা আছে	
২৬.	আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা গোসলখানার ব্যবস্থা আছে।	
২৭.	হাওরে পানি প্রবেশের মুখগুলি মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে	
২৮.	পশু পাখির চিকিৎসার নির্বাচিত চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন।	
২৯.	পশু পাখির চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরঞ্জাম আছে।	

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, তাহিরপুর

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	কামরুজ্জামান কামরুল	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর	সভাপতি	০১৭১২১২৯৪১৮
২	খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর	কো- চেয়ার পারসন	০১৭১২২৫৩৭০২
৩	প্লাবন পাল	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তাহিরপুর	সদস্য সচিব	০১৭১০৭১১৭৯৯
৪	ফেরদৌস আহম্মদ আখনজি	ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর	সদস্য	০১৭১৮২৬৪৮২৯
৫	শাহেদা আক্তার	মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর	সদস্য	০১৭৩৯৮৪২৬৮৪
৬	আবুল হোসেন খাঁন	চেয়ারম্যান, শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭৪৩৯০০৭৫৮
৭	বিশ্বজিৎ সরকার	চেয়ারম্যান, শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৬৩২৭০২২
৮	সবুজ আলম	চেয়ারম্যান, বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১২০৫১৭৪০
৯	জামাল উদ্দিন	চেয়ারম্যান, বড়দলউত্তর ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১০৩৫৩৮৫
১০	নিজাম উদ্দিন	চেয়ারম্যান, বাদাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৪৭৮৩০১
১১	বোরহান উদ্দিন	চেয়ারম্যান, তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৪৭৭২৬৮
১২	আতাউর রহমান	চেয়ারম্যান, বালিজুরি ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৩৬৮৪৯৩
১৩	মোঃ মাহফুজুল হক	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১১৯৫০৭৩৭৬৩
১৪	ডাঃ আবুল হাসেম আনসারী	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১৩৪১২০৭
১৫	ডাঃ মোঃ শামীম হোসেন	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২৬২৪২৩০৩
১৬	আশীষ চন্দ্র মিত্র	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬৭৩১৫৯০
১৭	আব্দুল্লাহ আল-মামুন	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১৯৭৯৮৯৯
১৮	মোঃ খোর্শেদ আলম চৌধুরী	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৪০৮৯৭৮৮৫
১৯	মোঃ মিজানুর রহমান	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১১৫৭৭৮৯০
২০	মোঃ হারুন অর রশিদ	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১৮৫৯৮৯৯
২১		উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সদস্য	
২২		উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা	সদস্য	
২৩	মোঃ আনিসুর রহমান খাঁন	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ)	সদস্য	০১৭১৩৩৭৪৪২১
২৪		উপজেলা উপ-সহকারি প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	সদস্য	
২৫	মোঃ আমির আলী	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৫৫৬৪০১৬৮৪
২৬	মতিউর রহমান	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৮১৪৫৬০৩
২৭		উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	
২৮	জাহাঙ্গীর হোসেন	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২২২২৭৯০৫
২৯	শিউলী আক্তার	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১০৪৯৩৪১৮
৩০	বিলকিস বেগম	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য,বড়দল উত্তর ইউপি	সদস্য	০১৭৬০৯৩২৬৪১
৩১	লাভলী বেগম	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, বাদাঘাট ইউপি	সদস্য	০১৭২২৩৮১২৬৬
৩২	শিখা রানী পাল	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, শ্রীপুর উত্তর ইউপি	সদস্য	০১৭৫৮২৩৫৩৪০
৩৩	ফাতেমা আক্তার চায়না	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, শ্রীপুর দক্ষিণ ইউপি	সদস্য	০১৭৬৮৫৯৪৫৩২
৩৪	মিনারা খাতুন	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, বড়দল দক্ষিণ ইউপি	সদস্য	০১৭৪৮৯০১৪৬৬
৩৫	জাহানারা বেগম	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, তাহিরপুর ইউপি	সদস্য	০১৭৬০৬৩২১৭৬
৩৬	শাহানারা বেগম	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, বালিজুরি ইউপি	সদস্য	০১৭৬৪৯৪৯১৮৮
৩৭	ইয়াহিয়া সাজ্জাদ	প্রজেক্ট ম্যানেজার, সিএনআরএসএস	সদস্য	০১৭১০২৪৩৬০০
৩৮	মোঃ সাইদুর কিবরিয়া	অধ্যক্ষ, জয়নাল আবেদীন ডিগ্রী কলেজ	সদস্য	০১৭১৫১৭২২৩৯
৩৯	মোঃ মোশারফ হোসেন	প্রধান শিক্ষক, তাহিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	সদস্য	০১৭৫৩৩৫২৯৬৭
৪০	বাবলু হাছান বাবলু	সভাপতি, প্রেস ক্লাব	সদস্য	

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (শ্রীপুর উত্তর)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃ আমির উদ্দিন	হাজী তাহেরআলী		হ্যা	
০২	রুনু বালা পাল	শুধাংশু পাল		হ্যা	
০৩	মোছাঃ অমলা আক্তার	মোঃ ছালাম		হ্যা	
০৪	মোছাঃ ছকিনা বিবি	শামসুর রহমান		হ্যা	
০৫	মোঃ শাহনরী আলম	মৃত আঃ মন্নাফ		হ্যা	
০৬	মোঃ ফেরদৌস আলম	মোঃ আলী আমজদ		হ্যা	
০৭	মোঃ দুলাল মিয়া	মোঃ বাহার উদ্দিন		হ্যা	
০৮	মোঃ পাষাণ আলী	মৃত বক্কর আলী		হ্যা	
০৯	মোঃ আঃ রউফ	মোঃ আঃ আহাদ		হ্যা	
১০	বিষ্ণুপদ পাল	ধীরেন্দ্র পাল		হ্যা	
১১	মোঃ শফিকুল	মোঃ আঃ হেকিম		হ্যা	
১২	মোঃ বাচ্চু মিয়া	মোঃ শমসের		হ্যা	
১৩	মোঃ শামছুদ্দিন	মোঃ আঃ কাদির		হ্যা	
১৪	রতিন্দ্রনাথ	সুরেন্দ্রনাথ		হ্যা	
১৫	মলয়বাবু	সুকুমার		হ্যা	
১৬	ললিত কুমার পাল	সুবল পাল		হ্যা	
১৭	আবু বক্কর সিদ্দিক	মোঃ তমিজ উদ্দিন		হ্যা	
১৮	শুধাংশু পাল নিধান	মৃত সুরেন্দ্র পাল		হ্যা	
১৯	বাবুলাল চৌধুরী			হ্যা	
২০	সন্ধ্যা রানী পাল	সুকুমার পাল		হ্যা	
২১	মোঃ আইয়ুব আলী	মৃত আঃ রহলিম		হ্যা	
২২	সুরেন্দ্র দাস	সুবল দাস		হ্যা	
২৩	মোঃ সাহেদ আলী	মোঃ সুরুজ		হ্যা	
২৪	আঃ রাজ্জাক	শুকুর আলী		হ্যা	
২৫	আতারুপ	আঃ ছামাদ		হ্যা	
২৬	নুর ইসলাম			হ্যা	
২৭	অমর চক্রবর্তী			হ্যা	
২৮	সামছু মিয়া			হ্যা	
২৯	রুকন পাশা			হ্যা	
৩০	নান্টু মোল্লা			হ্যা	
৩১	মোকারম হোসেন	মনির উদ্দিন		হ্যা	
৩২	নুরুল আলম সিদ্দিকী			হ্যা	
৩৩	আজিজুর রহমান			হ্যা	
৩৪	আঃ আলী			হ্যা	
৩৫	মোঃ আয়নাল হক			হ্যা	০১৭২৮৭৯৮০৭৫
৩৬	মোঃ শামসুল হক			হ্যা	০১৭১২৫১৫৮২১
৩৭	মোঃ শাফিল মিয়া			হ্যা	০১৭১২৩৭৬৯০২
৩৮	মোঃ লুৎফুর রহমাস			হ্যা	০১৭৫৪৬৬৫৯২৭
৩৯	অনুরাধা দেবী			হ্যা	০১৭৩৯০২০৪৩৩
৪০	শিখা রানী পাল			হ্যা	০১৭৫৮২৩৫৩৪০
৪১	সখিনা খাতুন			হ্যা	০১৭২৮২৮৯৬১৮

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (শ্রীপুর দক্ষিণ)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	হারুন অর রসিদ	মোঃ হাসন আলী		হ্যা	০১৭১৫৪৫৩৯১২
০২	মোঃ নিজাম উদ্দিন	মোঃ মহব্বত আলী		হ্যা	
০৩	মোঃ আরসাদ আলী	মোঃ শফর আলী		হ্যা	
০৪	মোঃ আবুল খায়ের	মোঃ শাহেদ আলী		হ্যা	
০৫	অঞ্জন তালুকদার	পুতুল তালুকদার		হ্যা	
০৬	জিয়া উদ্দিন চৌধুরী	মোঃ সিরাজুল হক		হ্যা	
০৭	মোঃ সিরাজুল হক	মোঃ হাফিজ উদ্দিন		হ্যা	
০৮	মোঃ শাহাজ মিয়া	আঃ হাকিম		হ্যা	
০৯	অমেলেন্দু তাং	অমেরিকা তাং		হ্যা	
১০	মোঃ রুহুল আমীন	সফর আলী		হ্যা	
১১	মোছাঃ সামতারা	আঃ হাকিম		হ্যা	
১২	মোছাঃ হেলেনা বেগম	মোঃ আঃ নূর		হ্যা	
১৩	মোছা মনরাজ বেগম	মোঃ আবুল হোসেন		হ্যা	
১৪	হোসাইন আহমদ	মোঃ জবান আলী		হ্যা	
১৫	মলয় ভূষণ চৌধুরী	মদন ভূষণ চৌধুরী		হ্যা	
১৬	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান			হ্যা	
১৭	কুমদ রঞ্জন সরকার	বিনন্দ সরকার		হ্যা	
১৮	রুকন পাশা	মোঃ মফিজুর রহমান		হ্যা	
১৯	রঞ্জিত কুমার	হেমন্ত কুমার		হ্যা	
২০	পূর্ণিমা রানী	গোপেশ রায়		হ্যা	
২১	মোঃ মহসিন কবির	মোঃ মকবুল হোসেন		হ্যা	
২২	মোঃ আঃ ছমেদ			হ্যা	
২৩	নিখিল তাং	ওপেন্দ্র তাং		হ্যা	
২৪	মোঃ আলী নূর	মোঃ কাছম আলী		হ্যা	
২৫	মস্তফা মিয়া	মোঃ রমিজ উদ্দিন		হ্যা	
২৬	মোছাঃ সেনুয়ারা বেগম	শফিক মিয়া		হ্যা	
২৭	ডাঃ হাবিবুর রহমান	মোঃ শুকুর মাহমুদ		হ্যা	
২৮	মোঃ আবুল কাসেম	মোঃ উমর আলী		হ্যা	
২৯	মোঃ আঃ নূর	মোঃ আঃ হামিদ		হ্যা	
৩০	মোঃ ফজল আমীন	মোঃ মাহমুদ হোসেন		হ্যা	
৩১	মোঃ মন মিয়া	মোঃ আব্দুল্লাহ		হ্যা	
৩২	মোঃ আবুল খয়ের	মোঃ জমির আলী		হ্যা	
৩৩	মোছাঃ রাহেলা বেগম	মোঃ আলী হোসেন		হ্যা	
৩৪	মোঃ গুলেনুর মিয়া	মোঃ আঃ মালিক		হ্যা	
৩৫	মোঃ রুহুল আমীন			হ্যা	০১৭৫১২৯৮৬৯৫
৩৬	মোঃ মহিবুর রহমান			হ্যা	০১৭৪০৯৯৫২০১
৩৭	মোঃ কাজল মিয়া			হ্যা	০১৭৪২৫৩৩৫৯০
৩৮	মোঃ হক সাব			হ্যা	০১৭২০৩০৬৩৩৭
৩৯	ফাতেমা আক্তার চায়না			হ্যা	০১৭৬৮৫৯৪৫৩২
৪০	শাহিদা আক্তার লাকি			হ্যা	০১৭৪৫১৩৯৬৭০
৪১	রতনমালা দাস			হ্যা	০১৭৬৭৩৮৩৮৭১

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (বড়দল দক্ষিণ)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃশফিকুল ইসলাম	মোঃ জাহের আলী		হ্যা	০১৭১৫৩৯৪৮৫৩
০২	আশরাফুল আলম	গো্লাম আকবর		হ্যা	
০৩	মোঃ আঃ মান্নান	আব্দুর রসিদ		হ্যা	
০৪	মোঃ ইসহাক মিয়া	মৃত আঃ ছোবহান		হ্যা	
০৫	মোঃ হযরত আলী	মোঃ আবু সাযেদ		হ্যা	
০৬	মোঃ আলী জয়দর	মোঃ সমুজ আলী		হ্যা	
০৭	মোঃ কনাই মিয়া	মৃত মন্তাজ আলী		হ্যা	
০৮	মোঃ মালিক উস্তার	আঃ খালেক		হ্যা	
০৯	কৃষ্ণ রঞ্জন চৌধুরী	জোগেশ রঞ্জন চৌধুরী		হ্যা	
১০	মোছাঃ আছিয়া আফিন্দি	মোঃ নবী হোসেন		হ্যা	০১৭১৮৬৩১১১৩
১১	মোছাঃ করিবুন্নেছা	মোঃ ইছব আলী		হ্যা	
১২	মোছাঃ জাহেরা বানু	মোঃ আব্দুল হক		হ্যা	
১৩	ভূপতি ভূষণ দাস	ভূষণ চন্দ্র সরকার		হ্যা	০১৭১৬৪৬৬৬৫২
১৪	মোঃ জমির হোসেন	মোঃ উমর আলী		হ্যা	
১৫	মোঃ নুরুল হক	মোঃ আঃ কুদ্দুস		হ্যা	
১৬	সমর মিত্র	জ্যোতি মিত্র		হ্যা	
১৭	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মোঃ আঃ মালিক		হ্যা	০১৭২২৩১৪৯৫৬
১৮	মোঃ আঃ হক	মোঃ সিরাজ মরল		হ্যা	
১৯	মোঃআমিনুল হক	মৃত জয়নাল		হ্যা	০১৭১৬১২৮১৯৯
২০	মোছাঃ পারুল আক্তার	মোঃ আতাউর রহমান		হ্যা	
২১	ভানু রঞ্জন তাং	গজেন্দ্র তাং		হ্যা	
২২	মোঃ লুৎফুর রহমান	মোঃ সৈয়দ হোসেন		হ্যা	
২৩	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মোঃ আঃ হাকিম		হ্যা	
২৪	মোছাঃ রৌশনারা	মোঃ হারিছ উদ্দিন		হ্যা	
২৫	মোছাঃ হামিদা বেগম	মোঃ আমিন উদ্দিন		হ্যা	
২৬	মোছাঃ আফরোজা	মোঃ আমির আলী		হ্যা	
২৭	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মোঃ আঃ কাদির		হ্যা	
২৮	মোঃ আল আমীন	মোঃ আঃ বারিক		হ্যা	
২৯	মোঃ আহাদ	মোঃ সোনা মিয়া		হ্যা	
৩০	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	জহুর আলী		হ্যা	
৩১	মোঃ ইসলাম উদ্দিন	হাজী মোঃআঃ বারিক		হ্যা	
৩২	মোঃ আবুল কালাম	মোঃ কালা মিয়া		হ্যা	০১৭১০৯৯৩৯৫০
৩৩	মোঃ আশরাফুল			হ্যা	০১৭১০৪৪৫৮৩৮
৩৪	মোঃ রফিকুল ইসলাম			হ্যা	০১৯১৫৭১১০৮০
৩৫	মোঃ উমর আলী			হ্যা	০১৭৩২৮৪৫০৬৭
৩৬	মোঃ আঃ রউফ			হ্যা	০১৭৭৪৭২১৩৮৩
৩৭	হামিদা বেগম			হ্যা	০১৭৬০৬৩৫৫১৩
৩৮	মিনারা খাতুন			হ্যা	০১৭৪৮৯০১৪৬৬
৩৯	ঝরনা আক্তার			হ্যা	০১৭৭৮৯০১৪৬৬

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (বড়দল উত্তর)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃ আবুল কাসেম	মোঃ রমজান আলী		হ্যা	
০২	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মোঃ হাসিম আলী		হ্যা	
০৩	মোঃ নাছির উদ্দিন	মোঃ চান মিয়া		হ্যা	০১৭২৯৪৬৬৩৭৩
০৪	মোঃ চান মিয়া	মোঃ আঃ মজিদ		হ্যা	০১৭২৮৮০৮৮৫৪
০৫	মোঃ নোয়াজ আলী	মোঃ আঃ আলী		হ্যা	০১৭১৩৮৬১১৭৬
০৬	মোঃ আঃ রাজ্জাক	সুরুজ আলী		হ্যা	০১৭২১৮৩৮৪১২
০৭	মোঃ ফজলু মিয়া	মোঃ গুল আহমদ		হ্যা	
০৮	মোঃ রুস্তম আলী	মোঃ ছবর আলী		হ্যা	
০৯	মোঃ আঃ সাত্তার	মোঃ মাদবর আলী		হ্যা	০১৭২১৪৮২১০৫
১০	মোঃ মনসুর আলী	আঃ হাসিম		হ্যা	০১৭২১৪৮২১০৮
১১	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	এরশাদ আলী		হ্যা	
১২	মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম	মোঃ নিজাম উদ্দিন		হ্যা	০১৭২১৫১০২৫৩
১৩	মোছাঃ রেহেনা বেগম	মোঃ আবু তাহের		হ্যা	০১৭১৪৮৭০৭৮৪
১৪	মোঃ গফুরুন্নাহার	মোঃ মাহাব উদ্দিন		হ্যা	০১৭২৩৪১৪২১৫
১৫	মোঃ তাজুল ইসলাম	হাজী নোয়াব আলী		হ্যা	
১৬	মোঃ আব্দুল লতিফ	মোঃ তাল হোসেন		হ্যা	
১৭	মোঃলুৎফুর রহমান	মোঃ জিন্নাত আলী		হ্যা	
১৮	মোঃ হাসিম	মোঃ নোয়াব আলী		হ্যা	
১৯	মোঃ মাহতাব উদ্দিন	মোঃ হাফিজ উদ্দিন		হ্যা	
২০	মোঃ নুরু মিয়া	মোঃ রিয়াছছদ আলী		হ্যা	
২১	মোঃ হেকিম	মোঃ আঃ কাদির		হ্যা	
২২	মোঃ আজিম উদ্দিন	মোঃ ছমেদ আলী		হ্যা	
২৩	মোঃ আঃ মান্নান	মোঃ সমসের আলী		হ্যা	
২৪	স্বপন আচার্য্য	প্রবাস আচার্য্য		হ্যা	
২৫	মাইকেল সংমা	করুক সংমা		হ্যা	
২৬	মোঃ আবুল হোসেন	মোঃ আক্তার হোসেন		হ্যা	০১৭১০৯৮৬০৩৫
২৭	মোঃ রাশেদুল ইসলাম	মো্ঃ আব্দুল্লাহ		হ্যা	
২৮	মোঃ মজিবুর রহমান	মোঃ উছম আলী		হ্যা	
২৯	মোঃ মতি মিয়া	মোঃ হাছন আলী		হ্যা	
৩০	মেরিন দিব্বা	শংকর দিব্বা		হ্যা	
৩১	বাসন্তী রানী	ইন্দু ভূষণ		হ্যা	
৩২	মোছাঃ সুফিয়া খাতুন	দানিশ মিয়া		হ্যা	
৩৩	মোঃ শবদর আলী			হ্যা	০১৯৩৭৮৪৪০৫৮
৩৪	মোঃ চান মিয়া			হ্যা	০১৭২৫৮০৮৮৫৪
৩৫	মোঃ আঃ সাত্তার			হ্যা	০১৭১৬৯৯১৪৯৪
৩৬	মোঃ নোওয়াজ আলী			হ্যা	০১৭১৩৮৬১১৭৬
৩৭	মোঃ আবু তাহের			হ্যা	০১৭৪৫১৩৮৯৪৩
৩৮	হেনা আক্তার লাকী			হ্যা	০১৭৬২৮৭৮৯১২
৩৯	বিলকিস বেগম			হ্যা	০১৭৬০৯৩২৬৪১

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (বাদাঘাট)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃ বাখার উদ্দিন	মোঃ জয়নাল আবেদীন		হ্যা	০১৭১১২৪৩৪৬
০২	মোঃ শফিক মিয়া	মোঃ হাছেন আলী		হ্যা	০১৭২৮৮২৮৯৫০
০৩	মোঃ রইছ উদ্দিন	হাজী রোশন আলী		হ্যা	০১৭১৬৪৩৯৮৫৪
০৪	আলী আহমদ	খুর্শিদ আলী		হ্যা	০১৭২১৪২৩৭৫১
০৫	মোঃ নিজাম উদ্দিন	মোঃ আঃ রেজ্জাক		হ্যা	
০৬	সোলেমান মিয়া	মোঃ আবু মিয়া		হ্যা	
০৭	মোঃ মনির উদ্দিন	মোঃ তাজুল ইসলাম		হ্যা	০১৭১৯১৯০৫২৫
০৮	মোঃ চান মিয়া	মোঃ ইউনুছ আলী		হ্যা	০১৭১৬৬৭৫২৬৫
০৯	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	আঃ মজিদ		হ্যা	০১৭২২৬৩৪৩৩৬
১০	মোঃ নুরুল্লাহ	আবুল হাসিম		হ্যা	০১৭১৬৩১৪৩৩২
১১	মোছাঃ দিলোয়ারা বেগম	রবিউল আউয়াল		হ্যা	
১২	মোছাঃহামিদা বেগম	গোলাম মোস্তফা		হ্যা	
১৩	মোছাঃ ছাপাতুন্নেছা	শামছুল হক		হ্যা	০১৭২২৬৩৪৮৫৬
১৪	সফিকুল ইসলাম	আঃ রশিদ		হ্যা	
১৫	ওমর ফারুক	ফজর আলী		হ্যা	
১৬	মোঃ রমজান আলী			হ্যা	
১৭	স্বপন চক্রবর্তী	অনীল চক্রবর্তী		হ্যা	
১৮	ইসমাইল মিয়া	মৃত সোনা উল্লাহ		হ্যা	
১৯	দীন মোহাম্মদ	হাজী আবু মিয়া		হ্যা	
২০	গনি মিয়া	কালা মিয়া		হ্যা	
২১	মোছাঃ নুরেছা খাতুন	আউয়াল মিয়া		হ্যা	
২২	গোস্তরী শংকর দাস	গজেন্দ্র মোহন দাস		হ্যা	
২৩	নূর হোসেন মল্লিক	আঃ মনাফ		হ্যা	
২৪	মোঃ শাহিদ মিয়া	হাবিজ উদ্দিন		হ্যা	
২৫	শামছুল ইসলাম	সামাদ মিযা		হ্যা	
২৬	মোঃ নুরুল হক	জয়নাল আবেদীন		হ্যা	
২৭	মোঃ ছানা মিয়া	আসকর আলী		হ্যা	
২৮	মোঃ মতি মিয়া	শাহাব উদ্দিন		হ্যা	
২৯	মোছাঃ হালেমা খাতুন	শুকুর আলী		হ্যা	
৩০	মোছাঃ আফতার বানু	আঃ গফুর		হ্যা	
৩১	মোঃ আসাদুজ্জামান	ইউছুফ আলী		হ্যা	
৩২	প্রবোদ চন্দ্র রায়	প্রহল্লাদ রায়		হ্যা	
৩৩	মোঃ দ্বীন ইসলাম			হ্যা	০১৯২৪৫৮৫৬৮০
৩৪	মোঃ শের আলী			হ্যা	০১৭৩২০২৭৮৮১
৩৫	মোঃ আলী আহম্মদ			হ্যা	০১৭১৬৬৫৩২১০
৩৬	মোঃ নিজাম উদ্দিন			হ্যা	০১৭২১৪২৩৭৫১
৩৭	রাশেদা আক্তার			হ্যা	০১৯৪২০৭৩১৬৬
৩৮	নিলুফা বেগম			হ্যা	০১৭৩৮৫৭২১৬৬
৩৯	লাভলী বেগম			হ্যা	০১৭২২৩৮১২৬৬

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (তাহিরপুর সদর)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোতাহার হোসেন	আঃ নূর আখন্জি		হ্যা	
০২	কামাল মিয়া	মোঃ আবু বকর		হ্যা	
০৩	মাফিকমুরাদ	মোঃ ফজদার মিয়া		হ্যা	
০৪	মোঃ এমদাদনুর	সাদির আলী		হ্যা	
০৫	রঞ্জু মুখার্জী	রাখাল মুখার্জী		হ্যা	
০৬	নিবাস	সুবাস তালুকদার		হ্যা	
০৭	গোলাম ইয়াজদানী	আঃ হাসিম		হ্যা	
০৮	বেলাল মিয়া	আঃ জোব্বার		হ্যা	
০৯	মোঃ সাফাই মিয়া	আঃ ছোবান		হ্যা	
১০	মোঃ আলীনূর রেজা	আনছার আলী		হ্যা	
১১	মঞ্জু রানী	হরি দাস		হ্যা	
১২	মোছাঃ জাহারা খাতুন	মোঃ তাজ মাহমুদ		হ্যা	
১৩	নিলিমা রানী রায়	অনন্ত তালুকদার		হ্যা	
১৪	মোঃ আঃ রউফ	সুবাদার আলী		হ্যা	
১৫	মোঃ ফিরোজ আহমেদ			হ্যা	
১৬	মোঃ আসরাফুজ্জামান			হ্যা	
১৭	মোঃ আতিকুল ইসলাম			হ্যা	
১৮	মোঃ গোলাম সরোয়ার			হ্যা	
১৯	মোঃ আদর আলী	মোঃ সদর আলী		হ্যা	
২০	মোছাঃ আলেমা বেগম	মোঃ তাজ উদ্দিন		হ্যা	
২১	আঃ ছালাম	মসলিম তালুকদার		হ্যা	
২২	মোঃ চানফর আলী	আরজ আলী		হ্যা	
২৩	মহসিন আখনজি	আব্দুল আলী আখনজি		হ্যা	
২৪	ভানু রঞ্জন তাং	গজেন্দ্র তাং		হ্যা	
২৫	মোঃ মেহের জামাল	রহিম উল্লাহ		হ্যা	
২৬	নূর-ই ঈমাম	মোঃ সামছু মিয়া		হ্যা	
২৭	মোঃ উছমান আলী			হ্যা	
২৮	পবন গাংগুলি	সুরেন্দ্র চন্দ্র		হ্যা	
২৯	মোঃ এরশাদুল	আঃ গফুর		হ্যা	
৩০	মোঃ রবিউল			হ্যা	
৩১	মোছাঃ সেতারা	মোঃ আহম্মদ		হ্যা	
৩২	মোঃ মাসুক আহমেদ			হ্যা	
৩৩	মোঃ এখলাছ উদ্দিন	মোঃ মিজানুর রহমান		হ্যা	
৩৪	মোঃ আলাউর রহমান			হ্যা	০১৯২৪২০৯১৩২
৩৫	মোঃ জুসেফ আখনজি			হ্যা	০১৯৩৫৩৭০১৭৫
৩৬	রজাক মিয়া			হ্যা	০১৮৩৯৪৭২৪৪৬
৩৭	মনধীর রায়			হ্যা	০১৭৭০১২৪১১১
৩৮	জাহেরা খাতুন			হ্যা	০১৯৬১৭৯৮৫২০
৩৯	জাহানার বেগম			হ্যা	০১৭৬০৬৩২১৭৬
৪০	ঊষা রানী পুরকায়স্থ			হ্যা	০১৯৪২২১৭৭৯৭

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (বালিজুরী)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃ আতাউর রহমান	হাজী নবী হোসেন		হ্যা	
০২	মোছাঃ লতিফা খাতুন	মোঃ নিয়াজ উদ্দিন		হ্যা	০১৭১৮১০৮৮৭৬
০৩	বানী রানী তালুকদার			হ্যা	
০৪	মোছাঃ সেলিনা খাতুন	সৈয়দ আলী		হ্যা	
০৫	মোঃ বাবুল মিয়া	মোঃ নবাব মিয়া		হ্যা	০১৭১৬৬৭৫২৬৪
০৬	মোঃ বশির মিয়া	মোঃ রমিজ উদ্দিন		হ্যা	০১৭২৮৮২৮৯৫৬
০৭	মোঃ রেনু মিয়া	মোঃ আব্দুল খালেক		হ্যা	০১৭২৮৫৭৩৮৭৬
০৮	মিলন কুমার তাং	মনিন্দ্র তাং		হ্যা	০১৭১২০৪৭৪০৮
০৯	মোঃ আলী নেওয়াজ	মোঃ আঃ ওয়াহাব		হ্যা	০১৭৩২১২৮৬০৭
১০	মোঃ আজিজ মিয়া	মোঃ আফতাব মিয়া		হ্যা	০১৭২১০৪৫৫০৩
১১	নূর আলী	মৃত আঃ আলী		হ্যা	০১৭১৫৩৩৫৫৫২
১২	ফয়জুল ইসলাম	মোঃ গোলাম মোস্তফা		হ্যা	০১৭২৬১২৩৪০৫
১৩	মোঃ আশিক নূর	মোঃ আঃ আজিজ		হ্যা	০১৭২১৭৭৪৮৫৮
১৪	মোছাঃ খাইরুন নেছা	শারুক চৌধুরী		হ্যা	
১৫	সারতি রানী	শুধাংশু সরকার		হ্যা	
১৬	মোঃ কয়েছ মিয়া	মৃত সোনাই মিয়া		হ্যা	
১৭	মনজুলিকা	মৃত মনোরঞ্জন		হ্যা	
১৮	মোঃ আঃ রহিম	মোঃ এতিম আলী		হ্যা	
১৯	মোঃ মুশাহিদ আলী	মৃত তাহির আলী		হ্যা	
২০	লিটন চন্দ্র পাল	নরেশ চন্দ্র পাল		হ্যা	
২১	মোঃ এরশাদ আলী	মৃত আঃ গনি		হ্যা	
২২	মোঃ মোক্তার আলী	মৃত লেছু মিয়া		হ্যা	
২৩	মোঃ গুলেনূর			হ্যা	
২৪	যোগানন্দ গোস্বামী	যতিন্দ্র গোস্বামী		হ্যা	
২৫	মোঃ গো্লাম মোস্তফা			হ্যা	
২৬	মোছাঃ নাসিরা খাতুন	মোঃ মছদ্দর আলী		হ্যা	
২৭	প্রমিলা	নরেশ		হ্যা	
২৮	মোছাঃ নাসিমা	মোঃ মকবুল হোসেন		হ্যা	
২৯	বিজয়ভূষণ			হ্যা	
৩০	মোছাঃ শাহানারা	মোঃ আলফাজ		হ্যা	
৩১	মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত আঃ হাসিম		হ্যা	
৩২	দিবাকর রায়			হ্যা	
৩৩	মোঃ বাবুল মিয়া			হ্যা	০১৭২৬৬৭৫২৬৪
৩৪	মোঃ আঃ করিম			হ্যা	০১৭১৩৮১২৩৫০
৩৫	মোঃ রেনু মিয়া			হ্যা	০১৭২৮৫৭৩৮৭৬
৩৬	মোঃ ইসমাইল হোসেন			হ্যা	০১৭১২২৩১৭৯৯
৩৭	তাকলিমা খাতুন			হ্যা	০১৭৩৮৬০৯৮০৬
৩৮	মনরুপ খাতুন			হ্যা	০১৭৫৫৩৭৩৭৭৮
৩৯	শাহানারা বেগম			হ্যা	০১৭৬৪৯৪৯১৮৮

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লাঃ তাহিরপুর উপজেলায় কোন মাটির কেল্লা নেই।

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
তাহিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুল জলিল তালুকদার	০১৭১১০১৩৩৭৯	
তাহিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মোশারফ হোসেন	০১৭৫৩৩৫২৯৬৭	
সোলেমানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাবিবুর রহমান	০১৭৪৭৯১৬৯৪৭	
শাহজালাল রাঃ জামেয়া আলিয়া মাদ্রাসা	এডঃ নুরুজ্জামান শাহ	০১৭১২৭৫১৬২৩	
উজান তাহিরপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ হাফিজ উদ্দিন	০১৭১৬৩৯৪১২১	

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানঃ তাহিরপুর উপজেলার কোন সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
৩৯.০২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা	মোঃ মিজানুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭১১৫৭৭৮৯০	

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,	কামরুজ্জামান কামরুল, সভাপতি, উপজেলা চেয়ারম্যান, তাহিরপুর	০১৭৮৫৯২১২৯৯	
	ডাঃ আবুল হাসেম আনসারী, সদস্য সচিব,উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তাহিরপুর	০১৭১১৩৪১২৪৭	
	বাবুল চন্দ্র কর,উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০১৭১২৪৫৬২৭৩	
	বোরহান উদ্দিন,চেয়ারম্যান, তাহিরপুর সদর ইউপি	০১৭১১৪৭৭২৬৪	

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
তাহিরপুর উপজেলায় কোন ফায়ার স্টেশন নেই	কামরুজ্জামান কামরুল, সভাপতি, উপজেলা চেয়ারম্যান, তাহিরপুর	০১৭৮৫৯২১২৯৯	
	মোঃ আনিসুর রহমান, ভারঃপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তাহিরপুর থানা		
	শিউলী আক্তার, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	০১৭১০৪৯৩৪১৮	
	বোরহান উদ্দিন, চেয়ারম্যান, তাহিরপুর সদর ইউপি	০১৭১১৪৭৭২৬৪	
	উষা রানী পুরকায়স্থ, সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য, তাহিরপুর সদর।	০১৯৪২৯১৭৭৯৭	

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন	প্লাবন পাল প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১০৭১৭১৯৯	

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন	সুধাংশু গাঙ্গুলী রতন	০১৭১৮৫১৮৬৩৫	
বাদাঘাট বাজার	সেলিম হায়দার	০১৭১৫৬৮৮২৮৯	
সোলেমানপুর বাজার	শাহ আলী	০১৭১৪৫২৭৯৬২	
আনোয়ারপুর বাজার	আঃ রহমান	০১৯২০৫৩৪৪২৪	
লামাকান্দা বাজার	বজলু মিয়া	০১৭২৪৮২৭০৮৩	

সংযুক্তি ৫

এক নজরে তাহিরপুর উপজেলা

আয়তন	৩৩৬.৭০ বর্গ. কিমি		ঈদগাঁহ্	৪ টি
উপজেলা	১ টি		ব্যাংক	৫ টি
ইউনিয়ন	৭ টি		পোস্ট অফিস	৫ টি
মৌজা	১০৮ টি		ক্লাব	২১ টি
গ্রাম	২৪৭ টি		হাট বাজার	১৮ টি
পরিবার	৩৭,৯৩১ টি		কবরস্থান	১৯০ টি
মোট জনসংখ্যা	২,১৫,২০০		শ্মশান ঘাট	২১ টি
পুরুষ	১১০,৫৫৫		মুরগির খামার	১৪ টি
মহিলা	১০৪,৬৪৫		তাঁত শিল্প কারখানা	-
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৩০		গভীর নলকূপ	১ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭২		অগভীর নলকূপ	৫০৫ টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	-		হস্ত চালিত নলকূপ	-
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৫		নলকূপ	১০৮৫ টি
কলেজ	২		নদী	৫ টি
মাদ্রাসা (দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	৫		খাল	১৪ টি
ব্র্যাক স্কুল	৩১		বিল	৮১ টি
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	৫		হাওড়	২৩ টি
শিক্ষার হার	৩৪%		পুকুর	৩৭৮ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	১৫		জলাশয়	৭৫ টি
বাঁধ	১২৯ কি.মি (৭ টি)		কাঁচা রাস্তা	২৩২.০৪ কি.মি.
স্লুইচ গেট	৫ টি		পাকা রাস্তা	৬৮ কিমি
ব্রীজ	১৫ টি		এইচবিবি রাস্তা	-
কালভার্ট	১৫৭ টি		মোবাইল টাওয়ার	৮ টি
মসজিদ	১৮৭ টি		খেলার মাঠ	৪ টি
মন্দির	৪৫ টি		কৃষিজীবী	২৯.৬১২
গীর্জা	১টি		মৎসজীবী	৭,৫০০

উৎসঃ উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর ও জনসংখ্যা জরীপ, ২০১১

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার

তাহিরপুর উপজেলায় কোন কমিউনিটি রেডিও'র সম্প্রচার নেই।

সামাজিক মানচিত্র

SOCIAL MAP
Thirpur Upzila
District: Sunamganj
Indicator
District Boundary
Upazila Boundary
Union Boundary
Union Office
Masque
Bazar
Bill
Primary School
Temple
High School
Community Clinic
Upazila Office
Post Office
Police Station
College
Kacha Road
Pucca Road
Meghalaya (INDIA)
DHARAMPASHA
Uttar Sreepur
Uttar Badal
Dakshin Badal
Uttar Badaghat
Balijuri
BISHWAMBARPUR
Patnal Gang
TAHIRPUR
Dakshin Sreepur
DHARAMPASHA
JAMALGANJ

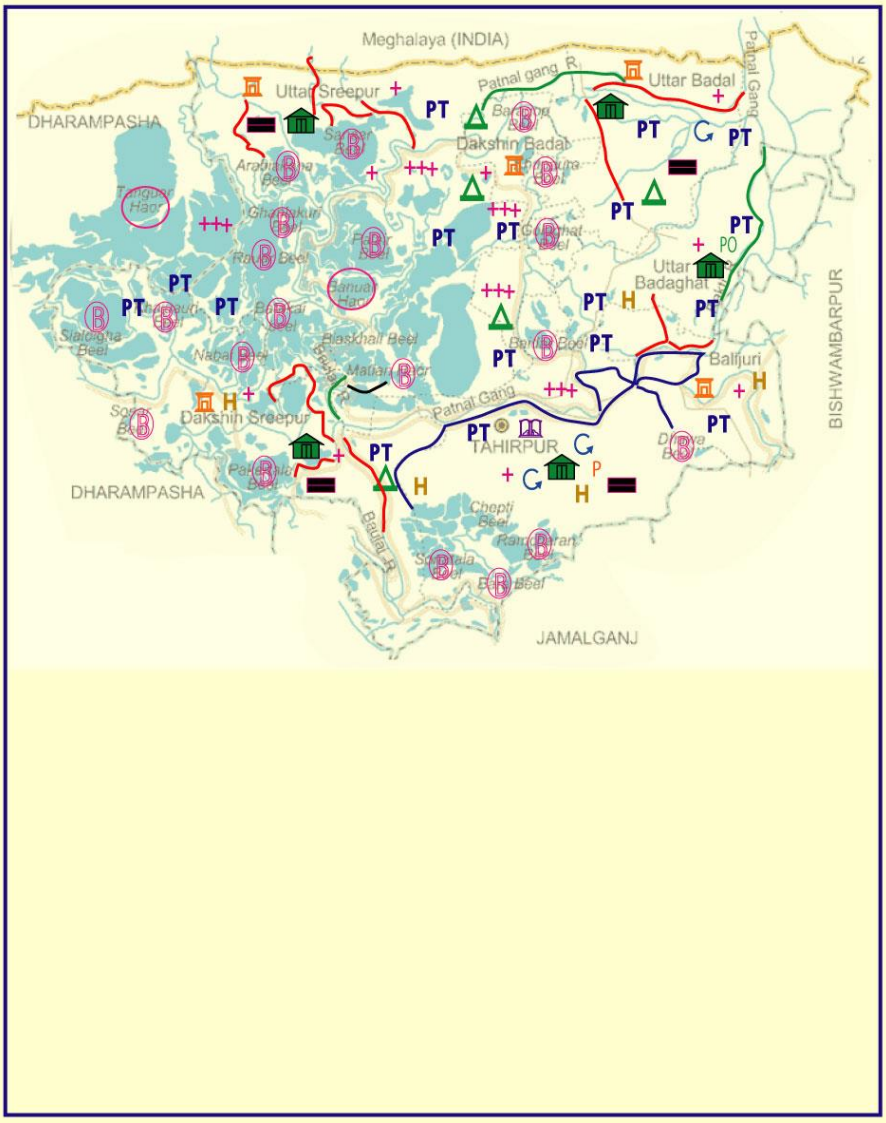

আপদের মানচিত্র

HAZARD MAP

Thirpur Upzila
District: Sunamganj

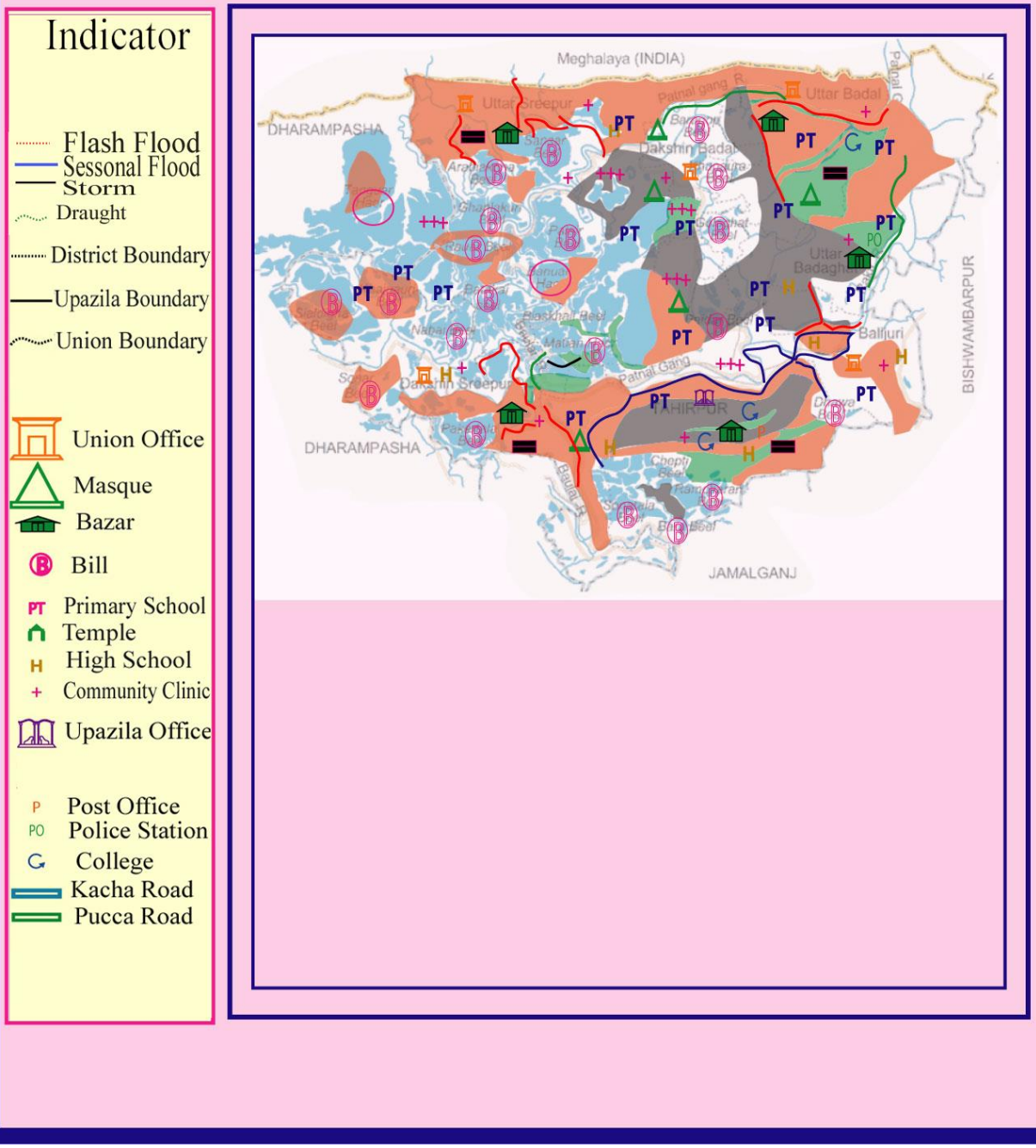

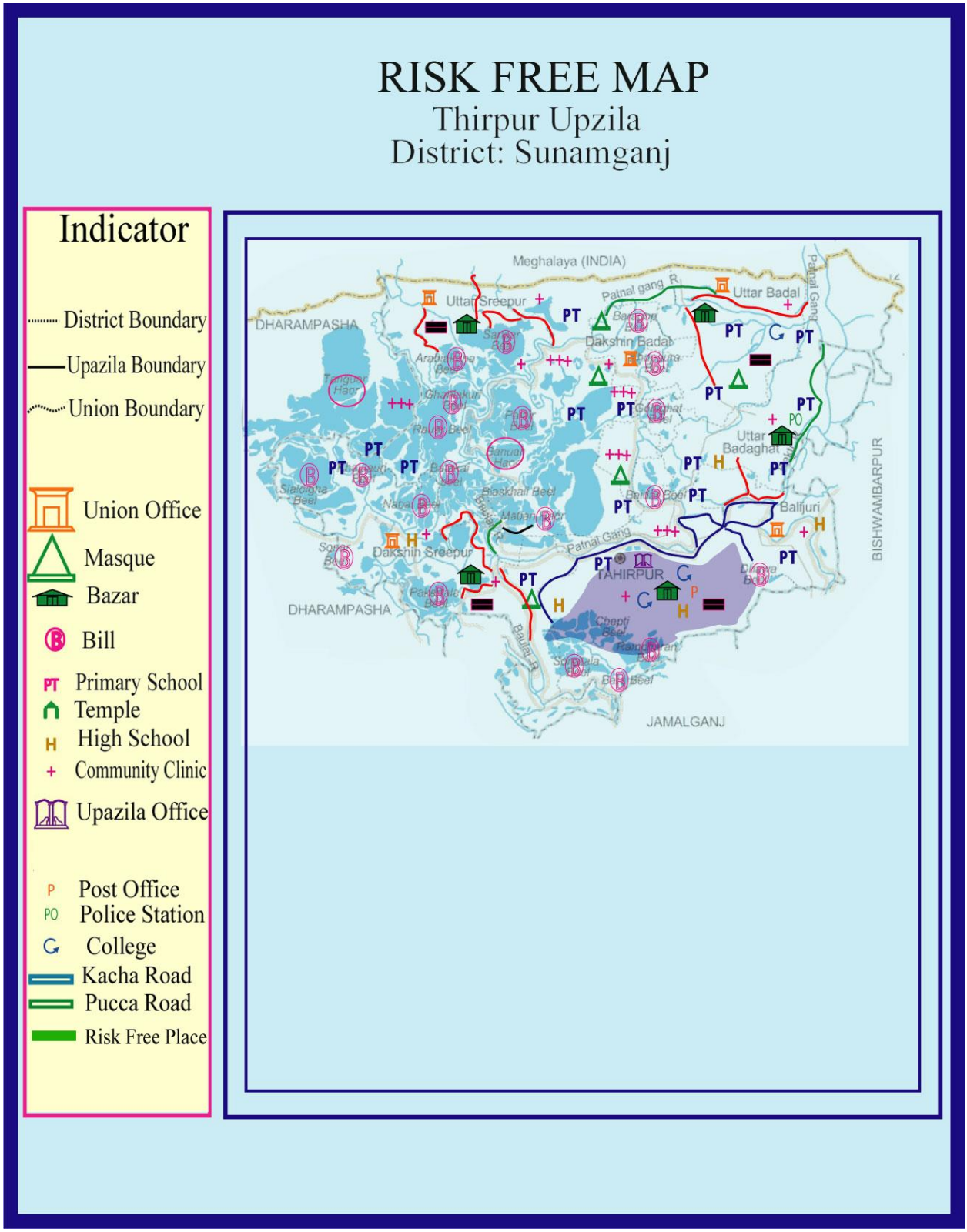

সংযুক্তি ৯

নিরাপদ মানচিত্র

সংযুক্তি ১০

হাট বাজারের তালিকা

ক্রমিক নং	হাট বাজারের নাম ও স্থান	সংখ্যা	কবে হাট বসে	দোকানের সংখ্যা	সমিতি ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	তাহিরপুর বাজার, তাহিরপুর	১টি	বুধবার	৫৪৭	১ টি
২	সোলেমানপুর বাজার, সোলেমানপুর	১টি	প্রতিদিন	৬৩	১ টি
৩	লামাকান্দা বাজার, লামাকান্দা	১টি	প্রতিদিন	৪১	১ টি
৪	আনোয়ারপুর বাজার, আনোয়ারপুর	১টি	মঙ্গলবার ও শনিবার	৭২	১ টি
৫	বাদাঘাট বাজার, বাদাঘাট	১টি	বরিবার ও বৃহস্পতিবার	৪১৯	১ টি
৬	ইসলামপুর চকবাজার, ইসলামপুর	১টি	প্রতিদিন	২৭	-
৭	কাউকান্দি বাজার	১টি	শনিবার	৯২	১ টি
৮	শ্রীপুর বাজার	১টি	সোমবার	১০৩	১ টি
৯	ডাম্পের বাজার	১টি	প্রতিদিন	২৫৭	১ টি
১০	কলাগাওঁ বাজার	১টি	প্রতিদিন	২০০	১ টি
১১	বীরেন্দ্রনগর বাজার (বাগসী বাজার)	১টি	প্রতিদিন	১১৮	১ টি
১২	বালিজুরি বাজার	১টি	প্রতিদিন	৮১	১ টি
১৩	চানপুর বাজার	১টি	প্রতিদিন	১৯২	১ টি
১৪	জয়শ্রী বাজার	১টি	প্রতিদিন	৮৮	১ টি
১৫	দুমাল বাজার	১টি	প্রতিদিন	১১২	১ টি
১৬	লাউয়েরগড় বাজার	১টি	প্রতিদিন	১০৭	১ টি
১৭	বিন্নাকুলি বাজার	১টি	প্রতিদিন	২০৮	১ টি
১৮	পন্ডব বাজার	১টি	প্রতিদিন	৬৩	১ টি
	মোট	**১৮ টি**		**২৮০০**	**১৭**

সংযুক্তি ১১

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের তালিকা, তাহিরপুর

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩২	৬	চানপুর	
২		মোদাইরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩০	৫	মোদাইরগাঁও	
৩		মাহরাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৪	৬	মাহরাম	
৪		গোটিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৮	৫	গোটিলা	
৫		মহজনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২০	৮	মহজনপুর	
৬		পন্ডুব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৯২	৫	পন্ডুব	
৭		শুকদেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৮	৬	শুকদেবপুর	
৮		মৌজারগাও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮২	৮	মৌজারগাও	
৯		রাচি নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৪	৬	রাচি নগর	
১০		জামালগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৮	৬	জামালগর	
১১		ইউনুছপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৪	৫	ইউনুছপুর	
১২		ভোলাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭২	৫	ভোলাখালী	
১৩		কামারকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪০	৬	কামারকান্দি	
১৪		লোহাজুরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২২	৮	লোহাজুরি	
১৫		রসুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৪	৫	রসুলপুর	
১৬		নালেরবন্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬২	৫	নালেরবন্দ	
১৭		দুধের আলতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪২	৫	দুধের আলতা	
১৮		বড়দল নতুন হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮০	৫	বড়দল নতুন হাট	
১৯		বাশঁতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭২	৫	বাশঁতলা	
২০		গাজীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৬	গাজীপুর	
২১		উমেদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২০	৮	উমেদপুর	
২২		আলীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৮	৫	আলীপুর	
২৩		মাটিকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৬	মাটিকাটা	

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
২৪		আনন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৮	৫	আনন্দপুর	
২৫		সূযেরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮২	৬	সূযেরগাঁও	
২৬		মানিগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৩	৭	মানিগাঁও	
২৭		শান্তিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৪	৫	শান্তিপুর	
২৮		হলহলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৩	৬	হলহলিয়া	
২৯		বনিগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৩	৮	বনিগর	
৩০		হেবনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২২	৮	হেবনগর	
৩১		তাহিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৭	৭	তাহিরপুর	
৩২		মধ্যতাহিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৮	৬	মধ্যতাহিরপুর	
৩৩		উজান তাহিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩২	৫	উজান তাহিরপুর	হাঁ
৩৪		বীরজয় লক্ষণশ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৮	৫	বীরজয় লক্ষণশ্রী	
৩৫		চিকমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩৮	৬	চিকমা সরকারী	
৩৬		বালিজুরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৯	৬	বালিজুরি	
৩৭		পুরানবারুঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৯	৭	পুরানবারুঙ্গা	
৩৮		দক্ষিণকূন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩০	৬	দক্ষিণকূন	
৩৯		বড়খলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৯	৫	বড়খলা	
৪০		পাতাবিতিওর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮২	৮	পাতাবিতিওর	
৪১		আনোয়ারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৮	৫	আনোয়ারপুর	
৪২		মাহতাবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	৬	মাহতাবপুর	
৪৩		তেলিগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৯	৯	তেলিগাঁও	
৪৪		তরঙ্গ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৮	৬	তরঙ্গ	
৪৫		নয়াবন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৮	৮	নয়াবন	
৪৬		বীরেন্দ্রনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬২	৭	বীরেন্দ্রনগর	
৪৭		জয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৪	৬	জয়পুর	
৪৮		গোলকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৪	৫	গোলকপুর	
৪৯		মন্দিয়াতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৪	৬	মন্দিয়াতা	

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
৫০		মাটিয়াইন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬২	৫	মাটিয়াইন	
৫১		খলাগাওঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৯	৬	খলাগাওঁ	
৫২		লাকমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৪	৫	লাকমা	
৫৩		রামসিংহপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮২	৭	রামসিংহপুর	
৫৪		ভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৫	৫	ভবানীপুর	
৫৫		রামজীবনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৫	৬	রামজীবনপুর	
৫৬		লামাগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭২	৫	লামাগাঁও	
৫৭		দূর্লপুর রকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৮	দূর্লপুর	
৫৮		শাহাগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৪	৬	শাহাগঞ্জ	
৫৯		শ্রীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১০	৮	শ্রীপুর	
৬০		নিরালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৮	৬	নিরালা	
৬১		লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৫	লক্ষীপুর	
৬২		ইন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৯	৭	ইন্দ্রপুর	
৬৩		রঙ্গাচরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৪	৪	রঙ্গাচরা	
৬৪		রতনশ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৫	৪	রতনশ্রী	
৬৫		সোলেমানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৩	৫	সোলেমানপুর	হ্যাঁ
৬৬		গড়কাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৮	৬	গড়কাটি	
৬৭		বড়ছড়াবুরুঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪২	৫	বড়ছড়াবুরুঙ্গা	
৬৮		হলহলিয়ারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪১	৮	হলহলিয়ারচর	
৬৯		উক্তিয়ারগাওঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭২	৭	উক্তিয়ারগাওঁ	
৭০		আফানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯২	৬	আফানিয়া	
৭১		টেকেরঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৮	৮	টেকেরঘাট	
৭২		শাহিদাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২০	৮	শাহিদাবাদ	
	মোট	**৭২**	**২২৬৪০**	**৪৩৯**		

সরকারী/বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের তালিকা, তাহিরপুর

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	তাহিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮২	৬	তাহিরপুর	হ্যাঁ
২	বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	তাহিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৩১৪	৭	তাহিরপুর	হ্যাঁ
৩		বাদাঘাট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৮	৮	বাদাঘাট	
৪		বালিজুরি হাজী এলাহী বক্স উচ্চ বিদ্যালয়	২১৬	৭	বালিজুরি	
৫		টেকরেঘাট চুনাপাথর খনিপ্রকল্প উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮২	৭	টেকরেঘাট	
৬		আনোয়ারপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৩১৪	৮	আনোয়ারপুর	
৭		আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	২৮২	৬	বাদাঘাট	
৮		মোয়জ্জেমপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২১৮	৮	শ্রীপুর	
৯		জনতা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩২২	৬	শ্রীপুর উত্তর	
১০		কাউকান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৪২	৭	কাউকান্দি	
১১		বড়দল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৮২	৬	বড়দল	
১২		চানপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪১০	৬	চানপুর	
১৩		বাগলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮৪	৭	বাগলী	
১৪		আল-হাজ্ব জয়নাল আবেদীন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৮৬	৮	বাদাঘাট	
১৫		হাজি এম এ জাহের নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৮৪	৬	বড়দল	
	মোট	**১৫**	**৪৬৫৬**	**১০৩**		

বেসরকারী দাখিল মাদ্রাসাসমূহের তালিকা, তাহিরপুর

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	বেসরকারি দাখিল মাদ্রাসা	তাহিরপুর হিফজুল উলুম মাদ্রাসা	২১০	৭	তাহিরপুর	
২		বালিজুরি এইচ এ উলুম মাদ্রাসা	২২৫	৬	বালিজুরি	
৩		বাদাঘাঠ রহমানিয়া আওয়ামী দাখিল মাদ্রাসা	২৬৪	৭	বাদাঘাঠ	
৪		খলাগাঁও জামেয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা	৩১০	৬	খলাগাঁও	
৫		শাহজালাল (রঃ) আরবিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২২৮	৬	সোলেমানপুর	হ্যাঁ
	মোট	**৫**	**১২৩৭**	**৩২**		

বেসরকারী কলেজসমূহের তালিকা, তাহিরপুর

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	বেসরকারি কলেজ	জয়নাল আবেদীন ডিগ্রী কলেজ	৪৭৭	১৩	টেকাটুকিয়া	
২		বাদাঘাট ডিগ্রী কলেজ	৫৮০	১৪	বাদাঘাট	
	মোট	**২**	**১০৫৭**	**২৭**		

সংযুক্তি ১২

স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের তালিকা

ক্রমিক নং	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	অবস্থান	সংখ্যা	কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা		
				চিকিৎসক	নার্স	সার্ভিস স্টাফ
১	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	তাহিরপুর সদর	১ টি	০৩ জন	৫ জন	৭জন
২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	বালিজুরি ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	১ জন
৩	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	বাদাঘাট ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	১ জন
৪	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	কাউকান্দি,বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	১ জন
৫	কমিউনিটি ক্লিনিক	বিন্নাকুলি বাজার ,বাদাঘাট ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৬	কমিউনিটি ক্লিনিক	জহিতাপুর , বাদাঘাট ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৭	কমিউনিটি ক্লিনিক	লাউড়েরগড় , বাদাঘাট ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৮	কমিউনিটি ক্লিনিক	সোহালা, বাদাঘাট ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৯	কমিউনিটি ক্লিনিক	দক্ষিণকূল , বালিজুরি ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১০	কমিউনিটি ক্লিনিক	পুরানবাড়ংকা, বালিজুরি ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১১	কমিউনিটি ক্লিনিক	মোয়োজ্জেমপুর, শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১২	কমিউনিটি ক্লিনিক	পন্ডুব , শ্রীপুর দাক্ষণ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৩	কমিউনিটি ক্লিনিক	ব্রাক্ষণগাঁও ,বড়দল উত্তর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৪	কমিউনিটি ক্লিনিক	কড়ইগড়া, বড়দল উত্তর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৫	কমিউনিটি ক্লিনিক	কাশতাল চরগাঁও,বড়দল উত্তর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৬	কমিউনিটি ক্লিনিক	বালিয়াঘাটা , বড়দল উত্তর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৭	কমিউনিটি ক্লিনিক	বীরেন্দ্রনগর, শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৮	কমিউনিটি ক্লিনিক	খলাগাঁও, শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৯	কমিউনিটি ক্লিনিক	লাকমা, শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
	মোট	**১৯ টি**	**১৯টি**	**২১ টি**	**৫ জন**	**১০ জন**

সংযুক্তি ১৩

বিলের তালিকা

তাহিরপুর মোট ৮১ টি বিল রয়েছে। এর মধ্যে ২০ একরের উর্ধ্বে ৩৬ টি বিল, ২০ একরের নীচে ৩৪ টি বিল এবং উন্মুক্ত ১১ টি বিল রয়েছে।

ক্র/নং	বিলের নাম	ব্যবহার	উপকারিতা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	কাটাউরা বিল	ব্যবহৃত হচ্ছে	সবগুলো বিলে পর্যাপ্ত পানি থাকায় অধিক মাছ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। মৎস্য আহরণ করে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পানি দিয়ে হাওরের ধানক্ষেতে সেচ দেয়া হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পুষ্টির চাহিদা পুরণ হচ্ছে। এছাড়া বিলগুলো বিভিন্ন প্রকার পাখির বিচরণক্ষেত্র।	২০ একরের উর্ধ্বে
২.	কাজির ডোবা			ঐ
৩.	বনুয়াগুপ			ঐ
৪.	পাটাবুকা দিঘর			ঐ
৫.	শিংরার দাইড়			ঐ
৬.	ছনার বিল			ঐ
৭.	কোপাউরা মহিষমারা			ঐ
৮.	মরা নদী			ঐ
৯.	হরুয়া বিল ও লম্বা বিল			ঐ
১০.	তেরাজান বিল			ঐ
১১.	ধাওয়া বিল			ঐ
১২.	হানিয়া কলমা			ঐ
১৩.	ছোটকানা মইয়া			ঐ
১৪.	হামহামিয়ার বিল			ঐ
১৫.	গোলঘাট			ঐ
১৬.	বাগিয়ানি গুপ			ঐ

ক্র/নং	বিলের নাম	ব্যবহার	উপকারিতা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৭.	কৈয়ারডোবা ও দাইড়			২০ একরের উর্ধ্বে
১৮.	পানাইখাঁর দাইড়			ঐ
১৯.	ছাতার ডোবা ও সুন্দরবনের ডোবা			ঐ
২০.	ঘনিয়ারকুড়ি বিল			ঐ
২১.	কাফনার বিল			ঐ
২২.	শিববাড়ি গুপ			ঐ
২৩.	পালইর হাওর			ঐ
২৪.	কচমা বিল			ঐ
২৫.	সোনতলা			ঐ
২৬.	বড়দপ			ঐ
২৭.	মাটিয়ান হাওর			ঐ
২৮.	বাধেখানা মুইয়া			ঐ
২৯.	বাধেটান শালদিঘা			ঐ
৩০.	বড়ভূই বিল			ঐ
৩১.	বলদা গুপ			ঐ
৩২.	মহালিয়া বিল			ঐ
৩৩.	এরালিকোনা			ঐ
৩৪.	সমচা চুনখলা			ঐ
৩৫.	পাটলাই নদীগুপ			ঐ
৩৬.	পঁচাশূল বিল			ঐ
৩৭.	রঙ্গায় নদী			২০ একরের নীচে
৩৮.	ভাইমারা বিল (কাইজার বিল)			ঐ
৩৯.	ভাড়ারখাড়া ও উলানের বিল			ঐ
৪০.	কালির ধেপ জলমহাল			ঐ

ক্র/নং	বিলের নাম	ব্যবহার	উপকারিতা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৪১.	বানিয়ার দাইড়			ঐ
৪২.	সোনাডুবি			ঐ
৪৩.	দিঘা কছমা বিল			ঐ
৪৪.	ছোটখাল বড়খাল			ঐ
৪৫.	ঘুঘুরজান বিল			ঐ
৪৬.	গঙ্গারনিয়া বিল			ঐ
৪৭.	উপধলা বিল			ঐ
৪৮.	দিঘাকুরচি বিল			ঐ
৪৯.	সন্নাসী ও মিটুয়ার ডোবা			ঐ
৫০.	ভিতরবন্দের ডোবা			ঐ
৫১.	গঙ্গাজুরি (প্রকাশ রহমানের ডোবা)			ঐ
৫২.	কুড়িয়া চাতল বিল			ঐ
৫৩.	আহম্মকখালিকুর			ঐ
৫৪.	কইয়ারপথ বিল			ঐ
৫৫.	বাগলিচরা			ঐ
৫৬.	ভিন্নারবন্দ খাল			ঐ
৫৭.	কছমা বিল			ঐ
৫৮.	দিঘাবিল গুপ			ঐ
৫৯.	কুকুরকান্দি বিল			ঐ
৬০.	বেকী বিল			ঐ
৬১.	লেত্রাজুরি ও বাবনার ডোবী			ঐ
৬২.	করকটিয়া বিল			ঐ
৬৩.	উপদ্যাল বিল			ঐ
৬৪.	ঢাকির খাল			ঐ

ক্র/নং	বিলের নাম	ব্যবহার	উপকারিতা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৬৫.	ইছবপুরের খাল			ঐ
৬৬.	দামালিয়ার বিল			ঐ
৬৭.	পিয়ারী কোনার ডোবা			ঐ
৬৮.	লংকাপরি বিল			ঐ
৬৯.	টাকাটুকিয়ার বিল			ঐ
৭০.	সারমারা			ঐ
৭১.	নতুন যাদুকাটা নদী ১ম ও ২য় খন্ড			উন্মুক্ত বিল
৭২.	কেন্দুয়া নদী			ঐ
৭৩.	পাটরাই নদী ১ম খন্ড			ঐ
৭৪.	উজান পাটলাই নদী			ঐ
৭৫.	বুলাই নদী			ঐ
৭৬.	রক্তি নদী ৩য় খন্ড			ঐ
৭৭.	রক্তি নদী ১ম ও ৩য় খন্ড			ঐ
৭৮.	মাহারাম নদী			ঐ
৭৯.	ঘাসি গাং			ঐ
৮০.	কচুয়া নালা নদী			ঐ
৮১.	মাটিয়ান নদী			ঐ
মোট	**৮১ টি**			

সংযুক্তি ১৪

মৎস্যজীবী সমিতির তালিকা, তাহিরপুর

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	পদবী	মোবাইল
১	পাতীয়গাঁও মৎস্যজীবি সমিতি লিঃ	১৩৫০ ০৯-০৯-২০০৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
২	অমৃতপুর মৎস্যজীবি সমিতি লিঃ	১৬৪০ ১৯-০১-২০১১		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৩	নোয়াগাঁও মোয়াজ্জেমপুর মৎস্যজীবি সমিতি লিঃ	১৪৯৩ ০৮-০৩-২০১০		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৪	ভবানীপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৫১৯ ২১-০৩-২০১০		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৫	শিবরামপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৫৩১ ০৭-০৪-২০১০		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৬	মানিক ঘিলা মৎস্যজীবি সমিতি লিঃ	১৩০১ ১৮-০৮-২০০৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৭	মোহাম্মদপুর মৎস্যজীবি সমিতি লিঃ	৭০৭/১(১) ০৬-০৪-১৯৭২		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৮	জয়শ্রী টাংগুয়ার হাওর মৎস্যজীবি সমিতি লিঃ	১২/১৩ সুনাম ৩০-০১-২০১৩		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৯	কামারকান্দি রামেশ্বরপুর পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৬৩/১২ ১৪-০১-২০১২		সভাপতি	
				সম্পাদক	
১০	মধ্যতাহিরপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২২৪ ০১-০৭-২০০৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
১১	কুনাহাট দীঘিরপাড় মৎস্যজীবি সমিতি লিঃ	১৪৩৫ ২৮-০১-২০১০		সভাপতি	
				সম্পাদক	
১২	ভোরারঘাট মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৬৪ ১৪-০৩-২০১২		সভাপতি	
				সম্পাদক	
১৩	মুজরাই মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৮০ ১০-০৭-১৯৯০		সভাপতি	
				সম্পাদক	
১৪	হুকুমপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৬৪২ ১৯-০১-২০১১		সভাপতি	
				সম্পাদক	

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	পদবী	মোবাইল
১৫	ভাটি জামালঘর মধ্য ও দক্ষিণ মৎস্যজীবি সমিতি লিঃ	১৩৫২ ০৯-০৯-২০০৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
১৬	রামজীবনপুর উত্তর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩৫১ ০৯-০৯-২০০৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
১৭	লামাপাড়া ইছবপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৩৩ ২০-০১-২০১০		সভাপতি	
				সম্পাদক	
১৮	ভাটিজামালঘর উজানপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৪৩ ২০-০৭-২০০৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
১৯	আমবাড়ী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৬৮৯ ০৭-০৩-২০১১		সভাপতি	
				সম্পাদক	
২০	কাউকালী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৫৭৬ ২৬-০৭-২০১০		সভাপতি	
				সম্পাদক	
২১	টাকাটুকিয়া দক্ষিণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩২৪ ২৬-০৮-২০০৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
২২	মধ্যতাহিরপুর পূর্ব মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৯৮ ১৮-০৮-২০০৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
২৩	সাহেবনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১০০৮/১(১)সংশোধিত ১০-১০-৭২ ১৮-০১-২০১০		সভাপতি	
				সম্পাদক	
২৪	রাজধরপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪১৪ ৩০-১২-২০০৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
				সম্পাদক	

নৌকা মালিক সমিতির তালিকা, তাহিরপুর

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	পদবী	মোবাইল
১	কামালপাড়া নৌকা শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ	৫৫ ২৫-০৪-২০১৩		সভাপতি	
				সম্পাদক	

কৃষিজীবী সমিতির তালিকা, তাহিরপুর

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	পদবী	মোবাইল
১	গোলডোব রায়পুর কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ	৭৫৪ ১০-১২-১৯৭০		সভাপতি	
				সম্পাদক	
২	চাপাইতি কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ	৪৩৩ ০১-০১০১৯৭০		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৩	আনোয়ারপুর (১) কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৫১ ১০-১০-১৯৬৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৪	রামসিংহপুর(২) কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ	১০৪১ ০৬-০১-১৯৭৩		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৫	রামজীবনপুর কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ	২৩১ ২৬-১১-১৯৮০		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৬	টাকাটুকিয়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ	১৭৭২ ১৮-১০-১৯৬৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৭	জামলাবাজ(২) কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩৫ ২৮-১১-১৯৬৯		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৮	পুরাবারুংকা কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ	৮২৩ ০৭-১২-১৯৫৮		সভাপতি	
				সম্পাদক	
৯	কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ			সভাপতি	
				সম্পাদক	
১০	কড়ইগড়া সমন্তীত ফসল ব্যবস্থাপনা কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ	৫৪/১৩সুনাম ২৫-০৪-২০১৩		সভাপতি	
				সম্পাদক	

সংযুক্তি ১৫

তাহিরপুর উপজেলার জনপ্রতিনিধিদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	কামরুজ্জামান কামরুল	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর	সভাপতি	০১৭১২১২৯৪১৮
২	ফেরদৌস আহম্মদ আখনজি	ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর	সদস্য	০১৭১৮২৬৪৮২৯
৩	শাহেদা আক্তার	মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর	সদস্য	০১৭৩৯৮৪২৬৮৪
৪	আবুল হোসেন খাঁন	চেয়ারম্যান, শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭৪৩৯০০৭৫৮
৫	বিশ্বজিৎ সরকার	চেয়ারম্যান, শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৬৩২৭০২২
৬	সবুজ আলম	চেয়ারম্যান, বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১২০৫১৭৪০
৭	জামাল উদ্দিন	চেয়ারম্যান, বড়দল উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১০৩৫৩৮৫
৮	নিজাম উদ্দিন	চেয়ারম্যান, বাদাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৪৭৮৩০১
৯	বোরহান উদ্দিন	চেয়ারম্যান, তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৪৭৭২৬৮
১০	আতাউর রহমান	চেয়ারম্যান, বালিজুরি ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৩৬৮৪৯৩

সংযুক্তি ১৬

তাহিরপুর উপজেলার ওয়ার্ডভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা

ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নম্বর	শ্রীপুর উত্তর ইউনিয়ন		শ্রীপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন		তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন		বড়দল দক্ষিণ ইউনিয়ন		বড়দল উত্তর ইউনিয়ন		বালিজুড়ি ইউনিয়ন		বাদাঘাট ইউনিয়ন		মন্তব্য
		মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	
১.	১ নং ওয়ার্ড	৪৪৭	১৮২	৬১৩	২০৮	৪৮৭	২১২	২৮৮	১১৭	৫৪৩	১৮৯	৩৮৮	১২৩	২৯৭	১৮২	
২.	২ নং ওয়ার্ড	৫১৩	২১০	৪৮৮	১৮৭	৫০২	২২৮	৩৭৮	১৮২	৬৯৯	২১৭	৪৮২	১৭৮	৪৪৮	২০৮	
৩.	৩ নং ওয়ার্ড	৩৩২	১৭৫	৪২৩	২১৩	৫৯৮	৩০১	৩৯২	১২৮	৭১২	২২৬	৫০২	২১৩	৪০২	১৯৭	
৪.	৪ নং ওয়ার্ড	৪৬২	২৭৪	৭২৩	৩২৮	৬০৪	২৯৭	৪০২	১৯৮	৫৮৮	১৮৮	৩৮৯	১২৭	৪১৩	২০৩	
৫.	৫ নং ওয়ার্ড	৩৪৭	১১৫	৫৮২	১৯৭	৫৮২	১৮৮	৪০৫	১৭৮	৫৯২	২০১	৪৪৩	১৯৮	২৮৮	১৭২	
৬.	৬ নং ওয়ার্ড	৪৬১	১৯৮	৬০৭	১৯৮	৬০১	২০১	৪৭৩	১৮৯	৬০২	২১১	৪৫১	১৮৮	২৯৮	১৬২	
৭.	৭ নং ওয়ার্ড	৪৭৬	২০৭	৪৯৮	১৫৫	৪২৮	১৮৭	৪০৮	২০০	৬৯৭	১৭২	৪৯৮	২০২	৩৫৮	১৫৭	
৮.	৮ নং ওয়ার্ড	৪৫০	১৮৭	১২৮	৭৫	৭২৮	২২৫	৪০১	১৪২	৫৮৮	১৪৮	৫৭৭	২০৮	৪১৩	১৮২	
৯.	৯ নং ওয়ার্ড	৫০২	২১৪	১৮৮	৬২	৭৫৮	২৪৭	১৯৩	৮২	৪৬৯	১১৩	৫৫৪	১৯৭	৬১৩	১৯৮	
	মোট	**৪০৩০**	**১৭৬১**	**৪২৫০**	**১৬২৩**	**৫২৮৮**	**২০৮৬**	**৩৩৪০**	**১৪১৬**	**৪৮৯০**	**১৬৬৫**	**৪২৮৪**	**১৬৩৪**	**৩৫৩০**	**১৬৬১**	

তথ্যের উৎসঃ উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ (ইউনিয়নভিত্তিক), তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

সংযুক্তি ১৭

তাহিরপুরে ভার্ড-এর উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ভার্ড-এর উদ্যোগে কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের হলরুমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আনিসুল হক, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ সুলায়মান মিয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর। কর্মশালায় মূখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। কর্মশালায় তাহিরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন মিয়া, উপ-পরিচালক (মনিটরিং), ভার্ড, তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের কার্যকরী অংশগ্রহণের ফলে কর্মশালা প্রাঞ্জল ও প্রণবন্ত হয়ে ওঠে। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তারা তাদের মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যা সুনামগঞ্জের প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। কর্মশালায় তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান মতামত পাওয়া যায় যা নিম্নরূপঃ

- লাউড়ের গড়ের যাদুকাটা নদী এবং মহারাম নদী দিয়ে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মূলতঃ তাহিরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। এতে ঐ এলাকার শনির হাওরসহ অন্যান্য হাওরসহ অন্যান্য হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, বালি ও পলি পড়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে হিয়েছে। এজন্য নদীগুলো ড্রেজিং ও ফসল রক্ষা বাঁধ সংস্কার করা প্রয়োজন।
- তাহিরপুর উপজেলা হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় বজ্রপাতে এখানে প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যায়। এজন্য এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করা প্রয়োজন।
- এছাড়া, উল্টো দিক থেকে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী দিয়ে পানি এসেও তাহিরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার শনির হাওরসহ অন্যান্য হাওরসহ অন্যান্য হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, বালি ও পলি পড়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে হিয়েছে। তাই ফসল রক্ষা বাঁধ সংস্কার করা প্রয়োজন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি জনাব আনিসুল হক, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর তার বক্তব্যে বলেন যে, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা ও বজ্রপাত এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। যেহেতু সরকার দুর্যোগকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন তাই এই পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল দফতরের সহায়তা প্রয়োজন। দুর্যোগ মোকাবেলায় তাহিরপুর উপজেলা একটি মডেল হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন

কর্মশালার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ সুলায়মান মিয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর, তার সমাপনী বক্তব্যে তাহিরপুর উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় তাহিরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, ভার্ড ও সিডিএমপি'কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দুর্যোগ আমাদের নিত্যসঙ্গী তাই ইউনিয়ন পর্যায়ে তিনি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এই পরিকল্পনা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীঃ

মোঃ ফজলুল হক
মাস্টার ট্রেইনার
ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড
তারিখঃ ১৮/০২/২০১৪

THE BANGLADESH TODAY 5
WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014

Disaster management planning workshop held

VARD organized a workshop on Disaster Management Planning at under Disaster Management (DM) Plan Project funded by Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP II) at the Hall Room of Tahirpur Upazila Parishad, Sunamganj recently. Anisul Hoque, the Upazila Chairman, Tahirpur was present as the Chief Guest on the occasion and Md. Sulayman, Upazila Nirbahi Officer (UNO), Tahirpur, presided over the workshop. Md. Fazlul Hoque, Master Facilitator of VARD-DM Plan Project moderated the workshop. A total of 35 participants of Tahirpur UpDMC were present on the occasion. In his greeting speech, Md. Belayet Hossain Meah, Deputy Director (Monitoring), VARD, explained goal and objectives of DM Plan Project and of the workshop as well. The disaster management

planning session is conducted by Md. Fazlul Hoque, Master Facilitator of VARD-DM Plan Project. The session becomes lively as well as exuberant resulting in active participation of UpDMC members. Disaster management plan format is filled up based on the opinion of the participants.

In the open discussion part of the workshop, participants from different institutions of GO and NGO shared their experience and expressed their opinion to prepare disaster management plan which will be helpful to mitigate the risk of disaster.

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB
ঢাকা : বুধবার, ১৪ ফাল্গুন ১৪২০, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

তাহিরপুরে ভার্ডের উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ভার্ড-এর উদ্যোগে কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের হলরুমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনিসুল হক, উপজেলা চেয়ারম্যান, তাহিরপুর এবং সভাপতিত্ব করেন মো. সুলায়মান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর। কর্মশালায় মুখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন মো. ফজলুল হক, মাস্টার ফ্যাসিলিটেটর, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। কর্মশালায় তাহিরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মো. বেলায়েত হোসেন মিয়া, উপ-পরিচালক (মনিটরিং), ভার্ড তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া, তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মো. ফজলুল হক, মাস্টার ফ্যাসিলিটেটর, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। করণীয় বিষয়ে এবং সিএমডিআরআর প্রকল্প চলমান রাখার ব্যাপারে তাদের মতামত প্রকাশ করেন।

সর্বাধিক প্রচারিত সুনামগঞ্জ জেলার একমাত্র নিয়মিত সাপ্তাহিক
সুনামকণ্ঠ
মঙ্গলবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ১৩ ফাল্গুন ১৪২০, ২৪ রবিউস সানি ১৪৩৫

তাহিরপুরে ভার্ডের উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ভার্ড-এর উদ্যোগে কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের হল রুমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনিসুল হক, উপজেলা চেয়ারম্যান, তাহিরপুর এবং সভাপতিত্ব করেন মো. সুলায়মান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর। কর্মশালায় মুখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন মো. ফজলুল হক, মাস্টার ফ্যাসিলিটেটর, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। কর্মশালায় তাহিরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট পৃ. ২ কলাম ৩

তাহিরপুরে ভার্ডের

৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মো. বেলায়েত হোসেন মিয়া, উপ-পরিচালক (মনিটরিং), ভার্ড তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া, তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মো. ফজলুল হক, মাস্টার ফ্যাসিলিটেটর, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের কার্যকরী অংশগ্রহণের ফলে কর্মশালা প্রাঞ্জল ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তারা তাদের মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যা সুনামগঞ্জের প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। করণীয় বিষয়ে এবং চলমান এমডিআরআর প্রকল্প চলমান রাখার ব্যাপারে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। কর্মশালায় তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সুপারিশ পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ :

-লাউড়ের গড়ের যাদুকাটা নদী এবং মহারাম নদী দিয়ে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মূলতঃ তাহিরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। এতে ঐ এলাকার শনির হাওরসহ অন্যান্য হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। বালি ও পলি পড়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে গিয়েছে। এজন্য নদীগুলো ড্রেজিং ও ফসল রক্ষা বাঁধ সংস্কার করা প্রয়োজন।

-তাহিরপুর উপজেলা হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে প্রতি বছর বজ্রপাতে অনেক মানুষ মারা যায়। এজন্য এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করা প্রয়োজন।

- এছাড়া উল্টো দিক থেকে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী দিয়ে পানি এসেও তাহিরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার শনির হাওরসহ অন্যান্য হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। তাই ফসল রক্ষা বাঁধ সংস্কার করা প্রয়োজন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি আনিসুল হক, উপজেলা চেয়ারম্যান, তাহিরপুর, তার বক্তব্যে বলেন যে, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা ও বজ্রপাত এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। যেহেতু সরকার দুর্যোগকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে তাই এই পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল দফতরের সহায়তা প্রয়োজন। দুর্যোগ মোকাবেলায় তাহিরপুর উপজেলা একটি মডেল হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন।

কর্মশালার সভাপতি মো. সুলায়মান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর, তার সমাপনী বক্তব্যে তাহিরপুর উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় তাহিরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, ভার্ড ও সিডিএমপি'কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দুর্যোগ আমাদের নিত্যসঙ্গী তাই ইউনিয়ন পর্যায়ে তিনি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এই পরিকল্পনা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সংযুক্তি ১৮

তাহিরপুরে ভার্ড-এর উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বৈধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

ভার্ড-এর উদ্যোগে কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় ৮ জুন ২০১৪ রোজ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, তাহিরপুর-এর অংশগ্রহণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বৈধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব কামরুজ্জামান কামরুল, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ এবং মূখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। সভায় তাহিরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৪০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন মিয়া, উপ-পরিচালক (মনিটরিং), ভার্ড, তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া, তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

তাহিরপুর উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের কার্যকরী মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

সভায় প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ মোলায়মান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ তার বক্তব্যে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মূলতঃ আমাদের পরিকল্পনা। তাই ইহা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আমাদের সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

সভায় সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান কামরুল, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ, তার সমাপনী বক্তব্যে তাহিরপুর উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, ভার্ড ও সিডিএমপি'কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইহা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীঃ

মোঃ ফজলুল হক
মাস্টার ট্রেইনার
ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড
তারিখঃ ৮/০৬/২০১৪

২ সুনামকণ্ঠ
সর্বাধিক প্রচারিত সুনামগঞ্জ জেলার একমাত্র নিয়মিত সাপ্তাহিক
সুনামগঞ্জ, মঙ্গলবার, ১০ জুন ২০১৪, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, ১১ শাবান ১৪৩৫

তাহিরপুরে ভার্ডের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

ভার্ডের উদ্যোগে কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় গত ৮ জুন রবিবার সকাল ১১টায় তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, তাহিরপুর-এর অংশগ্রহণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুল এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সোলায়মান। সভায় মুখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন ভার্ড ডিএম প্ল্যান প্রজেক্টের মাস্টার ট্রেইনার মো. ফজলুল হক। সভায় তাহিরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৪০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ভার্ডের উপ-পরিচালক (মনিটরিং) মো. বেলায়েত হোসেন মিয়া তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তাহিরপুর উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পৃ. ২ কলাম ১

তাহিরপুরে ভার্ডের

বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মাস্টার ট্রেইনার মো. ফজলুল হক। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের কার্যকরী মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সভায় প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সোলায়মান তার বক্তব্যে বলেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মূলত আমাদের পরিকল্পনা। তাই এটি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আমাদের সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সভার সভাপতি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুল তার সমাপনী বক্তব্যে তাহিরপুর উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় তাহিরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, ভার্ড ও সিডিএমপি'কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এটি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সমন্বয়ে

VARD ভলান্টারী এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)

বাড়ি নং – ৫৫৪ (৪র্থ ও ৬ষ্ট তলা), সড়ক নং- ০৯
বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর।
পি,ও, বক্স নং- ১০০৫৯,(মোহাম্মদপুর), ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮ ০২ ৯১৩৩৫৯০, ৯১২৪৪১০, ফ্যাক্সঃ ৮৮ ০২ ৯১২৫২১৫
ই-মেইলঃ vardho@vardbd.org, ওয়েবঃ www.vardbd.org